মাসিক

# আহ্বান

The Monthly **Ahban**

Voice of Bangladeshi Khuddam

তবলীগ ১৪০০ হিজরী শামসী । ফেব্রুয়ারি ২০২১ । মাঘ ১৪২৭

বাঙালির কাছে এই মাস ভাষার মাস, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার মাস। তাই তো বাঙালি জাতি পুরো ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে ভালোবাসা জানাবে ভাষা শহীদদের প্রতি। শুধু এ মাসেই নয় বরং আমরা বছর জুড়েই ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব এবং তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ করব।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণপ্রিয় খলীফার সাথে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমেলার ভার্চুয়াল সভার পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে কেন্দ্রীয় আমেলার গ্রুপ ফটো।

## পরিচালনা পরিষদ

**সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি:**
মুহাম্মদ জাহেদ আলী

**উপদেষ্টামণ্ডলী:**
আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান
মুনাদিল ফাহাদ
ফজলুর রহমান

**সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত):**
মাহমুদ আহমদ সুমন

**সহ-সম্পাদক**
ডা. এখতিয়ার উদ্দিন শুভ
মুহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম জুম্মন
মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন মিথুন

**বার্তা সম্পাদক:**
ইহসানুল ইরফান বিন আব্দুল ওয়াহাব
মোবাশ্বের আহমদ তাকফি

**বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক:**
রফি আহমদ (জুনায়েদ)
আবুল আতা মামুন

**মুক্তোঝরা:** উপদেষ্টা–
মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু
ফজল মাহমুদ
মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
পরিচালক– আশরাফুল ইসলাম শান্ত

**গ্রাফিক্স টিম:**
নুরুল আনাম আবীর
নাজমুস সাকিব অন্তর

**গ্রাহক সমন্বয় (দেশীয়):**
জাকারিয়া আহমদ

**গ্রাহক সমন্বয় (বিদেশীয়):**
শরীফুল হক মিশু

**বিতরণ ব্যবস্থাপক:**
বাবুল মিয়া
মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন শ্যামল
মুহাম্মদ ইশমাম শাহ

**প্রচ্ছদ ও অলংকরণ:**
মুহাম্মাদ আরিফ মৃধা



মাসিক
# আহ্বান

বর্ষ-৩১। সংখ্যা-০২। মাঘ-ফাল্গুন, ১৪২৭। তবলীগ ১৪০০ হি. শা.। ফেব্রুয়ারি'২১


## সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| কুরআন | ৩ |
| হাদীস | ৩ |
| অমৃতবাণী | ৪ |
| সদর মজলিসের কলাম– | ৫ |
| যুগ-খলীফার তাজা নির্দেশনা | ৬ |
| গুলহায়ে মোহাব্বত (ভালোবাসার পুষ্পাঞ্জলি) | ৯ |
| লাইফ সুপ্রিম (উন্নত জীবন) | ১১ |
| ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব | ১২ |
| খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের নিবেদিত সেবক মুহাম্মদ আব্দুর রউফ ভাই | ১৪ |
| মিথ্যা আপত্তি ও অপপ্রচারের জবাব | ১৫ |
| মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী | ১৭ |
| মুক্তোঝরা | ২১ |
| বর্তমান আধুনিক সমাজে মুসলমান নারী হিসেবে জীবন যাপন | ২৭ |
| কোভিড ১৯ এবং লকডাউন | ৩৩ |
| আলোকিত জীবন | ৩৬ |
| আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ | ৩৮ |
| মজলিস সংবাদ | ৪০ |

# সম্পাদকীয়–

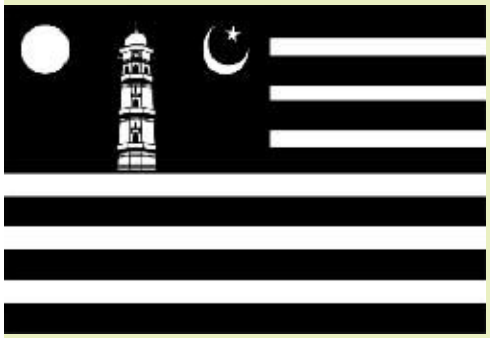

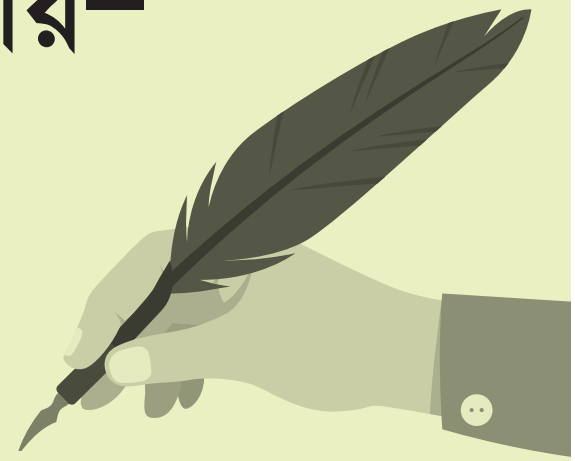

বর্তমান যেহেতু মিডিয়ার যুগ তাই মিডিয়াতে ব্যাপকহারে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ তুলে ধরা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। কেননা বিশ্বনবী (সা.)-কে শান্তির দূত হিসেবে কেবল মক্কা শহর বা সেই দেশ বা কেবল সেই যুগের লোকদের জন্যই আবির্ভূত করেন নি। তিনি (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষ ও জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব।

আজকে মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অনুপম একটি দৃষ্টান্ত আহ্বানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরব। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম আর তিনি মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। একজন বেদুঈন এসে সেই চাদর ধরে এত জোরে হেঁচকা টান দেয় যে, যার কারণে মহানবীর (সা.) গলায় চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে যায়। এরপর সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ প্রদত্ত এই সম্পদ দিয়ে আমার এই দু'টি উট বোঝাই করে দিন, কেননা আপনি আমাকে আপনার নিজস্ব সম্পদ থেকেও কিছু দিচ্ছেন না আর আপনার পৈত্রিক সম্পদ থেকেও দিচ্ছেন না। একথা শুনে প্রথমে মহানবী (সা.) নীরব থাকেন এরপর বলেন, 'আল মালু মালুল্লাহি ওয়া আনা আবদুহু' অর্থাৎ সমস্ত সম্পদ আল্লাহরই আর আমি তার এক বান্দা মাত্র। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমাকে যে কষ্ট দিয়েছ তোমার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেয়া হবে। তখন এই বেদুঈন বলল, না! মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কেন প্রতিশোধ নেয়া হবে না? সে বলল, কেননা আপনি মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করেন না। একথা শুনে হুযূর (সা.) হেসে ফেলেন। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন, এই ব্যক্তির একটি উটে জব আর অপরটিতে খেজুর বোঝাই করে দাও' (আল শিফাউল কাযী আয়ায, প্রথম খণ্ড)।

আমাদের চিন্তা করার বিষয়, কত অতুলনীয় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তই মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই উত্তম আদর্শ তিনি শুধু মুসলমানদের সাথেই করতেন না বরং ইসলাম বিরোধী শত্রুদের প্রতিও প্রদর্শন করেছেন। মহানবীর (সা.) এই উত্তম আদর্শের ফলেই ইসলামের পতাকা তোলে সবাই একত্রিত হয়েছিলেন। আর এই জন্যই আল্লাহ্ তা'লা তাকে 'রহমতুল্লীল আলামীন' বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ সারা বিশ্বের জন্য তিনি হলেন রহমত স্বরূপ। জনদরদী এই বিশ্বনবী (সা.) মানুষকে সকল প্রকার পঙ্কিলতা, অনিয়ম, অনাচার, পাপাচার ও অন্ধকারের বেড়াজাল হতে মুক্ত করতে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। মহানবীর সংগ্রাম ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার, তিনি সংগ্রাম করেছেন অশান্ত বিশ্বকে শান্ত করার, তিনি রাজ্য দখলের জন্য সংগ্রাম করেননি। সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা না পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হন নাই। নিজে বহু কষ্ট করেছেন, নানা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন, জীবনের ওপরে বার বার হুমকী এসেছে তবুও তিনি পিছিয়ে যান নি। একাধারে বিরামহীন চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা তিনি জয়যুক্ত হয়েছেন। এভাবে সেকালের ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

তাই আসুন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করি। কেননা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ, অনুকরণ ছাড়া কোনভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ নবীর আদর্শ মোতাবেক জীবন পরিচালনা এবং তাঁর প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

# আল-কুরআন

‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে আকাশসমূহের ও পৃথিবী সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষায় ও বর্ণে প্রভেদ সৃষ্টি করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।’

(সূরা আর রূম, আয়াত: ২৩)

# আল-হাদিস

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাও কঠিন পরীক্ষা, চরম দুর্ভাগ্য, খারাপ তাকদীর ও শত্রুদের আত্মতুষ্টি থেকে।

(বুখারী ও মুসলিম)

# অমৃতবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন– **"আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং ভালোবাসা মানুষকে অবশেষে খোদা তা'লার প্রিয় বান্দায় পরিণত করে। তখন, খোদা সেই মানব-হৃদয়ে আপন প্রেমের এক আগুন উদ্দীপ্ত করে দেন এবং সেই মানুষ অন্য সমস্ত কিছু থেকে তার হৃদয়কে মুক্ত করে নিয়ে খোদা তা'লার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তখন তার প্রেম-ভালোবাসা, তার ইচ্ছা অভিলাষ সব কিছুই একমাত্র খোদা তা'লার জন্য হয়ে যায়। তখন মহব্বতে ইলাহীর এক খাস তাজাল্লী অর্থাৎ ঐশী প্রেমের এক বিশেষ বিচ্ছুরণ তার ওপরে পতিত হয়। আর তাকে ইশক ও মহব্বতের পূর্ণ রঙে রঙিন করে প্রবল শক্তিতে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তখন সে তার প্রবৃত্তির তাড়নার ওপরে জয়লাভ করে। তখন তার সমর্থনে ও সাহায্যে সব দিক থেকেই খোদা তা'লার অসাধারণ কার্যাবলী নিদর্শনের আকারে প্রকাশিত হতে থাকে।"**

(হকীকাতুল ওহী, পৃ. ৬৫)

# সদর মজলিসের কলাম–

প্রিয় খোদ্দাম ও আতফাল ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সবাই ভালো আছেন। আপনারা জানেন গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমেলার সাথে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর ভার্চুয়াল মোলাকাত হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, কেননা তিনি আমাদের প্রতি অপার অনুগ্রহ করেছেন। এজন্য আমরা যতই তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেন, তা কখনো যথেষ্ট হবেনা। কেননা তিনি একান্ত নিজ কৃপায় এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রেখেছেন।

হুযূর আকদাস (আই.) আহমদী যুবকদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ক্রমাগত উন্নতি নিশ্চিতকারী বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস (আই.) খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদেরকে মানবতার সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে এবং ইসলামের শিক্ষার প্রতিফলনে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে অভাবগ্রস্তদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার নির্দেশনাও প্রদান করেন।

তিনি বলেন, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনার উচিত হাসপাতাল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আহমদী তরুণদেরকে রক্তদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত করা, যেন প্রয়োজনের সময়ে দেশের জনগণকে তারা সাহায্য করতে পারেন।

হুযূর (আই.) আমাদের উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, "আহমদী মুসলিম যুবকদের রক্তদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের সদস্যদেরকে সাহায্য করার জন্য নয়, বরং সমাজের অন্যান্য সকলের জন্যও এটি প্রদান করা উচিত এবং মানবতার সেবার জন্য আমাদের সদস্যদেরকে নিবন্ধিত করতে হাসপাতাল এবং ব্লাড ব্যাংকগুলোর সঙ্গে আপনাদের কাজ করা উচিত। জনগণের জানা উচিত যে, আহমদী মুসলমান তারাই, যারা সমগ্র মানবতার সেবায় এগিয়ে এসে থাকে।"

খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সংবাদ শুনে হুযূর (আই.) খুশি হয়েছেন এবং আমাদেরকে আরো বেশি কাজ করারও নির্দেশ প্রদান করেছেন। হুযূরের নির্দেশনার বিষয়গুলো আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

হুযূর (আই.)-এর সাথে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমেলার এই সাক্ষাত যেন এক নবদিগন্তের সূচনা করে সেজন্য খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রত্যেক সদস্যের কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। সেই সাথে সবার কাছে প্রত্যাশা রাখব, আসুন নব উদ্যমে মজলিসের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করি আর আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। খোদ্দামুল আহমদীয়ার একজন সদস্য হিসেবে আমরা যে অঙ্গীকার করেছি আমরা যদি সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও আমাদের সাথে তাঁর কৃপাবারী আরো প্রবলভাবে বর্ষণ করবেন, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে যুগ খলীফার প্রতিটি নির্দেশের ওপর আমল করার এবং প্রকৃত ইসলামের ছায়ায় জীবন পরিচালনার তৌফিক দান করুন, আমীন।

খাকসার

**মুহাম্মদ জাহেদ আলী**

সদর

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

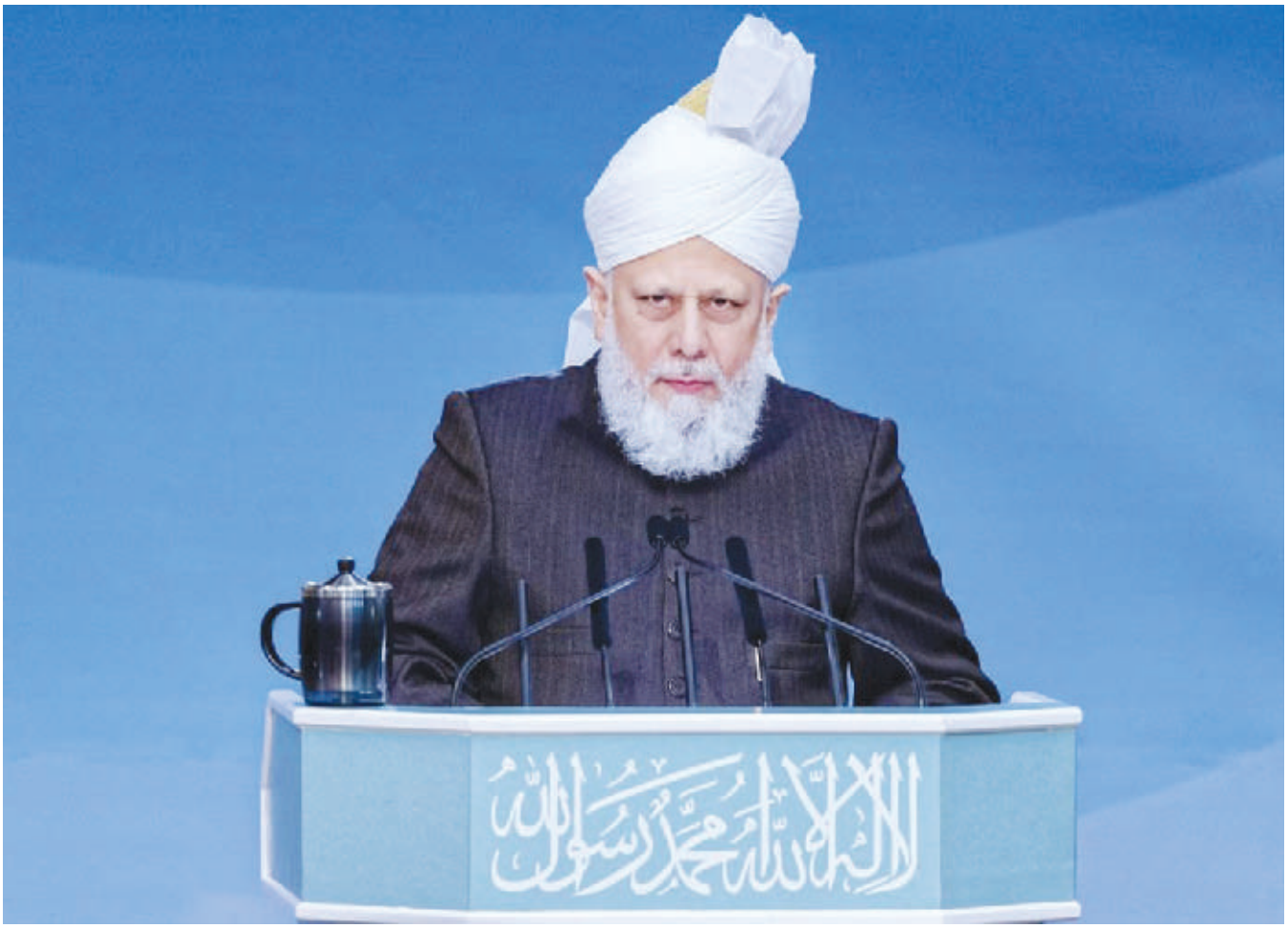


# যুগ-খলীফার তাজা নির্দেশনা

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত উসমান (রা.)'র স্মৃতিচারণের ধারা অব্যাহত রাখেন।

তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)'র যুদ্ধাভিযানে যোগদান সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। একটি যুদ্ধাভিযানের নাম ছিল 'যাতুর রিকা'র যুদ্ধাভিযান; 'নজদ' এর বনু গাতফানের গোত্র বনু সা'লাবাহ্ ও বনু মোহারিবের সাথে লড়াইয়ের জন্য মহানবী (সা.) ৪শ' মতান্তরে ৭শ' সাহাবীসহ অগ্রসর হন এবং হযরত উসমান (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে যান; কারও কারও মতে হযরত আবুযার গিফারী (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করে যান।

মহানবী (সা.) সাহাবীদের নিয়ে নজদ এর নাখ্ল নামক স্থানে পৌঁছলে শত্রুদের বিরাট সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হন, কিন্তু বাস্তবেযুদ্ধ হয় নি। উভয় পক্ষই অপর পক্ষের আক্রমণের আশংকায় ছিল, আর এই যুদ্ধের সময়েই মুসলমানরা প্রথম সালাতুল খওফ আদায় করেন, যা ভীতিপূর্ণ পরিস্থিতিতে পড়া হয়ে থাকে। এই যুদ্ধের নাম 'যাতুর-রিকা' হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত বর্ণিত আছে। অবশ্য হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণিত নির্ভরযোগ্য সূত্রের একটি হাদীস থেকে জানা যায়, সেই যুদ্ধে তিনিসহ ছয়জন সাহাবীর জন্য মাত্র একটি উট ছিল, যাতে তারা পালাক্রমে আরোহণ করতেন।

ফলে তাদেরকে অনেকটা পথই হেঁটে যেতে হয়েছি; হাঁটতে হাঁটতে তাদের পা

ফেটে যায়, এমনকি আবু মূসা (রা.)'রপায়ের নখও খসে পড়ে। সাহাবীরা এজন্য নিজেদের পায়ে কাপড়ের টুকরো বা ন্যাকড়া জড়িয়ে নিতেন, সেই থেকে এই যুদ্ধের নাম 'যাতুর রিকা' হয়ে যায়, কারণ রিকা' কাপড়ের টুকরোকে বলা হয়।কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থমতে এই যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল, তবে সহীহ্ বুখারীর মতে এটি ৭ম হিজরীতে সংঘটিত হয়। কারণ এই যুদ্ধে আবু মূসা আশআরী (রা.)অংশ নিয়েছিলেন, আর তিনি ৭ম হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধের পর মুসলমান হন; তাই ৭ম হিজরীতে এর সংঘটন অধিক যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

৮ম হিজরীতে সংঘটিতমক্কা-বিজয় সংক্রান্ত একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা সুনান নেসাঈ'তে বর্ণিত হয়েছে; তাতে সেই চারজনের উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সা.) যাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন; আর এতেও হযরত উসমান (রা.)'র বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) চারজন পুরুষ ও দু'জন নারী ছাড়া মক্কার সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। সেই চার ব্যক্তি ছিল ইকরামা বিন আবু জাহল, আব্দুল্লাহ্ বিন খাতল, মুকীস বিন সুবাবাহ্ ও আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবী সারাহ।আব্দুল্লাহ্ বিন খাতলকে হযরত সাঈদ বিন হুরায়স ও আম্মার বিন ইয়াসের কা'বা চত্বরে হত্যা করেন, মুকীসকে বাজারে পাওয়া যায় এবং তাকে হত্যা করা হয়। ইকরামা মক্কা থেকে পালিয়ে জাহাজে করে অন্য কোন দেশে পাড়িজমাতে চাচ্ছিল, ইতোমধ্যে তার স্ত্রী মহানবী (সা.)-এর কাছে আবেদন করে ইকরামার জন্য ক্ষমা ও নিরাপত্তা চেয়ে নেয়। ইকরামা জাহাজে উঠে পড়েছিল, এমন সময় তার স্ত্রী গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনে।

মহানবী (সা.)-এর মহানুভবতায় আশ্চর্য হয়ে ইকরামা মুসলমান হয়ে যান এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হন। তার ইসলামগ্রহণের সময় মহানবী (সা.) তাকে বলেন, 'আজ তুমি আমার কাছে যা-ই চাইবে, যদি তা আমার সাধ্যে কুলোয়, তবে আমি তোমাকে তা দান করব।' তখন ইকরামা তার পূর্বকৃত শত্রুতার জন্যআল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করেন; মহানবী (সা.) দোয়া করেন এবং নিজের চাদর তাকে পরিয়ে দেন। ইকরামার ইসলামগ্রহণের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর সেই স্বপ্নও পূর্ণ হয়, যাতে তিনি (সা.) জান্নাতে একটি সুদৃশ্য আঙ্গুরের থোকা দেখেছিলেন এবং তাঁকে বলা হয়েছিল– এটি আবু জাহলের জন্য। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ৪র্থ ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ আবী সারাহ্, প্রথমে সে মুসলমান ছিল এবং মহানবী (সা.)-এর কাতেবে ওহী বা ওহী-লেখকদের অন্যতম ছিল। কিন্তু শয়তানী কুপ্ররোচনার কারণে তার মধ্যে মহানবী (সা.)-এর ওহী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়; আর সে মুরতাদ হয়ে মক্কাবাসীদের দলে গিয়ে যোগ দেয় এবং ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত হয়। মক্কা-বিজয়ের দিন সে হযরত উসমান (রা.)'র আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তার বাড়িতেই তিনদিন আত্মগোপন করে থাকে, এরপর হযরত উসমান (রা.) তার জন্য ক্ষমা ও নিরাপত্তার আবেদন করলে মহানবী (সা.) তাকে ক্ষমা করে দেন, সে পুনরায় বয়আত গ্রহণ করে। কতিপয় বর্ণনায় এরূপও দেখা যায়, মহানবী (সা.) তাকে ক্ষমা করতে চান নি, বরং চাইছিলেন যে কেউ তাকে হত্যা করুক; কিন্তুঘটনার পরম্পরা, যৌক্তিকতা ও অপরাপর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়– এই ধারণা সঠিক নয়। মহানবী (সা.) স্বেচ্ছায়হযরত উসমান (রা.)'র সম্মানে তাকে ক্ষমা করে দেন।

৯ম হিজরীতে সংঘটিত তাবূকের যুদ্ধেও হযরত উসমান (রা.)'র ইসলামসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'জায়শুল উসরা'বা'সংকটাপন্ন সৈন্যদল' নামেও সুপরিচিত, কারণ মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধোপকরণের সংকট ছিল। মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছে আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানালে হযরত উসমান(রা.) তিন দফায় ভ্রমণের আসন-সরঞ্জামসহ তিনশ' উট প্রদান করেন; মহানবী (সা.) তখন বলেছিলেন, উসমানের এই পুণ্যের পর আর কোন কর্মের জন্যই তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে না। এছাড়াও উসমান (রা.) দু'শ অওকিয়া বা সোনার মোহরও চাঁদাস্বরূপ প্রদান করেন। অপর বর্ণনামতে তিনি এক হাজার উট ও সত্তরটি ঘোড়া দিয়েছিলেন, আবার এক হাজার সৈন্যের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। মহানবী (সা.) তার জন্য এই দোয়াও করেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট থেকো, নিশ্চয়ই আমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট'।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একস্থানে হযরত উসমান (রা.)'র অতুলনীয় মর্যাদা ও ইসলামসেবার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তিনবার এমন ঘটেছে যে, মহানবী (সা.) উসমান (রা.) সম্পর্কে বলেন-'সে জান্নাত কিনে নিল!' এরমধ্যে একবার তাবূকের যুদ্ধের সময়, আরেকবার মুসলমানদের পানির চরম সংকটের সময় 'রুমা' কূপটি কিনে দেয়ার পর নবীজী (সা.) এই মন্তব্য করেন। বয়আতে রিযওয়ানের সময় মহানবী (সা.)নিজের এক হাতের ওপর অপর হাত রেখে সেটিকে হযরত উসমান (রা.)'র হাত আখ্যা দেন। তিনি (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে এ-ও বলেছিলেন,'আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে একটি পোশাক পরিধান করাবেন, আর মুনাফিকরা সেই পোশাক খুলে ফেলতে চাইবে, কিন্তু তুমি তা খুলো না'; এই ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফত লাভের ও সেই খিলাফতের অবশ্যম্ভাবী বিরোধিতার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)'র

খিলাফতকালেও ইতিহাসে হযরত উসমান(রা.)'রবিশেষ সেবার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, আর উভয় খলীফাই হযরত উসমান(রা.)-কে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন, তার কাছে পরামর্শও চাইতেন এবং তিনিও সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদান করতেন। হযরত আবু বকর (রা.) যেসব সাহাবী ও পরামর্শকদের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে পরামর্শ করতেন, হযরত উসমান (রা.) তাদের অন্যতম ছিলেন। মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের বিশৃঙ্খলা সামলানোর পর হযরত আবু বকর(রা.) সিরিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে মুসলিম বাহিনী প্রেরণের বিষয়ে চিন্তা করছিলেন; এ বিষয়ে তিনি পরামর্শ চান।

সাহাবীগণ বিভিন্ন রকম পরামর্শ দিচ্ছিলেন; এক পর্যায়ে হযরত উসমান (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর(রা.) যা-ই সমীচিন মনে করবেন– সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, কেননা আবু বকরের ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হতে পারে না। অন্যান্য সাহাবীগণও সহমত প্রকাশ করেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) মুসলমানদেরকে সিরিয়ায় রোমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। হযরত আবু বকর (রা.) একজনকে বাহরাইনের গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিলে হযরত উসমান (রা.) হযরত আলা বিন হাযরামীকে এই দায়িত্ব প্রদানের পরামর্শ দেন, কারণ স্বয়ং মহানবী (সা.) তাকে এই দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) এরূপই করেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে একবার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের সময় সবাই তার কাছে গিয়ে দোয়ার আবেদন করেন, আবু বকর (রা.) বলেন, যাও ও ধৈর্য ধর, সন্ধ্যার মধ্যে আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করবেন। সেদিনই হযরত উসমান (রা.)'র বিশাল বড় বাণিজ্য-কাফেলা সিরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ে মদীনায় ফেরে। মদীনার ব্যবসায়ীরা তার কাছে এসে সেই খাদ্যশস্য কিনে নিতে চায়, তারা দেড়গুণ মূল্য দিতেও প্রস্তুত ছিল।

হযরত উসমান (রা.) তাদের বলেন, তিনি তো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এর বদলে দশগুণ লাভ পাবেন; অতঃপর তিনি সমুদয় খাদ্যশস্য মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সেই রাতে স্বপ্নে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে হযরত উসমান(রা.)'র এই সদকায় আল্লাহ্ তা'লার গভীর সন্তুষ্টির বিষয়ে জানতে পারেন।

হযরত উমর (রা.)-ও তার খিলাফতকালে অনেক বিষয়ে হযরত উসমান (রা.)'র পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। যখন মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের সাথে সাথে বায়তুল মালে প্রচুর সম্পদ জমা হয়, হযরত উমর(রা.) তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের কথা ভাবেন। হযরত উসমান (রা.) তাকে আদম-শুমারি করে রেজিস্টার তৈরির পরামর্শ দেন, যেন বন্টনের ক্ষেত্রে গরমিল না হয়। হযরত উমর (রা.) এই পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করেনএবং সেই অনুসারে প্রথম আদম শুমারি ও রেজিস্টার তৈরি করা হয় এবং সুষম বন্টন সুনিশ্চিত হয়। হযরত উমর (রা.) পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যেরযে খিলাফত নির্বাচন কমিটি গঠন করেছিলেন, হযরত উসমান (রা.)ও তার সদস্য ছিলেন; কমিটির মাধ্যমে তিনিই খলীফা নির্বাচিত হন। হুযূর (আই.) সেই ঘটনাটির বর্ণনা সবিস্তারে তুলে ধরেন। নির্বাচন কমিটির সেই ছয়জন হলেন, আলী বিন আবু তালিব, যুবায়ের বিন আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন অওফ, উসমান বিন আফ্‌ফান, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং সা'দ বিন মালেক (রা.)।

হযরত উমর (রা.)'র নির্দেশমত হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) মদীনার সকল মানুষের মতামতের ভিত্তিতে হযরত উসমান (রা.)-কে ইসলামের চতুর্থ খলীফা বলে ঘোষণা দেন এবং তার হাতে বয়আত করেন। হযরত উসমান(রা.) ২৩ হিজরীর ২৯ যিলহজ্জ, সোমবার দিন খলীফা হিসেবে বয়আত নেন।

খলীফা হওয়ার পর দেয়া প্রথম ভাষণে তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, 'যে কাজ প্রথম প্রথম করা হয়, তা কঠিন হয়ে থাকে; ...আমি কোন বক্তা নই, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলে আমাকে শিখিয়ে দিবেন।' তার খিলাফতকালে আল্লাহ্‌র কৃপায় মুসলমানরাবিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিজয় লাভ করেন। আলজেরিয়া, মরক্কো, স্পেন, সাইপ্রাস, তাবারিস্তান, আর্মেনিয়া, খোরাসানসহ আরও বিভিন্ন অঞ্চল জয় করা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মুসলিম বাহিনীর অভিযানও পরিচালিত হয়; এ-ও বর্ণিত আছে যে তার খিলাফতকালে ভারতেবর্ষেও ইসলামের বাণী পৌঁছে গিয়েছিল।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) পুনরায় পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়া করার প্রতি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন, যেন সেখানে অচিরেই ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটে এবং সেদেশের আহমদীরাও স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হন। (আমীন)

উপস্থাপনা:
**মওলানা হাজারী আহমদ আল মুনিম**

[প্রিয় পাঠক! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

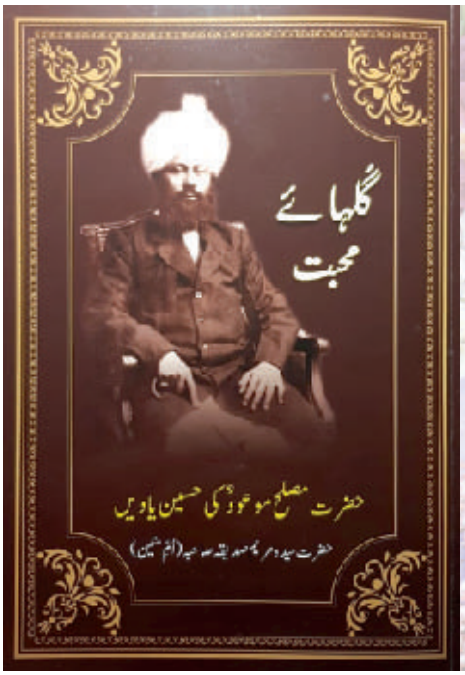


# গুলহায়ে মোহাব্বত
## (ভালোবাসার পুষ্পাঞ্জলি)

নারী জাতির প্রতি হযরত আমীরুল মু'মিনীন এর অনুগ্রহরাজি

মূল: হযরত সৈয়্যদা মরীয়ম সিদ্দিকা সাহেবা (উম্মে মতীন)

ভাষান্তর: **মওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের**

(৭ম কিস্তি)

### ভাই-বোনদের প্রতি ভালোবাসা

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ সনে ইন্তেকাল করেন। এর ঠিক একবছর পূর্বে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬০ সালে তিনি {খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)} শঙ্কিত হয়ে (ঘুম থেকে) জেগে উঠেন আর আমাকে বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি, মিয়াঁ শরীফ আহমদ সাহেব মারা গেছেন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি তো পুরোপুরি সুস্থ আছেন। তিনি (রা.) বলেন, না; এখনই ফোন করে দাউদকে বল, (তিনি) নিজে যেন তার কাছে গিয়ে তাকে দেখে আসেন। দাউদ যখন বলেন, তিনি ভালো আছেন, এতে (হুযূর) কিছুটা আশ্বস্ত হন কিন্তু এই স্বপ্নের প্রভাবে প্রায় সারারাত নির্ঘুম কাটান এবং দোয়া করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা দেখুন! ঐ সময় দোয়া দ্বারা তকদীর টলিয়ে দেন আর ঠিক একবছর পর ঐ তারিখেই হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব ইন্তেকাল করেন।

দু'বোনই তাঁর খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.)'র প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভালোবাসা ও অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিল। সৈয়্যদা আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবার সাথে কন্যাদের মত স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ছিল। কিন্তু তারও সামান্য কোন কষ্টের কথা শুনলে অস্থির হয়ে পড়তেন। হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা এলে অধিকাংশ সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের পুরোনো এবং নিজের শৈশবের ঘটনাবলী পুনরাবৃত্তি করতেন। কখনও নিজে শোনাতেন আবার কখনও তার কাছ থেকে শুনতেন। যখনই কেউ নতুন কোন নযম শোনাতেন তখন বলতেন, মোবারেকাকে ডাকো আর তাকেও শোনাও।

### পরম স্নেহশীল পিতা

সন্তানদের জন্য পরম স্নেহশীল পিতা ছিলেন। তরবীয়তের খাতিরে কখনও কখনও ছেলেদের প্রতি কঠোরও হয়েছেন কিন্তু তাদের আত্মসম্মানের প্রতি খেয়াল রেখেছেন। আমার স্মরণ আছে, কাদিয়ানে আমি তাঁর জোরে ধমক দেওয়ার শব্দ শুনেছি। (সে সময়) আমি ভেতরের কক্ষে ছিলাম, হঠাৎ এই মনে করে বাইরে আসি যে, দেখি কি হল? কাকে ধমক দিচ্ছেন। হুযূর তাঁর কোন সন্তানের প্রতি ঠিকমত পড়াশোনা না করার কারণে অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ভেতরে চলে যাই।

কিছুক্ষণ পর ভেতরের কক্ষে এসে তিনি বলেন, আমি যখন আমার সন্তানকে ভর্ৎসনা করছিলাম তখন তোমার সেখানে যাওয়া উচিত হয়নি। এতে সে লজ্জিত হবে, আপনার সামনে আমাকে তিরস্কার করা হয়েছে। মেয়েদেরকেও অনেক বেশি ভালোবাসতেন। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়াদির (ক্ষেত্রে কোন ভুল) দৃষ্টিগোচর হলে চোখে রক্ত উঠে যেত। নামাযে আলস্য কোনভাবেই সহ্য করতেন না। ভর্ৎসনা করলে তা সময়মতো নামায না পড়ার কারণেই করেছেন। শুরু থেকেই সন্তানদের হৃদয়ে এটি সঞ্চার করেছেন, (তোমরা) সবাই ধর্মের জন্য উৎসর্গিত। তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছেন।

১৯১৮ সনে (হুযূর) যখন প্রচণ্ড ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং নিজের ওসীয়্যত প্রকাশ করিয়েছিলেন তাতেও এই ওসীয়্যত করেছিলেন, **'সন্তানদেরকে এমনভাবে ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা প্রদান করা হোক যাতে তারা পেশাদারিত্বের আকর্ষণ মুক্ত হয়েধর্মসেবা করতে পারেন। যতটুকু সম্ভব ছেলেদেরকে কুরআন হিফ্‌য করানো হোক'**। তিনি (রা.) সর্বদা খোদা ও রসূল (সা.)-এর জন্য নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে নিবেদিত রাখতেন। খোদা করুন, তারা (অর্থাৎ, সন্তানরা) যেন কিয়ামত পর্যন্ত এই উপদেশের ওপর আমল করে আর আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের সত্যিকার সেবক বানান আর ইসলামের প্রত্যেক শত্রুর জন্য তারা সত্যের এক বলীষ্ঠ পাঞ্জা প্রমাণিত

হোক আর তাদের জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তি যেন ইসলামকে বক্র দৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম না হয়।"

## হুযূরের একটি অঙ্গীকার

১৯৩৯ সনে হুযূর (রা.) একটি অঙ্গীকারও করেছিলেন., যা হুযূরের একটি নোটবুকে তাঁর কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যেটি সাধারণত হুযূর তাঁর কোটের ভেতরের পকেটে রাখতেন– স্মরণ রাখার জন্য তাতে নোট ইত্যাদি লিখে রাখতেন। আর তা হল, **"আজ ১৯৩৯ সনের ১৪ই মে তারিখে আমি মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র কসম খাচ্ছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বংশধরদের মধ্য হতে যে নিজের জীবন জামাতের সেবায় ব্যয় করবে না আমি তার বাড়িতে আহার করবো না। কিন্তু অপারগতা বা অন্য কোন প্রজ্ঞার কারণে যদি এমনটি করতেই হয় তাহলে আমি কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি রোযা রাখবো অথবা সদকাস্বরূপ পাঁচ রূপী প্রদান করবো। এই অঙ্গীকার আপাতত এক বছরের জন্য।"**

তাঁর এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তানদেরকে শৈশবেই জীবন উৎসর্গ করার তৌফিক দান করেন আর আল্লাহ্‌র কৃপায় তাদের মধ্য হতে প্রায় সবাই ধর্ম এবং জামাতের সেবা করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আরো কুরবানীর, সেবার এবং ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ দান করুন। আর তাদের কুরবানীর দরুন তাদের পবিত্র পিতার আত্মা আনন্দ লাভ করতে থাকুন। আমীন আল্লাহুম্মা আমীন।

**'ইতায়িযীল কুরবা'**র প্রতি পবিত্র কুরআনে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং **'কানা খুলুকুহুল কুরআন'**-এর অধীনে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে এর ব্যবহারিক আদর্শ প্রকাশিত হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর ওপর যে আমল করেছেন তা অতুলনীয়। আমি অনেকবার তাঁর মুখ থেকে একথা শুনেছি, তিনি (রা.) বলতেন, 'মানুষ অনুগ্রহবশে আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করে অথচ আল্লাহ্ তা'লা **যী কুরবা'**কে সাহায্য করা মানুষের জন্য অপরিহার্য করেছেন। তোমাদের ধন-সম্পদে তাদের অধিকার আছে, তাদের প্রাপ্য অধিকার তাদেরকে প্রদান কর। নিজের আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রীদের আত্মীয়-স্বজন, আত্মীয়-স্বজনদের আত্মীয়– এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যাদের কোন প্রয়োজন ছিল আর তিনি (রা.) তাদের প্রতি সহমর্মিতার হাত প্রসারিত না করেছেন। কারো বলারও প্রয়োজন পড়তো না তিনি নিজের থেকেই খেয়াল রেখেছেন।

## জামাতের সদস্যদের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা

জামাতের সদস্যদের কথা আর কি বলবো। জামাতের সদস্যরা তাঁর কাছে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও অনেক বেশি প্রিয় ছিলেন। তাদের আনন্দে তিনি আনন্দিত হতেন আর তাদের দুঃখে– আমি তাঁকে বহুবার কষ্টে নিপতিত হতে দেখেছি। তিনি (রা.) যখন খলীফা হন সে বছর বার্ষিক জলসার বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, **"কিন্তু খোদার খাতিরে অভিনিবেশ কর, পূর্বের তুলনায় তোমাদের স্বাধীনতায় কোন পার্থক্য হয়েছে কি? তোমাদেরকে দিয়ে কেউ দাসত্ব করায় কি? অথবা তোমাদের ওপর হুকুম চালায় বা তোমাদের সাথে অধীনস্ত, ক্রীতদাস এবং বন্দিদের মত ব্যবহার করে কি? যারা খিলাফত বিমুখ তাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? কোনই পার্থক্য নেই; আবার অনেক বড় একটি পার্থক্যও আছে আর তা হল, তোমাদের জন্য এক ব্যক্তি যিনি তোমাদের প্রতি স্নেহ-মমতা রাখেন, তোমাদের ভালোবাসেন, তোমাদের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করেন, তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করেন, তোমাদের জন্য আপন প্রভুর নিকট একজন দোয়াকারী রয়েছেন।**

**কিন্তু তাদের কেউ নেই। তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন, বেদনা বোধ করেন আর তোমাদের জন্য স্বীয় প্রভুর সমীপে আহাজারি করেন কিন্তু তাদের জন্য এমনটি করার কেউ-ই নেই। তোমাদের কেউ যদি অসুস্থ্য হয় তাহলে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। তোমরা কি এমন ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করতে পারো যার সহস্র নয় বরং লক্ষ লক্ষ রোগী রয়েছে?"** (বারকাতে খিলাফত, আনওয়ারুল উলূম, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

কিন্তু যেখানে {তিনি (রা.)} জামাতের প্রতি অপরীসীম ভালোবাসা রাখতেন আর যারা তাদেরকে ভালোবাসতেন তাদেরকেও সম্মান করতেন সেখানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পরিপন্থী সামান্যতম কোন কথা বা জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অথবা খিলাফতের ওপর আঘাত এলে (কোনভাবেই) তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। মহিলাদের মধ্যে অজ্ঞতাবশে সন্মান হেতু পীরদেরকে স্পর্শ করার অভ্যাস হয়ে থাকে। অনেক সময় গ্রামের মহিলারা সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসতেন এবং (তাঁর) পা স্পর্শ করার চেষ্টা করতেন। (এতে) তাঁর চেহার রক্তিম হয়ে যেত আর তাদেরকে কঠোরভাবে বারণ করতেন যে, এটি শির্ক। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, **(তিনি) কোমল হৃদয়ে অধিকারী হবেন**। কর্মিরা ঠিকভাবে কাজ না করার কারণে অনেক সময় (তাদের প্রতি) অসন্তুষ্টও হয়েছেন, শাস্তিও দিয়েছেন কিন্তু আমি জানতাম, অসন্তুষ্ট হয়ে নিজেই মনমরা হয়ে যেতেন বা কষ্ট পেতেন। বাধ্য হয়ে শাস্তি দিতেন যাতে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের অভ্যাস তাদের মাঝে গড়ে উঠে। অনেক বার এমন হয়েছে, কোন কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় অফিসের কোন কোন কর্মচারীকে নির্দেশ দিয়েছেন, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি যাবে না, এরপর বাড়ির ভেতরে এসে বলতেন, অমুকের জন্য কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও; বেচারা এখনও বাড়ি যায় নি, অফিসে বসে কাজ করছে। যেদিন মালেক আব্দুর রহমান সাহেব খাদেম ইন্তেকাল করেন (সেদিন) দৈবক্রমে আমার ঘরে লাজনাদের কোন অনুষ্ঠান ছিল।

অনেক বোন এসেছিলেন, চা-নাস্তার আয়োজন ছিল। চা পান করছিলাম, হঠাৎ তারবার্তা মারফত খাদেম সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ আসে। ওপর থেকে আমাকে ডেকে বলেন, খাদেম সাহেব মারা গেছেন। জামাতের একজন নিবেদিতপ্রাণ সেবকের জানাযা আসছে আর তোমরা সবাই নিচে চা পান করছ! সবাইকে বিদায় দাও। পাশাপাশি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। নীচে নেমে আমি বোনদের কাছে একথা বললে তারা নীরবে প্রস্থান করেন।

(চলবে)

# লাইফ সুপ্রিম (উন্নত জীবন)

মূল: **বশির আহমদ অর্চার্ড**

(পূর্ব-প্রকাশের পর: ২৫ কিস্তি)

## গ্রহসমূহ

সূর্যকে ঘিরে আবর্তনশীল নয়টি বড়/গুরুত্বপূর্ণ গ্রহের মধ্যে অন্যতম একটি হলো পৃথিবী। এই গ্রহগুলোকে নবীদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সূর্যের আলোয় এগুলো যেভাবে আলোকিত হয় তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ঐশী আলোয় নবীগণও আলোকিত হয়ে থাকেন। যেভাবে গ্রহগুলো কখনই সেগুলোর কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয় না, তেমনিভাবে নবীগণও কখনই সত্য-পথ থেকে বিচ্যুত হন না:

"আর কথা বলার ক্ষেত্রে তারা তাঁর আগে বেড়ে কোনো কথা বলে না এবং তারা তাঁরই আদেশে কাজ করে।" (সূরা আল্ আম্বিয়া, ২১:২৮ আয়াত)

"আর একজন নবীর পক্ষে অসাধুতার কাজ করা কখনও সম্ভব নয়।" (সূরা আলে 'ইমরান, ৩:১৬২ আয়াত)

মানবজাতিকে পথ দেখানোর জন্যই নবীদের পাঠানো হয়ে থাকে। তারা সর্বোচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক নেতা হয়ে থাকেন। তাদেরকে প্রকাশ্য বিপথগামী বলে সমালোচনা করাটা তাদের প্রতি পুরোদস্তুর অপবাদ দেওয়ারই শামিল। বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকের লেখকেরা শোভনতা, শালীনতা ও যৌক্তিকতার সকল সীমা অতিক্রম করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে মদ্যপান, ব্যভিচার এবং হত্যার অভিযোগ আরোপ করেছেন। এটা একেবারেই অযৌক্তিক যে, কোনো অসংযমী, ভোগী এবং অপরাধী ব্যক্তি অপরাপর লোকদেরকে নৈতিক পবিত্রতার দিকে আহ্বান জানাতে এবং অনুপ্রাণিত করতে পারেন। এমনকি কোনো একজন সাধারণ প্রচারকও যদি এসবের চেয়ে কম গুরুতর কোনো অসদাচরণ করে ধরা পড়েন, তাহলে তার সমাজ তাকেও সমাজবিচ্ছিন্ন করে একঘরে করে দেবে। আল্লাহ্‌র প্রতি অনেক শোকর যে, পবিত্র কুরআনে তিনি সে-সব নবীদেরকে সে-সব গর্হিত, ঘৃণ্য ও জঘন্য অভিযোগসমূহ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, যে-সব অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে বাইবেলে উত্থাপন করা হয়েছে।

সূর্যের সঙ্গে দূরত্বের ভিত্তিতে প্রতিটি গ্রহই ভিন্ন ভিন্ন গতিতে সূর্যকে আবর্তন করে থাকে। নিয়ম হচ্ছে, যে-সব গ্রহ সূর্যের খুব নিকটবর্তী, সেগুলো তুলনামূলকভাবে অধিকতর দ্রুত গতিতে আবর্তন করে থাকে। অনুরূপভাবে, যে-সব ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর নিকটবর্তী, তারা অধিকতর দ্রুত গতিতে আধ্যাত্মিকতার জগতে অগ্রসর হন।

## উল্কা

মহাশূন্যে বিলিয়ন বিলিয়ন উল্কা দ্রুত গতিতে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহাবিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাথরকুচি, খোয়া এবং ধূলাবালিকে উল্কা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এগুলোর বেশিরভাগই এক তোলা/গ্রেন বালুর চেয়ে বেশি ওজন রাখে না; যদিও এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি তুলনামূলকভাবে বড় আকারের হয়ে থাকে। উল্কাগুলো বাইরে, মহাবিশ্ব থেকে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে (অ্যাটমস্ফেয়ারে) প্রবেশ করে। তবে এগুলো এখানে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে-পুড়ে যায়। বড় উল্কাগুলো পৃথিবীতে পতিত হওয়ার পর প্রায়শই দেখা যায় উজ্জ্বলভাবে পুড়ে যেতে। সাধারণভাবে যেগুলোকে শুটিং স্টার বা খসে পড়া তারকা (নক্ষত্র) বলা হয়, সেগুলো আসলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড, যা বায়ুমণ্ডলে তীব্রভাবে জ্বলতে থাকে। শুটিং স্টার বা খসে পড়া তারকা (নক্ষত্র) বলে আসলে কিছু নেই। এটি আসলে নাম বা শব্দের অপপ্রয়োগ মাত্র। বড় বড় উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে পতিত হয় এবং এগুলোকে মিটিওরাইটস বা উল্কা-পতন বলে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। হাজার হাজার বছর আগে অ্যারিজোনা মরুভূমিতে একটি উল্কাপিণ্ড পতিত হয় এবং ৪,০০০ ফুট ব্যাসের কয়েক শত ফুট গভীর একটি গর্ত সৃষ্টি করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে-বছর ইন্তেকাল করেন সে বছরে, ১৯০৮ সালে, সাইবেরিয়ায় একটি বড় উল্কাপিণ্ড পতিত হয়:

"সম্ভবত শত শত টন ওজনের একটি উল্কাপিণ্ড ভূ-পৃষ্ঠে, সাইবেরিয়ার বিরান ভূমিতে (১৯০৮ সালে) আঘাত হানে। ১৯২৮ সালে একটি বৈজ্ঞানিক অভিযানের মাধ্যমে এই এলাকা পরীক্ষা করে দেখা হয়। বৈজ্ঞানিকরা রিপোর্ট প্রদান করেন যে, উল্কাপিণ্ডের ভয়ানক তাপের কারণে সেখানকার আশেপাশের প্রায় ৩০ মাইল এলাকার গাছ-পালা এবং প্রকৃতি ঝলসে যায় ও বিরান হয়ে যায়।" (ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়া)

বিলিয়ন বিলিয়ন ছোট ছোট উল্কার সাথে মানবজাতির সাধারণ মানুষদের উপমা দেওয়া যায়। পতনশীল জ্বলন্ত উল্কা যখন মহাকাশের বুক চিরে দ্রুতগতিতে ধাবিত হয় এবং অবশেষে নিঃশেষিত হয়, তখন এটা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষ কত সহজেই না ঐশী অনুগ্রহরাজী থেকে পতিত হয়! কেউই আত্মতুষ্ট হতে পারে না। কারণ, কখনও কখনও শক্তিমানদেরও পতন হয়। আর, এ বিষয়টি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যতোটা সত্য, ঠিক ততোটাই সত্য আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও। বিশ্বাসের মেরুদণ্ড হলো অবিচলতা। এ রকম বহু লোক রয়েছে যারা তাদের জীবনে ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একদা অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন; কিন্তু, পরবর্তীতে তাদের ঐকান্তিকতা, ধর্মীয় চেতনা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস পায় এবং তাদের সে রকম পতনই ঘটে যেভাবে বড় বড় অট্টালিকা ধ্বংস হয়ে ধূলায় পরিণত হয়। আমরা যখন রাতের আকাশে দ্রুতগতিতে কোনো জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড ছুটে যেতে দেখি, তখন আমাদের উচিত নিম্নোক্ত দোয়ায় মনোনিবেশ করা:

"আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে।"

"জাঞ্জাবিল" (৭৬:১৮) এর শরবত যারা ভালভাবে পান করেছেন তারা ব্যতীত আর কেউই শয়তানী প্ররোচনা থেকে সুরক্ষিত নন। "জাঞ্জাবিল" অর্থ আদা এবং পবিত্র কুরআনে একে রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী আধ্যাত্মিক টনিক হিসেবে, যা একজন বিশ্বাসীকে যাবতীয় বাধা-বিপত্তি ও প্রবৃত্তির প্ররোচনা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে শক্তি যোগায়।

(চলবে)

ভাষান্তর: **সিকদার তাহের আহমদ**

# ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব

মাহমুদ আহমদ সুমন

শুরু হয়েছে চেতনা, গৌরব, আত্মত্যাগ ও ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। বাঙালির কাছে এই মাস ভাষার মাস, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার মাস। তাই তো বাঙালি জাতি পুরো ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে ভালোবাসা জানাবে ভাষা শহীদদের প্রতি। শুধু এ মাসেই নয় বরং আমরা বছর জুড়েই ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব এবং তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ করব।

ভাষা মানুষের মনোভাব, অনুভূতি প্রকাশের ধ্বনি নির্ভর মাধ্যম। একটি শিশু জন্মের পর যে ভাষায় প্রথম কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে এবং যে ভাষাজাত সাংস্কৃতিক আবহের মধ্য দিয়ে সে বড় হয়ে ওঠে তাই মাতৃভাষা। যেমন বাংলাদেশের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা, মাতৃভাষা বাংলা আমাদের জন্য আল্লাহর সেরা দান। ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা বাংলা আল্লাহ্ তা'লার দেয়া একটি নেয়ামত। প্রত্যেক নবী রাসূলকে আল্লাহ্ স্বজাতির মাতৃভাষায় প্রেরণ করেছেন। মাতৃদুগ্ধের মতই অকৃত্রিম ও মধুর আমাদের এই বাংলা ভাষা।

প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের স্বীয় মাতৃভাষার মর্যাদা যেমন অপরিসীম তেমনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে কোনভাষাই ছোট নয়। তিনি সকল ভাষা জানেন, বুঝেন। যে যেভাবেই তাকে ডাকে না কেন তিনি বুঝেন, উত্তর দেন, তার সাথে কথা বলেন। সকল জাতিকে হেদায়াতের জন্য যেমন আল্লাহপাকের পয়গম্বর এসেছেন, তেমনি সকল জাতির স্ব-স্ব ভাষাতেই আল্লাহ্ তা'লার ওহী-ইলহাম নাজিল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জাতির স্বীয় মাতৃভাষাকে যথাযত মর্যাদা দিয়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় আসমানি কিতাব অথবা কিতাববিহীন প্রত্যাদিষ্টকে ওহী দ্বারা পাঠিয়েছেন। একেক জাতির জন্য একেক ভাষা সৃষ্টি করা এটা আমাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা। আর না হয় মানুষ ভাষার মর্যাদা বুঝত না। মানুষের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার সাথে তার উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মানুষের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের ধ্বনিকে ভাষা বলে। ভাষা আল্লাহ প্রদত্ত, এর সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা। পৃথিবীতে বহু ভাষার প্রচলন ও মানব জাতির ভাষার ভিন্নতা আল্লাহ্ তা'লার অপার কুদরতের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আমরা আমাদের মায়ের কাছ থেকে জন্মসূত্রে যে ভাষা লাভ করেছি সেটাই আমাদের মাতৃভাষা, প্রাণের ভাষা। পৃথিবীর যে কোন ভাষাভাষীর কাছে মাতৃভাষার আকর্ষণ বেশি, মাতৃভাষার মর্যাদা অতুলনীয় অনুপম। যে কারো কাছে মাতৃভাষাই শ্রেষ্ঠ এবং মাতৃভাষা চির অহঙ্কার ও গৌরবের। লাল সবুজের বাংলাদেশে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বিশ্বখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহর মতে, পৃথিবীতে ২৭৯৬টি ভাষা প্রচলিত আছে। তবে ভাষার প্রকৃত পরিসংখ্যান আজও নির্ণীত হয় নি। মাতৃভাষার প্রতি মানুষের সংরাগ চিরকালীন। বর্ণিল পৃথিবীকে আরো স্বপ্নিক ও আলোকিত করতে বাংলাভাষার প্রতি আমাদের মমত্ববোধ যে কোনো ভাষার চেয়ে বোধ করি বেশি।

দেশমাতৃকার জন্য আত্মত্যাগ ও প্রাণোৎসর্গের ঘটনা জানা থাকলেও কোনো জাতি তার মাতৃভাষার জন্য জীবনকে বিসর্জন দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা নিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। জাগতিক উৎকর্ষ ও নানাবিধ ব্যক্তিমোহের প্রতি কোনোরূপ ভ্রূক্ষেপ না করে বাঙালি জাতি মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্বকে অনুধাবন করে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার

জন্য প্রাণোৎসর্গ করেছিলো। সেদিন ঢাকার পিচঢালা পথকে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করেছিল শহীদী চেতনায় উজ্জীবিত সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বারের মত নাম না জানা আরো অনেক ভাষা সৈনিক। ভাষা আন্দোলন করে নিজের প্রাণকে বিলিয়ে দিয়ে তারা মাতৃভাষা বাংলা ভাষার নাম বিশ্ব-ইতিহাসে রক্তে লিখে গেলেন। রক্তের বন্যায় সেদিন ভাষার বিজয়কে ছিনিয়ে এনেছিল বাংলাদেশের ভাষা সৈনিকগণ। এ বিজয় আত্মত্যাগের, এ বিজয় গৌরবের। ভাষার লড়াইয়ে তাদের আত্মোৎসর্গ আজ বিশ্ববাসীর কাছে মর্যাদায় আসীন।

অপরিসীম গুরুত্বের সাথে মাতৃভাষাকে স্মরণ করে ইসলাম। মাতৃভাষা শিক্ষা ও বিকাশে ইসলামের রয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন। আল্লাহ্ তা'লা নবী রসূলদের কাছে যুগে যুগে যেসব আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন, তা তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন: 'আমি প্রত্যেক রসূলকে তার জাতির লোকদের মাতৃভাষাতেই প্রেরণ করেছি যাতে করে সে স্পষ্টভাবে তাদের বুঝিয়ে দিতে পারে' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৫) যেমন হযরত দাউদ (আ.) এর কাছে যাবূর কিতাব তার মাতৃভাষা ইউনানী বা (আরামাইক) ভাষায়, হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে তাওরাত ইবরানী বা হিব্রু ভাষায়। এটাও তার মাতৃভাষা। আর সর্বশেষে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে মাতৃভাষা আরবি ভাষায় আল-কুরআন নাজিল করা হয়। এসব আসমানী কিতাব যদি মাতৃভাষায় নাযিল না করতেন তবে এগুলো নাযিলের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতো।

কেননা, এসব আসমানী কিতাব নাযিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুণ্য হাসিলের জন্যে এর মর্ম অনুধাবন করা। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে-এর আলোকে জীবনব্যবস্থা কায়েম করা। কুরআনে এসেছে: আর যদি আমি কুরআন অনারবদের ভাষায় নাযিল করতাম তবে অবশ্যই বলতো এর আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয় নি কেনো? এ কেমন কথা, অনারবী কিতাব এবং আরবিভাষী রাসূল। আপনি বলুন : এ কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও ব্যাধির প্রতিকারস্বরূপ। কিন্তু যারা ঈমান আনে না তাদের কাছে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্বস্বরূপ। (সূরা হা মীম-সাজদা: ৪৫) আল্লাহ্ অন্য একটি আয়াতে বলেন: 'আমি তো কুরআন আরবিতে নাযিল করেছি এ জন্য যে, তোমরা তা বুঝবে।' (সূরা ইউসুফ: ৩)

মনের আকাঙ্ক্ষা কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে নিবেদন করতে হলেও মাতৃভাষা ব্যতীত সম্ভব হয় না। মনের আকুতি প্রকাশ করে বিনতিপূর্বক প্রার্থনায় মন ও আত্মার মাঝে এক স্বর্গীয় অনুভূতি তৈরি হয়। বান্দার আর্তি আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হওয়া না হওয়া তা একান্তই তাঁর, মাতৃভাষায় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে পেরে সাময়িক জাগতিক শান্তির ছোঁয়া অবশ্যই আমরা লাভ করি। বঙ্গবাণী কবিতায় আবদুল হাকিম তাই যথার্থই বলেছেন: 'যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ, সেই বাক্য বুঝে প্রভু আগে নিরঞ্জন'। অনুরূপ স্বদেশী ভাষা কবিতায় রামনিধিগুপ্ত বলেছেন: নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশীভাষা মিটে কি আশা? ঠিক তেমনি ঘটেছে আমার বেলায়ও, কয়েক মাস পূর্বে আমাদের একমাত্র কন্যা আফিয়া আহমদ সপ্তর্ষীর চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম ইন্ডিয়ার ভেলোরে। যাওয়ার পূর্বেই সবাই বলছিল, তাদের ভাষা ভিন্ন, তারা তামিল ছাড়া অন্যভাষায় কথা বলতে পছন্দ করে না।

আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করে সেখানে যাই। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় কোন সমস্যা ছাড়াই সব সুন্দরভাবে হয়েছে ঠিকই তবে মাতৃভাষার যে কত গুরুত্ব তা বছর দু'য়েক আগে হারে হারে টের পেয়েছিলাম। তামিল নাড়ুর বিভিন্ন আহমদীয়া জামাতে যাই, তাদের ভাষা না বুঝতে পারলেও আন্তরিকতায় কোন কমতি দেখিনি। তামিল নাড়ুর মেলাপালিয়ামে আহমদীয়া জামাতের একটি অনুষ্ঠানে আমাকে বক্তৃতা করার আবেদন জানায়, আমি উর্দূতে বক্তৃতা করলাম, সেখানকার বদর (তামিল) পত্রিকার সম্পাদক সাহেব তা তামিল ভাষায় অনুবাদ করে দিলেন। যদিও উর্দূতে বক্তৃতা দিয়েছি কিন্তু মনের যে তৃপ্তি তা পাইনি। মাতৃভাষার মাঝে যে স্বাদ তা আর অন্য কোন ভাষায় লাভ করা আসলে সম্ভব না।

মাতৃভাষা মূলত মহান আল্লাহ্‌র দেয়া অপূর্ব নিয়ামতের অংশ। এই অপার নিয়ামতকে সার্থক করতে হলে মাতৃভাষাকে আমাদের জাগতিক ও পারত্রিক কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণায় লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের লেখালেখি ও জ্ঞান-গবেষণায় মাতৃভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক, ইসলামী সাহিত্য ও কুরআন হাদীস বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে মাতৃভাষার ব্যাপক প্রসারে এগিয়ে আসতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ করে কুরআনের আলোয় আলোকিত করছে বিশ্ববাসীকে। এছাড়া সমগ্র বিশ্বে মাতৃভাষায় জুমুআর খুতবা প্রদান করে আহমদীয়া মুসলিম জামাত মাতৃভাষার মর্যাদাকে আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

আল্লাহপাক বলেন 'আর তার নিদর্শনাবলীর মাঝে রয়েছে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের বিভিন্নতাও। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে' (সূরা আর রূম, আয়াত: ২৩)। ভাষা ও রঙের এই বিভিন্নতা সুপরিকল্পিত, যার পশ্চাতে পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। আকাশ-মালা ও বিশ্বজগত সেই পরিকল্পনাকারীর সৃষ্টি। বর্ণের ও ভাষার বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমন-নির্গমন ঘটে চলেছে। কিন্তু তবুও এই বিভিন্নতার অন্তরালে স্থায়ীভাবে প্রবহমান রয়েছে একটি বিশাল একতা ও মানবতার ঐক্য। আর মানবতার এই ঐক্য যুক্তিগ্রাহ্যভাবে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে সৃষ্টিকর্তাও একজনই। মানবজাতির সূচনালগ্নে ভাষা ছিল একটিই এবং তা ছিল ইলহামী ভাষা। এরপর মানুষ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার ফলে এলাকা এলাকা পরিবর্তনের সাথে সাথে ভাষারও পরিবর্তন হতে থাকে। এভাবেই সূচনাতে মানুষের রংও ছিল একই রকম। এরপর গ্রীষ্ম, শীত এবং নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা অনুযায়ী তার রঙেরও পরিবর্তন হতে থাকে।

আমাদের ভাষা হচ্ছে বাংলা, কেউ যদি ভাবেন যে, বাংলাতে আল্লাহপাকের কাছে চাইলে তিনি কি তা শুনবেন? এর উত্তরে বলা যায় অবশ্যই আল্লাহপাক শুনবেন। কেননা, তিনি বলেছেন সকল ভাষাই তার সৃষ্ট এবং সব ভাষাতেই নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। তাই কোনো ভাষাই আল্লাহপাকের কাছে মর্যাদার দিক থেকে কম নয়। আর এজন্য সবাই নিজ নিজ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ পায়।

আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষাকে গুরুত্ব না দেই তাহলে আল্লাহপাকের দরবারেও আমাদের কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে না। কেননা, বাংলা ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সবার মাতৃভাষা।

এই ভাষার মর্যাদার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল ধর্মাবলম্বীদের রয়েছে অবদান। আমাদের সবার দায়িত্ব, আমাদের লেখায়, কথায়, চলনে-বলনে মাতৃভাষাকে আরও বেশি করে বিশুদ্ধভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা, আমাদের ভাষাকে এমন সুন্দর ও মাধুর্যের সাথে ত্রুটিহীন ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে কেউ এর কোনো ত্রুটি খুঁজে না পায়। আমরা যদি আমাদের ভাষাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং জুমুআর খুতবাগুলোতে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর ও মাধুর্যতার সাথে উপস্থাপন করতে পারি তবে অন্যরাও এর প্রতি আশক্ত হতে বাধ্য। এ মাসে গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাই সেই সব বীর শহীদ ও বীর সৈনিকদের যারা এ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং লড়েছেন। শহীদ দিবস উপলক্ষে আমরা প্রতিবারের মতো এবারও একুশের শহীদদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

স্বচ্ছভাবে কথা বললে মানুষের বুঝতে কষ্ট হয় না, আবার এর দ্বারা তার আভিজাত্য ফুটে ওঠে। নবী করীম (সা.) তাঁর মাতৃভাষা আরবী এত সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে উচ্চারণ করতেন যে, মানুষ অবাক হয়ে যেত। আর তা ছোট বড় কারো বুঝতে কষ্ট হতো না। এর জন্য আর কিছু না হোক, রাসূল (সা.) এর অনুসরণ হিসেবে আমাদের মাতৃভাষা স্বচ্ছভাবে প্রয়োগ করা উচিত। আমাদের যুগ খলীফাদেরকেও আমরা দেখতে পাই তাঁরা কত সুন্দরভাবে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলেন, যা বুঝতে কারো কষ্ট হয় না। আসলে মাতৃভাষাকে ভালবাসতে হবে, আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষাকে মহব্বত করি তাহলেই এমনটি সম্ভব। আর মাতৃভাষাকে তখনই মহব্বত করা হবে, যখন আমরা সর্বত্র মাতৃভাষাকে বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করতে পারব।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

masumon83@yahoo.com

# খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের নিবেদিত সেবক মুহাম্মদ আব্দুর রউফ ভাই

কিছুদিন আগে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মশালায় গিয়েছিলাম ভাতগাঁও মজলিসে। যাওয়ার আগেই যিনি বার বার ফোনে যোগাযোগ করছিলেন তিনি হলেন আমাদের সবার প্রিয় এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার একজন নিবেদিত সেবক রউফ ভাই। অনুষ্ঠান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন, এমনকি বাসে না উঠা পর্যন্ত তিনি ও ভাতগাঁও মজলিসের কায়েদ সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের এ আন্তরিকতায় আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ ধরণের আন্তরিকতা কেবলমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের মাঝেই দেখতে পাওয়া যায়। দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। রউফ ভাই চল্লিশ বছর পার হওয়ায় গত ১ জানুয়ারি ২০২১ তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়া সংগঠন থেকে বিদায় নেন। কিন্তু এখনও খোদ্দামুল আহমদীয়ার সব কাজে তাকে পাওয়া যায়।

তিনি একাধারে ভাতগাঁও মজলিসের নায়েব কায়েদ, মোতামাদ, নাযেম মাল, নাযেম আতফাল, নাযেম তালীম- তরবিয়ত ও তিনবার ভাতগাঁও কায়েদের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তার দায়িত্ব থাকা অবস্থায় ভাতগাঁও মজলিস ২০১৫-২০১৬ হালসনে খোদ্দাম- আতফাল উত্তম মজলিস হয়েছে।

বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা আমেলায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন ও জেলা কায়েদের দায়িত্ব পালন করায় ২০০৭-২০০৮ হালসন উত্তম জেলা মজলিস ২০০৮-২০০৯ হালসন শ্রেষ্ঠ জেলা মজলিস ও ২০০৯-২০১০ হালসনে উত্তম জেলা মজলিস হয়। হালসন ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ রংপুর রিজিওনাল মজলিসের রিজিওনাল কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮-২০১৯ হালসন পড় পড় তিন হালসন উত্তম রংপুর রিজিওনাল মজলিস হয়।

তিনি মজলিসের প্রতিটি কর্মশালায়, প্রতিটি শুরায়, প্রতিটি ইজতেমায় উপস্থিত থাকতেন। কেন্দ্রীয় ইজতেমা ও কেন্দ্রীয় সালানা জলসা, আঞ্চলিক সালানা জলসায় বিভিন্ন দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। তিনি দীর্ঘ ২৬ বছর একটানা খোদ্দামুল আহমদীয়ায় খেদমত করেছেন।

১লা জানুয়ারি ২০২১ মজলিস আনসারুল্লাহ পদার্পন করায় মজলিস আনসারুল্লাহ রংপুর রিজিওনাল নায়েব নাযেম আলা-১ ও রিজিওনাল অডিটর, এছাড়া গত সাত বছর থেকে ন্যাশনাল সহকারী সেক্রেটারী রিশতানাতা (বৃহত্তর দিনাজপুর-পঞ্চগড় অঞ্চল) দায়িত্ব পালন করছেন।

মোহতরম সদর সাহেব গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ কেন্দ্রীয় কমকর্তা ও রিজিওনাল, জেলা কায়েদ পর্যালোচনা সভায় আমাদের সকলের পরিচিত প্রিয় এ ভাইয়ের মজলিস আনসারুল্লাহ পদার্পন উপলক্ষে ক্রেস্ট তুলে দেন এবং তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করেন।

মাসিক আহ্বানের পক্ষ থেকে এই নিবেদিত কর্মীর প্রতি রইল শুভকামনা এবং তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। সেই সাথে তিনি যেন সারাজীবন মজলিসি ও জামাতের খেদমত করে যেতে পারেন তার জন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদনও করছি।

মাসিক আহ্বানের নিয়মিত আয়োজন–

# মিথ্যা আপত্তি ও অপপ্রচারের জবাব

## আপত্তি: ইংরেজ সরকারের চর কে?

**হাফেজ মওলানা আবু সোহান মন্ডল**
কাদিয়ান, ইন্ডিয়া

"শায়খুল কুল মৌলানা নজির হোসেন দেহলভী সাহেবকে ইংরেজদের পক্ষ থেকে সম্মান, পুরস্কৃত অর্থ এবং সার্টিফিকেট প্রদান।"

হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) নিজের লেখনীতে ইংরেজ সরকারের ন্যায় বিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সুশৃঙ্খল আইন ব্যবস্থাপর প্রশংসা করেছেন। তিনি (আ.) এ সমস্ত প্রশংসা কোনো খোশামোদ বা স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে করেন নি বরং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী উপকারী সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি (আ.) বলেন–

"অতএব হে অজ্ঞরা! শুনে নাও আমি এই সরকারের খোশামোদ করি না বরং আসল কথা হলো এই যে, এমন সরকার যে দ্বীন ইসলাম এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে কোনো প্রকারের বাধা দেয় না এবং দ্বীনের উন্নতির জন্য আমাদের উপরে তরবারী চালায় না। কুরআন শরীফ অনুযায়ী তাদের সাথে ধর্মীয় যুদ্ধ হারাম। কেননা তারাও কোনো ধর্মীয় যুদ্ধ করছে না।" [রূহানী খাজায়েন, ১৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫]

সুতরাং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ইংরেজদের নিকট থেকে কখনোই কোনো পুরস্কার গ্রহণ করেন নি। বরং তার পরিবর্তে সেই সময়ে অ-আহমদী আলেমরা ইংরেজদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। এবং তারা সরকারের আনুগত্য করার জন্য ফতোয়াও দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষকে দারুস সালাম এবং দারুল আমান বলে আখ্যায়িত করেছেন। সর্বপ্রকারের খোশামোদ করেছে। তারই প্রেক্ষিতে তারা ইংরেজদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বিভিন্ন সম্মান, পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু যখন ইংরেজরা চলে গেল তখন এই সমস্ত আলেমদের অনুসারীরা তাদের বুজুর্গদের কর্মকাণ্ড আড়াল করতে লাগল এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আহমদীদেরকে ইংরেজদের চর বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে গেল এবং এখনো এই অপচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে।

একজন বিখ্যাত আহলে হাদিস আলেম জনাব মৌলানা নজির হোসেন দেহলভী সাহেব এর জীবন বৃত্তান্ত পড়ার পর যে সমস্ত তথ্য উন্মোচিত হয়েছে সেগুলো পাঠকদের নিকট উপস্থাপন করা হলো–

শায়খুল কুল মৌলানা নজির হোসেন দেহলভী সাহেবকে 'শামসুল উলামা' সম্মানে সম্মানিত করা:

মৌলানা নজির হোসেন দেহলভী সাহেব (১২২০-১৩২০ হিজরি) আহলে হাদিসের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। দিল্লিতে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে তিনি শিক্ষকতা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই উপমহাদেশে তার সহস্র সহস্র অনুগামী ছিলো। জামাতে আহমদীয়ার বিরোধী বিখ্যাত মৌলানা মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী, মৌলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মৌলানা ইব্রাহিম সিয়ালকোটি প্রমুখ সবাই তার শিষ্য ছিল।

মৌলানা নজির হোসেন দেহলভী সাহেবের শিষ্যদের মধ্যে মৌলনা ফজল হোসেন বিহারী ১৯০৮ ইং সনে মিয়া সাহেবের (অর্থাৎ নজির হোসেন সাহেব) এর জীবন চরিত নিয়ে "আল হায়াত বাদআল মামাত" গ্রন্থ রচনা করেন। এউ পুস্তকে তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে "শামসুল উলামা" সম্মান দেওয়া সম্বন্ধে তিনি লিখেন যে, 'শামসুল উলামা উপাধি ইংরেজদের পক্ষ থেকে ২২ জুন ১৮৯৭ সন মোতাবেক ২১ মোহররম ১৩১৫ হিজরী মঙ্গলবার এর দিন দেওয়া হয়।" [আল হায়াত বাদ আল মামাত, এডিশন ১৯৮৪ সন, পৃষ্ঠা ১০২]

শায়খুল কুল মিয়া নজির হোসেন দেহলভী সাহেব কে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে সম্মানিত পুরস্কার রাশি ও সার্টিফিকেট প্রদান:

"ঠিক বিদ্রোহের সময় যখন একটি বাচ্চা ইংরেজ শত্রুতে পরিণত হচ্ছিল, মিসেস লেস্টিস নামক এক আহত ম্যাডামকে রাতের বেলা তুলে নিয়ে মিয়া সাহেব নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। ঠাঁই দিলেন, সেবা-শুশ্রূষা করলেন এবং খেতেও দিলেন। সেই সময় যদি অত্যাচারী বিদ্রোহীদের কানে এই খবর পৌঁছাতো তাহলে আপনাকে হত্যা করার জন্য একটুও সময় দরকার হতো না।....সাড়ে তিন মাস পর যখন সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো তখন সেই ম্যাডামকে যিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ তাকে ইংরেজ ক্যাম্পে পৌঁছিয়ে দিলেন। তার পরিবর্তে ১,৩০০ রুপি এবং উপরোক্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।" [আল হায়াত বাদ আল মামাত, পৃষ্ঠা ৭৭]

"মিয়া সাহেব যখন হজ্জ করতে যাচ্ছিলেন তখন দিল্লির কমিশনার আপনাকে একটি চিঠি ১০ আগস্ট ১৮৮৯ সনে প্রেরণ

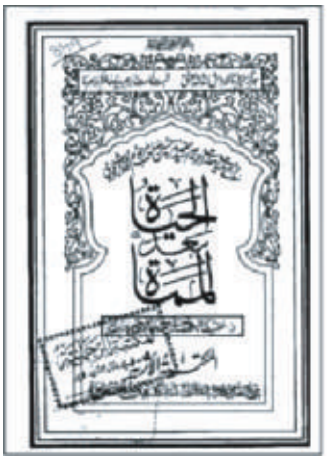

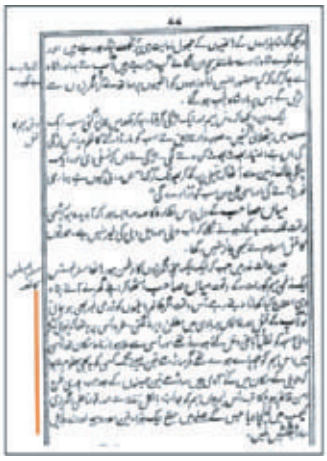

করেন যেখানে লেখা আছে যে, 'মৌলনা নজির হোসেন দেহলভী সাহেব একজন সম্মানিত আলেম। যিনি খুব কঠিন সময়ে ইংরেজ সরকারের সাথে নিজের আনুগত্যতার প্রমাণ দেন এবং তিনি কাবা শরীফের জিয়ারতে দায়িত্ব পালন করার জন্য মক্কায় যাচ্ছেন। আমি আশা করছি যে, তার যদি কোনো ব্রিটিশ সরকারের অফিসারের সাহায্য প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে সাহায্য দেয়া হবে কেননা তিনি পরিপূর্ণভাবে এই সাহায্যের প্রাপ্য।" [আল হায়াত বাদ আল মামাত, পৃষ্ঠা ৮৩] অতএব, পাঠক এখন নিজেই বিচার করুন, ইংরেজ সরকারের সহযোগিতা ও ধর্মীয় শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রশংসা করায় যদি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ইংরেজদের চর বা দালাল হন তাহলে মৌলানা নজির হোসেন দেহলভী সাহেবকে কি বলবেন? হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি শুনে বা পড়ে থাকলে তা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জেনে সত্য গ্রহণের বিনীত অনুরোধ রইল।

---

সময়ের কণ্ঠ

## তাহের সাইক্লিং ক্লাবের শুভ উদ্বোধন

আপডেট টাইম : শনিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

সময়ের কণ্ঠ রিপোর্টার:

'সুস্থ দেহে সুন্দর মন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠনের উদ্যোগে তাহের সাইক্লিং ক্লাবের শুভ উদ্বোধন করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জাতীয় আমীর ও আহমদীয়া যুব সংগঠন বাংলাদেশের প্রধান মুহাম্মদ জাহেদ আলী।

আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সকাল ৮টায় রাজধানী ঢাকার হাতিরঝিলে দসুস্থ দেহে সুন্দর মন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে তাহের সাইক্লিং ক্লাবের শুভ উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জাতীয় আমীর আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও আহমদীয়া যুব সংগঠন বাংলাদেশের প্রধান মুহাম্মদ জাহেদ আলী। এ সময় সংগঠনের আরো অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাইক্লিং ক্লাবের উদ্বোধনকালে আহমদীয়া জাতীয় আমীর বলেন– এই তাহের সাইক্লিং ক্লাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের একটি বড় উদ্দেশ্য রয়েছে। এর উদ্দেশ্যের সারাংস হচ্ছে সুস্থ দেহে সুন্দর মন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলিফা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আহমদীদেরকে স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে বলেছেন। যারা শিশু-কিশোর তাদেরকে বলেছেন তারা যেন ভিডিও গেমস না খেলে এমন খেলা খেলে যেটিতে দৈহিক গঠন বৃদ্ধি পায়। যুবকদের বলেছেন সাইকেল চালাতে। তাই আমরা এই সাইক্লিং ক্লাবের উদ্বোধন করলাম। আহমদীয়া যুব সংগঠনের প্রধান বলেন–

**রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন উত্তম এবং আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।' মহানবী (সা.)-এর এই হাদিসের আলোকে আমরা চাই আমাদের প্রত্যেক যুবক যেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী আর এজন্য নিয়মতি খেলাধুলা ও শরীর চর্চা করে। শেষে সাইক্লিং ক্লাবের সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করা হয়।**

# মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জানিয়েছেন এক পুত্র সন্তান দান করবেন। সে **মুসলেহ মাওউদ** (প্রতিশ্রুত সন্তান) হবে। আর তিনি ছিলেন হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)।

**মুসলেহ মাওউদ** সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বিশদ বর্ণনায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করেছেন। তবে মূলত এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) করে গেছেন। বলেছিলেন, **"ইয়ানযিলু ঈসা ইবনু মারয়ামা ইলাল আরদে ফাইয়াতাযাওয়াজু ওয়া ইউলাদু লাহু"** অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়ম যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন তখন বিয়ে করবেন এবং তার সন্তান হবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুর রিকাব, বাব-নুযুলে ঈসা, হাদীস নং-৫৫০৮)

এ ছাড়াও আরেকটি হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মহানবী (স.)-এর সেবায় বসা ছিলাম। তাঁর প্রতি সূরা জুমআ অবতীর্ণ হলো। যখন তিনি এ আয়াত **"ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম"** (সূরা জুমআ-৪) পড়লেন, যার অর্থ হলো, কিছু দিন পরে আগত লোকও সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যারা এখনও তাদের সাথে এসে মিলিত হয় নি। তখন এক জন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা? যারা সাহাবাদের মর্যাদা লাভ করবেন কিন্তু এখনও এসে তাঁদের সাথে মিলিত হয়নি। হুযূর (স.) এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। এই ব্যক্তি তিন বার প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করলেন। বর্ণনাকারী বলছেন, হযরত সালমান ফার্সী (রা.) আমাদের পাশে বসা ছিলেন। মহানবী (স.) তাঁর হাত তাঁর কাঁধে রাখলেন আর বললেন, **"লাও কানাল ঈমানু ইনদাস্ সুরাইয়্যা লানালাহু রিজালুন মিন হাউলায়ে"** অর্থাৎ ঈমান যদি সুরাইয়্যা নক্ষত্রে (অর্থাৎ পৃথিবী থেকে উঠে যায়) চলে যায় তবুও এই লোকদের মধ্য থেকে কিছু লোক এটাকে ফেরৎ নিয়ে আসবে। রাজুলুন ও রিজালুন দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। (সহী বুখারী, কিতাবুত তফসীর, তফসীর সূরা জুমআ, বাব-কাওলুহু ওয়া আখারিনা মিনহুম, হাদীস নং-৪৮৯৭)

মূলত: এই ভবিষ্যদ্বাণীতেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিশ্রুত মসীহর সাথে আরো কতিপয় ব্যক্তি থাকবেন, যাঁরা ইসলামের পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবেন। হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) একদিকে মুসলেহ মাওউদ ছিলেন ও অপরদিকে রিজালুন (কতিপয় ব্যক্তি যারা প্রতিশ্রুত মসীহর সাথে ইসলামের সেবায় কাজ করবেন)-এর অন্যতম একজন ছিলেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইসলাম সেবার কাজ আমাদের সবার জানা। তিনি সব সময় ইসলামের সেবার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন, "হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি অনেক পরের। কিন্তু এর পূর্বেও তিনি ইসলামের সেবায় অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করেছেন। আর যখন তিনি ইলহামের মাধ্যমে শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি একটি বিজ্ঞাপন ইংরেজী ও উর্দূতে প্রকাশ করেন। আর ঘোষণা দেন, খোদাতা'লা আমাকে এ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ মনোনীত করেছেন। আর আমি এ কাজের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি-আমি যেন ইসলাম ধর্মের সত্যতা সমস্ত ধর্মের উপর সাব্যস্ত করি। আর জগদ্বাসীকে দেখাই, জীবিত ধর্ম, জীবিত কিতাব ও জীবন্ত রসূল আজ যথাক্রমে ইসলাম, কুরআন ও মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি এটাও বলেন, আমার মাঝে আধ্যাত্মিকভাবে মসীহ ইবনে মরিয়মের পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে। তিনি সব ধর্মের লোকদেরকে দাওয়াত দেন আর চ্যালেঞ্জ দেন, তারা চাইলে অবশ্যই তাঁর সামনে এসে ইসলাম ধর্মের সত্যতার যাচাই করে নিক। আজ ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা আধ্যাত্মিক ব্যাধি থেকে আরোগ্যের মাধ্যম

হতে পারে, অন্য কোন ধর্ম নয়। (খুতবা জুমআ,১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১)

হুযূর (আই.) আরো বলেন, 'এই ঘোষণা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মের মাঝে এক ভূমিকম্প সৃষ্টি করে দেয়। কিন্তু কারো মাঝে এ সাহসিকতা ছিল না তাঁর ঘোষণা অনুসারে ইসলামের সত্যতা যাচাইয়ের অভিজ্ঞতা নেয়ার। বড় বড় পাদ্রী যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান ধর্মের কোলে আশ্রয় নিয়েছিল যেমন ইমামুদ্দিন প্রমুখরা। তারা এ সিদ্ধান্ত নিলো কোন ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বা নিদর্শন চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু একজন পাদ্রী সুইফট (swift) এবং লেখরাম প্রমুখ যারা বাহ্যিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তাদের এই আগ্রহের গোঁমর ফাঁস করে দিয়েছে। এটা শুধু লোক দেখানো একটা বিষয় ছিল। এ সবের বিস্তারিত বর্ণনা জামাতের সাহিত্যে বিদ্যমান। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকে বিদ্যমান রয়েছে। তারীখে আহমদীয়াতে রয়েছে। এ সময় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মোট কথা, এই দাওয়াত যা তিনি ইসলামের সত্যতার জন্য প্রদান করেছিলেন আর বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিলেন এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ইযালা আওহামে নিজেই উল্লেখ করেন। তিনি বলেন–

'এই নগন্য বান্দা ঐ ঈমানী শক্তির প্রভাবে ইসলামের দাওয়াতের জন্য সাধারণভাবে দন্ডায়মান হয়েছে আর বারো হাজারের মত বিজ্ঞাপন ইসলামের দাওয়াতের জন্য রেজিষ্ট্রি করে সমস্ত জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দ, আমীর উমরা এবং দেশের কর্ণধারদের নামে পাঠানো হয়েছে। এমনকি একটি বিজ্ঞাপন রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ইংল্যান্ড সরকারের রাজকুমার ও ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্লেডিস্টনের নামেও একটি চিঠি ও বিজ্ঞাপন পাঠানো হয়। এভাবে রাজকুমার বিসমার্কের নামে এবং অন্যান্য বিখ্যাত আমীর উমরাদের নামে বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞাপন ও চিঠি পাঠানো হয় যাতে একটি সিন্ধুক পূর্ণ ছিল। আর এটা স্পষ্ট এই কাজ কেবলমাত্র ঈমানী শক্তি ছাড়া করা সম্ভব নয়। এ কাজ আত্মপ্রশংসার নিমিত্তে করা হয়নি, বরং করা হয়েছিল বাস্তবতার নিরিখে যেন সত্যান্বেষীদের নিকট কোন বিষয় সন্দেহযুক্ত না থাকে। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩, পৃ-১৫৬, টীকা)'

মোট কথা, সব ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করার কাজ তিনি অবিরত করে গেছেন। আর বিশেষভাবে খ্রিষ্টানদের ফুসলে উঠা বন্যাকে প্রতিহত করার জন্য তিনি এর সামনে একটি বাঁধ দাঁড় করিয়ে দেন। ঐ সময়ে তাঁর হৃদয়ে দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য, বিশেষভাবে চিল্লা করার বিষয়টির উদ্রেক হয়। তাই এ জন্য তিনি কাদিয়ানের বাহিরে গিয়ে চিল্লা করার সংকল্প করেন। ঐ সময়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইলহাম করে জানান তোমার **"উকদা কুশায়ী"** (অর্থাৎ মনো-বাসনা পূর্ণ) হুশিয়ারপুরে হবে।" (খুতবা জুমআ,১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১)

এই নির্দেশনানুযায়ী তিনি (আ.) ২২ জানুয়ারী ১৮৮৬ সালে হুশিয়ারপুর সফরে যান আর চিল্লাকাশি করেন। এতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইসলামের উন্নতি ও অন্যান্য অনেক সুসংবাদ দেন। ঐ সময়ে ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সালে একটি বিজ্ঞাপন "সিরাজুম মুনীর" পত্রিকায় **"নিশানাহায়ে রাব্বে কাদীর-মহাপ্রতাপান্বিত প্রভুর নিদর্শনাবলী"** নামে প্রকাশ করা হয়। যেটা "রিয়াজে হিন্দ অমৃতসর" পত্রিকায় ১লা মার্চ ১৮৮৬ সালে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত। এতে তিনি (আ.) লিখেন–

"এইসব ভবিষ্যদ্বাণী ইনশাআল্লাহ্ পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে"। (অর্থাৎ বিস্তারিতভাবে পরে পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে) "প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী এই অধমের বিষয়ে। আজ ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সাল মোতাবেক পনের জামাদিউল আউয়াল সংক্ষিপ্ত করণের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বাক্যে ইলহামী নমুনা স্বরূপ লিখা হচ্ছে।" (অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে নমুনা স্বরূপ লিখছি) "বিস্তারিত সাময়িকিতে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।" তিনি (আ.) বলেন, "প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী পরম করুণাময়, পরমদাতা, মহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান (যার মর্যাদা মহাগৌরবময় ও নাম অতীব মহান) তিনি আমাকে আপন ইলহামের মাধ্যমে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমাকে এক করুণার নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট যাচনা করেছ সেভাবে আমি তোমার সকরুন নিবেদনসমূহ শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণাসহকারে কবুল করেছি। তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানায়) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। অতএব তোমাকে শক্তি, দয়া এবং নৈকট্যের নিদর্শন দেওয়া হচ্ছে। আশীষ ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয় ও সফলতার চাবি তোমাকে দেয়া হচ্ছে।

হে মুজাফফর (বিজয়ী)! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। খোদাতা'লা এটা বলেছেন, যারা জীবন প্রত্যাশী তারা মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করবে। যারা কবরে পড়ে রয়েছে তারা বের হয়ে আসবে যাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহ্ তা'লার কালামের মর্যাদা লোকদের নিকট প্রকাশিত হয়। সত্য যাবতীয় আশিষসহ উপস্থিত হবে এবং মিথ্যা এর যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করবে যাতে মানুষ বুঝে যায়, আমি সর্বশক্তিমান, যা চাই তা করি। আর যেন তাদের এ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে আমি তোমার সঙ্গে আছি। আর যারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং খোদা, খোদার ধর্ম, তাঁর কিতাব এবং তাঁর পবিত্র রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)কে অস্বীকার ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে থাকে তারা যেন এক প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় আর অপরাধীদের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। অতএব তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন ও পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেয়া হবে।

**এক পরিশুদ্ধ পুত্র তোমাকে দেয়া হবে।** এই পুত্র তোমারই ঔরষজাত ও তোমারই বংশধর হবে। খুব সুন্দর, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম আনমুয়ায়েল ও বশীর হবে। তাকে পবিত্র আত্মা দেয়া হয়েছে। সে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হবে। সে আল্লাহ্‌র নূর (জ্যোতি) হবে। মোবারকমণ্ডিত সে যে আকাশ থেকে আসে। তার সঙ্গে ফযল (আশীষ) রয়েছে যা তাঁর আগমনের সাথে আসবে। সে জাঁকজমকপূর্ণ, মহাগৌরবান্বিত ও ঐশ্বর্যশালী হবে। সে জগতে আসবে আর নিজের সঞ্জীবনী শক্তি ও পবিত্র আত্মার কল্যাণে বহু জনকে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে কালেমাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র বাণী) কেননা, খোদার দয়া ও মর্যাদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছে। সে অত্যন্ত ধীমান ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হবে। সে হৃদয়বান

হবে। তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। আর সে তিনকে চার করবে।(তিনি (আ.) লিখেন, "এর অর্থ বুঝি নি) সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, মহৎ ও প্রিয় পুত্র। মাযহারুল আউয়ালে ওয়াল আখেরে, মাযহারুল হাক্কে ওয়াল উলায়ে, কাআন্নাল্লাহা নাযালা মিনাস সামায়ে– (অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের প্রকাশস্থল। সত্যের বিকাশস্থল এবং অতি উচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতরণকরছেন। তার আগমন অশেষ কল্যাণময় এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। নূর আসছে নূর, খোদা যাকে নিজের সন্তুষ্টির সৌরভে সিক্ত করেছেন। আমরা তার মাঝে নিজ আত্মা ফুৎকার করবো। খোদার ছায়া তার মাথার উপর থাকবে। সে অতি দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করবে। সে বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিসমূহ তার নিকট হতে আশীষ লাভ করবে। তখন তার আত্মাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ওয়া কানা আমরান মাকযিয়্যা (অর্থাৎ এটা আল্লাহ্‌র অটল মীমাংসা)। (ইশতেহার, ২০ ফেব্রুয়ারি-১৮৮৬ সন, মজমুআয়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ:-১০০-১০২)

তিনি (আ.) আরও বলেন, "মহা সম্মানিত ও মহা প্রতাপশালী খোদা আমাকে শুভসংবাদ দিয়ে বলেছেন, তোমার ঘর বরকতে পূর্ণ করে দেয়া হবে। আমি আমার পুরস্কারাদী তোমার উপর পূর্ণ করবো। আর পুণ্যবতী বরকতমণ্ডিত মহিলা যাদের মধ্য থেকে অনেককে তুমি পরে পাবে তাদের মাধ্যমে তোমার বংশধর অনেক হবে। আমি তোমার বংশধরদের অনেক বৃদ্ধি করবো, বরকতমণ্ডিত করবো। কিন্তু তাদের মাঝে অনেকে অল্প বয়সে মারাও যাবে। আর তোমার বংশ ব্যাপকহারে দেশে বিস্তার লাভ করবে। আর প্রত্যেক শাখা যা তোমার দাদার ঔরষজাত ভাইয়ের তা কাটা হবে। (অথবা অন্য যে শাখা) আর দ্রুত সে নিঃসন্তান হয়ে শেষ হয়ে যাবে। সে যদি তওবা না করে তাহলে খোদা তা'লা তার প্রতি বিপদের পর বিপদ আপতিত করবেন এমনকি সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার ঘর বিধবায় পূর্ণ হয়ে যাবে। তার দেয়ালের উপর ক্রোধ বর্ষিত হবে। কিন্তু যদি সে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে খোদাতা'লা তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবেন। খোদা তোমার বরকতকে আশপাশে ছড়াবেন। এক জনমানবহীন পরিত্যাক্ত ঘর তোমার মাধ্যমে আবাদ করবেন। এক ভীতিগ্রস্ত ঘর বরকত দ্বারা পূর্ণ করে দেয়া হবে। তোমার বংশধর কর্তিত হবে না। শেষ দিন পর্যন্ত চির সবুজ থাকবে।

খোদা তা'লা তোমার নামকে ঐ সময় পর্যন্ত যতক্ষণ জগত ধ্বংস না হয়ে যায়, সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। আর তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবেন। আমি তোমাকে উঠাবো আর আমার দিকে ডেকে নিবো। তবুও তোমার নাম ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কখনো উঠে যাবে না। আর এমন হবে সব ঐ লোকেরা যারা তোমার লাঞ্ছনার চিন্তায় রত রয়েছে এবং তোমার ব্যর্থতা ও ধ্বংসের চিন্তায় মগ্ন তারা নিজেরা ব্যর্থ হবে এবং ব্যর্থতা ও বিফল মনোরথ হয়ে মারা যাবে। কিন্তু খোদা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সফল করবেন। তোমার সব ইচ্ছ পূর্ণ করা হবে। আমি তোমার নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক বন্ধুর সংখ্যাও বাড়াবো। তাদের প্রাণ ও সম্পদে বরকত দিবো এবং তাতে আধিক্য দান করবো। তারা মুসলমানদের অন্যান্য ফির্কা যারা হিংসুক ও শত্রুভাবাপন্ন তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় লাভ করবে। খোদা তাদেরকে ভুলবেন না, আর তাদেরকে বিস্মৃতও হবেন না। তারা তাদের নিষ্ঠানুসারে নিজ নিজ প্রতিদান পাবে। তুমি আমার কাছে তেমন যেমন বনী ইসরাঈলের নবীগণ (অর্থাৎ যিল্লিভাবে তাঁদের সাথে সাদৃশ্য রাখ) তুমি আমার কাছে তেমন যেমন আমার তওহিদ। তুমি আমার মধ্য হতে আর আমি তোমার মধ্য হতে।

আর ঐ সময় আসবে বরং সন্নিকট খোদা তা'লা বাদশা ও আমীরদের হৃদয়ে তোমার ভালোবাসা সঞ্চার করে দিবেন এমনকি তারা তোমার কাপড় হতে বরকত অন্বেষণ করবে। হে অস্বীকারকারী ও সত্যের বিরোধীরা! তোমরা যদি আমার বান্দা সম্পর্কে সন্দেহে থাক, আর তোমরা যদি এই আশীষ ও অনুগ্রহকে অগ্রাহ্য কর যা আমরা আমাদের বান্দাকে প্রদান করেছি। তাহলে তোমরা সত্যবাদী হলে এই রহমতের নিদর্শনের অনুরূপ কোন নিদর্শন তোমাদের নিজেদের সম্পর্কে উপস্থাপন কর। যদি তোমরা উপস্থাপন না করতে পার (আর স্মরণ রাখবে তোমরা কখনো উপস্থাপন করতে পারবে না) তাহলে ঐ আগুনকে ভয় কর যা অবাধ্য, মিথ্যাবাদী ও সীমা লঙ্ঘণকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।(ইশতেহার ২০ ফেব্রুয়ারি-১৮৮৬, মজমুআয়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ-১০২-১০৩)

হযরত মুসলেহ (রা.) ১৯৪৪ সালে খোদাতা'লা থেকে অবগত হয়ে নিজের মুসলেহ্ মাওউদ হওয়ার ঘোষণা দেন। ঐ বছর সালানা জলসাতে বক্তৃতা দেয়ার সময় নিম্নোক্ত বায়ান্নটি লক্ষণাবলী বর্ণনা করেছিলেন।

প্রথম লক্ষণ এটা বর্ণনা করা হয়েছে, সে কুদরতের(মহাশক্তির) নিদর্শন হবে। দ্বিতীয় লক্ষণ, সে দয়ার নিদর্শন হবে। তৃতীয় লক্ষণ, সে নৈকট্যের নিদর্শন হবে। চতুর্থ লক্ষণ, সে তবলীগের নিদর্শন হবে। পঞ্চম লক্ষণ, সে অনুগ্রহের নিদর্শন হবে। ষষ্ঠ লক্ষণ, সে জাঁকজমকপূর্ণ হবে। সপ্তম লক্ষণ, সে মহাগৌরবান্বিত হবে। অষ্টম লক্ষণ, সে ঐশ্বর্যশালী হবে। নবম লক্ষণ, সে সঞ্জীবনী শক্তি সম্পন্ন হবে। দশম লক্ষণ, সে পবিত্র আত্মার কল্যাণে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে। একাদশ লক্ষণ, সে কালিমাতুল্লাহ্ হবে। দ্বাদশ লক্ষণ, খোদা তা'লার দয়া ও মর্যদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করবে। ত্রয়োদশ লক্ষণ, সে অত্যন্ত ধীমান হবে। চতুর্দশ লক্ষণ, সে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হবে। পঞ্চাদশ লক্ষণ, সে হৃদয়বান হবে। ষোড়শ লক্ষণ, সে জাগতিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে। সপ্তদশ লক্ষণ, সে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে। অষ্টাদশ লক্ষণ, সে তিনকে চার করবে। ঊনবিংশ লক্ষণ, সোমবারের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক হবে। বিংশ লক্ষণ, সে প্রিয় পুত্র হবে। একবিংশ লক্ষণ, সে সম্মানিত ও মহৎ হবে। দ্বাবিংশ লক্ষণ, সে পূর্ববর্তীদের প্রকাশস্থল হবে। ত্রয়োবিংশ লক্ষণ, সে পরবর্তীদের প্রকাশস্থল হবে।

চতুর্বিংশ লক্ষণ, সে সত্যের বিকাশস্থল হবে। পঞ্চবিংশ লক্ষণ, সে অতি উচ্চ হবে। ষড়বিংশ, সে আল্লাহ্‌র আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হবে। সপ্তবিংশ লক্ষণ, তাঁর অবতরণ অনেক কল্যাণময় হবে। অষ্টাবিংশ লক্ষণ, তার অবতরণ ঐশী

গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। ঊনত্রিংশ লক্ষণ, সে নূর হবে। ত্রিংশ লক্ষণ, সে খোদার সন্তুষ্টির সৌরভে সিক্ত হবে। একত্রিংশ লক্ষণ, খোদা তার মাঝে নিজের আত্মা ফুৎকার করবেন। দ্বাত্রিংশ লক্ষণ, খোদার ছায়া তার মাথার উপর হবে।

ত্রয়ত্রিংশ লক্ষণ, সে অতি দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করবে। চতুর্ত্রিংশ লক্ষণ, সে বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে। পঞ্চত্রিংশ লক্ষণ, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। ষটত্রিংশ লক্ষণ, জাতিসমূহ তার নিকট হতে আশীষ লাভ করবে। সপ্তত্রিংশ লক্ষণ, তার আত্মাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অষ্টাত্রিংশ লক্ষণ, সে দেরীতে আগমনকারী হবে। ঊনচত্বারিংশ লক্ষণ, সে দূর থেকে আগমনকারী হবে।

চত্বারিংশ লক্ষণ, সে ফখরে রসূল (রসূলের সুখ্যাতির কারণ) হবে। একচত্বারিংশ লক্ষণ, তাঁর জাগতিক আশীষসমূহ সমস্ত ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হবে। দ্বিচত্বারিংশ লক্ষণ, তার আধ্যাত্মিক আশীষসমূহ সমস্ত ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হবে। ত্রিশ্চত্বারিংশ লক্ষণ, ইউসুফের মত তার বড় ভাই তার বিরোধীতা করবে। চতুশ্চত্বারিংশ লক্ষণ, সে বশিরোদ্দৌলা হবে। পঞ্চচত্বারিংশ লক্ষণ, সে শাদী খাঁ হবে। ষটচত্বারিংশ লক্ষণ, সে আলেমে কাবাব হবে। সপ্তচত্বারিংশ লক্ষণ, সে দয়া ও অনুকম্পায় মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টান্ত হবে। অষ্টাচত্বারিংশ লক্ষণ, সে কালেমাতুল আযীয হবে। ঊনপঞ্চাশত্তম লক্ষণ, সে কালেমাতুল্লাহ্ খান হবে। পঞ্চাশত্তম লক্ষণ, সে ধর্মের সাহায্যকারী হবে। একপঞ্চাশত্তম লক্ষণ, সে ধর্মের বিজয়ী হবে। দ্বিপঞ্চাশত্তম লক্ষণ, সে বশীর সানী (দ্বিতীয় বশীর) হবে।

(আল মাওউদ, আনওয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ-৫৬২-৫৬৫)

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশের পর বিরুদ্ধবাদীরাও চুপচাপ বসে থাকে নি। তারা বিভিন্ন আজেবাজে মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকে। পন্ডিত লেখরাম ১৮ মার্চ ১৮৮৬ সালে অত্যন্ত অভদ্র ও অশালীন ভাষায় তার বানোয়াট ইশতেহার (বিজ্ঞাপন) প্রকাশ করে। এতে সে প্রত্যেকটি শব্দ পর্যন্ত ঈশ্বরের নির্দেশে লিখেছে বলে দাবী করে উত্তর দেয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, আমি তোমার বংশধরকে অনেক বৃদ্ধি করবো।

এর উত্তরে সে লিখে, "আপনার বংশধর অতি দ্রুত কর্তিত হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত প্রসিদ্ধি থাকবে। (বেশি হলে বড়জোর তিন বছর পর্যন্ত প্রসিদ্ধি থাকবে) এছাড়াও বলে, যদি কোন পুত্র জন্মও নেয় তাহলে সে আপনার ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনার বিপরীতে রহমতে নির্দশন নয় বরং কষ্টের নিদর্শন সাব্যস্ত হবে। সে মুসলেহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংশোধনকারী) হবে না বরং মুফসেদে মাওউদ (প্রতিশ্রুত বিশৃংখলাকারী) হবে। (তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ-২৮০)

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, সুন্দবনের উদ্যোগে শ্যামনগর উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যানের নিকট আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কিছু বই উপহার প্রদান করা হয়।

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, নাখালপাড়ার উদ্যোগে স্থানীয় কর্মশালা আয়োজিত হয়।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, ঢাকার উদ্যোগে রিশতানাতা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

# মুক্তোঝরা

MUKTOJHORA

VOICE OF ATFALUL AHMADIYYA BD

## আতফাল বিভাগ হতে

**প্রিয় আতফাল ভাইয়েরা,**
**আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।**

আশাকরি সকলেই মহান আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে এই করোনাকালীন সময়ে ভালো আছো, আলহামদুলিল্লাহ্। তোমরা কি কখনো গাছের বেড়ে উঠা পর্যবেক্ষণ করেছো? গাছ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে বেশ কিছু ধাপ অতিক্রম করে থাকে তাই না! প্রথমে বীজ থেকে চারা হয়ে একসময় পরিণত গাছে রূপ নেয়, এই ধাপগুলো পার করার পাশাপাশি যথাযথ পরিচর্যাও পেয়ে থাকে। একইসাথে এটি নিজেকে যেমন সকল ঝড়-জলচ্ছ্বাস ইত্যাদি থেকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম করে অন্যদিকে সেবকের মতো অন্যকে ছায়া দেয়, ফল দেয়, ফুল দেয়। আমাদের আতফাল সদস্যরাও এই ঐশী জামাতের চারা, তোমাদেরও নিজেদের সকল প্রকার শয়তানি থাবা থেকে বেঁচে থাকার সাধনা করতে হবে, বন্ধু মহলে নিজেকে আদর্শ আহমদী মুসলমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং জামাতের উত্তম সেবকে পরিণত করতে হবে। মহান আল্লাহতায়ালা তোমাদের সুন্দরভাবে ইসলাম ও আহমদীয়াতের শিক্ষায় বেড়ে উঠার তৌফিক দিন, আমীন।

### মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের এই সময়ের কার্যক্রম

১। মাসিক পস্তুক পাঠ: নামাযের গুরুত্ব (০১-১৮ পৃষ্ঠা), সূরা মুখস্থ: সূরা মাউন।

২। ওয়াকফ এ জাদীদ এর নতুন ৬৪তম বছর ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে, তাই বছরের শুরুতেই ওয়াদা করা ও বছরব্যাপি আদায় করা।

৩। তালিমী বোর্ড পরিক্ষায় অংশগ্রহন।

৪। মুক্তোঝরায় নিজের আকাঁ ছবি, ছড়া, কৌতুক, ছোট গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, ফটোগ্রাফি ইত্যাদিতে অংশগহণ কর।

## যুগ খলিফার বাণী

### হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আপনাকে অবশ্যই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে এবং ছেলেদের জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে আদায় করা। সে সব নামাযে আল্লাহ্ তা'লার কাছে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দোয়া করুন যেন তিনি আপনাদেরকে সকল মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করেন এবং আপনাকে ওয়াকফে নও হিসেবে আপনার দায়িত্বাবলী এবং আল্লাহ্ তা'লার সকল আদেশ পালনে সক্ষম করেন। দ্বিতীয়ত, আপনি প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবেন এবং শুধুমাত্র আরবী ভাষায় এটি তেলাওয়াত করবেন না, বরং এর পাশাপাশি এর অর্থও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করবেন।"

(ভার্চুয়াল মিটিং, ৩০ শে জানুয়ারি ২০২১, ওয়াকফে নও বাংলাদেশ)

# কুরআন ও হাদীসের বাণী

## কুরআন

সূরা আল্ মা'উন
১০৭ (মক্কী সূরা)

### উচ্চারণ

১। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
২। আরাআইতাল্লাযী ইউকাযযি বুবিদ্দীন।
৩। ফাযা-লিকাল্লাযী ইয়াদু'উল ইয়াতীম
৪। ওয়ালা-ইয়াহুদ্দু'আলা-তা'আ-মিল মিছকীন।
৫। ফাওয়াইঁলুল্লিল মুসাল্লীন,
৬। আল্লাযীনাহুম'আন সালা-তিহিম ছা-হূন।
৭। অল্লাযীনা হুম ইউরাউনা।
৮। ওয়া ইয়ামনা' উনাল মা-উন।

### বাংলা অর্থ

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী ও বার বার কৃপাকারী।
২। তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে ?
৩। এ সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে তাড়িয়ে দেয়
৪। এবং অভাবীকে খাবার দিতে (অন্যদের) উৎসাহিত করে না।
৫। অতএব দুর্ভোগ এমন সব নামাযীদের জন্য,
৬। যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন
৭। (এবং) যারা কেবল লোক দেখানো কাজ করে
৮। এবং যারা নিত্য দিনের ব্যবহারের সাধারণ জিনিষপত্র থেকে অন্যদের বঞ্চিত রাখে।

## হাদীস

আল্লাহ্ অন্তঃকরণ দেখেন ঃ

### উচ্চারণ

আন আবি হুরায়রাতা ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানযুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়া আমওয়ালিকুম ওয়ালাকিন ইয়ানযুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আ'মালিকুম। (মুসলিম)

### বাংলা অর্থ

অর্থাৎ-হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করেন না; বস্তুত তিনি তোমাদের অন্তঃকরণ এবং কর্মের প্রতি লক্ষ্য করেন। (মুসলিম)

কবিতা **পড়ালেখা**
লেখক : ওয়াকার ইসলাম হৃদয়
হেলেঞ্চাকুড়ি মজলিস

পড়ালেখা না করিলে,
কেমনে বড় হবে।
কেমনে তুমি দূর আকাশে,
বিমান নিয়ে যাবে।
পড়ালেখা করতে হলে,
পড়তে হবে বেশি।
তবে তুমি দেখবে,
মায়ের মুখের হাসি।

কবিতা **জন্মভূমি**
লেখক : সামিয়া ইসলাম মিষ্টি
হেলেঞ্চাকুড়ি মজলিস

এমন স্নিগ্ধ নদী আছে কার
কোথায় আছে এমন সবুজ পাহাড়।
কোথায় নীল আকাশে সাদা বক উড়ে
সবুজ ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কার দেশে।
এমন দেশটি খোঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।
বাংলার মুখ আমি দেখেছি,
তাই আমি বাংলার মেয়ে,
খুজিতে যাই না আর কাঁঠাল গাছে।
উপরে চেয়ে দেখি ছাতার মতো
পেঁপে পাতার নিচে বসে আছি,
ভোরে দোয়েল পাখি করে কিচির মিচির
আম, জাম গাছ করে আছে চুপ।
মরিতে চাইনা আমি অন্য দেশে
যদি মরণ হয় হোক
নিজ জন্মভূমিতে।

কবিতা **ফেসবুক**
লেখক : মারুফ আহমদ জয়
হেলেঞ্চাকুড়ি মজলিস

ভোর হল ফোন তোল
বন্ধু এবার উঠরে।
ঐ ডাকে ফেসবুকে
তারাতারি ঢুকরে।
খুলি হোম দেয় পোস্ট
এই লাইক পড়ল।
এই দেখে বন্ধুর মুখে
হাসি এবার ফুটলো।
আলসে নয় সে
পোষ্ট দেয় সকালে।
রোজ তাই বন্ধুরা
লাইক দেয় স্ট্যাটাসে।

চিত্রাঙ্কণ
শিল্পি : কাশিম আমীন
ঢাকা মজলিস

চিত্রাঙ্কণ
শিল্পি : আফিয়া আহেমদ
ঢাকা মজলিস

তোমরাও লিখে
পাঠাতে পারো
ছড়া, কবিতা, গল্প,
নিজের আকাঁ চিত্র,
অথবা
মজার কোন তথ্য।
তাই আর দেরি
না করে এখনি
পাঠিয়ে দাও
মুক্তোঝরা ঠিকানায়

পাঠানোর ঠিকানা
পরিচালক মুক্তোঝরা
৪ বকশি বাজার রোড,
ঢকা-১২১১
ই-মেইল :
atfal@mkabd.org

তুকি টাকি

# গবেষকদের মতে, কখনো কখনো ভুল করা ভালো

**বারবার ভুল করা মেধা বিকাশে ভূমিকা রাখে-**

কোন মানুষই ভুল করতে পছন্দ করেন না। কেননা ভুল করার কারণে অনেকে বিব্রত বোধ করেন, হতাশ হয়ে পড়েন, হীনমন্যতায় ভোগেন। জীবনের প্রতিটি কাজ সঠিক হওয়াটা জরুরি হলেও কাজ করতে গিয়ে মাঝেমাঝে জগাখিচুরি করে ফেলাটা খারাপ কিছু নয়। কেননা মানুষের ভুল হবেই। কখনো ভুল করেনি, এমন মানুষের নজির নেই। বরং ভুল মানুষের অপকারের চাইতে উপকার করেছে বেশি। চলুন জেনে নেই ভুলের কিছু ইতিবাচক দিকের বিষয়ে।

**১. নতুন কিছু শেখায়**

কথায় আছে, "আপনি আপনার ভুল থেকেই শেখেন"। বারবার ভুল করা আমাদের মস্তিষ্ক এবং দক্ষতা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভেবে দেখুন একটি শিশু কিভাবে হাঁটতে শেখে। একজন জিমন্যাস্ট কিভাবে এতো জটিল কসরত আয়ত্তে আনে? ভুলকে স্বাভাবিকভাবে নিতে শিখতে হবে। অথবা কোন রান্নার প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী শো স্টপার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়, স্বাদ নিখুঁত করতে একই জিনিস কতবার রান্না করেন। মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মনরোগবিদরা জানান, ভুল থেকে শিখলে মনের বিকাশ হয়। বুদ্ধিমত্তা এমন একটি বিষয় যেটা নিয়ে কাজ করলে এর উন্নয়ন সম্ভব। এক থেকে তিন বছর বয়সী শিশুদের ওপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, যে শিশুরা ভুলগুলোর প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছে তারা ততোই দ্রুত শিখেছে।

**২. নতুন পথের সন্ধান দেয়**

ভুলের কারণে অনেকের জীবনেই অনেক অপ্রত্যাশিত ইতিবাচক ঘটনা ঘটে। হয়তো কেউ চাবি ভুল করে হারিয়ে ফেলেছেন। সেটা খুঁজতে গিয়ে এমন কিছুর সন্ধান পেয়ে গেলেন যেটা হয়তো আরও বেশি জরুরি। পৃথিবীতে মাইক্রোওয়েভ থেকে শুরু করে পেস মেকার পর্যন্ত। ছোট বড় যতো উদ্ভাবন রয়েছে, তার সবকিছু শুরু হয়েছিল কোন না কোন ভুল থেকে। যদি স্কটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে তার ছোট ভুলের কারণে পেনিসিলিন উদ্ভাবন থেকে পেছনে সরে যেতেন, তাহলে আমাদের জীবন হয়তো এতোটা সহজ হতো না। তার এই বিস্ময়কর আবিষ্কার এখন কোটি মানুষের জীবন রক্ষায় করে চলছে। প্রতিটা ভুল আমাদের নতুন পথের সন্ধান দেয়।

**৩. নিজেদের চিনতে শেখায়**

অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন, "মানুষ নিজেদের ভুলগুলোকে যে নামে ডাকে তাই হল অভিজ্ঞতা"। এ কারণে নিজেদের ব্যাপারে বা জীবন সম্বন্ধে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ভুল করা। একটি বড় পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার মাধ্যমে আপনি শিখবেন কিভাবে হতাশা মোকাবিলা করতে হয়। পরিবারের গোপন কিছু কথা ভুল করে শুনে ফেললে, আপনি বিব্রতকর পরিস্থিতি সামলে নিতে শিখবেন।

**৪. লক্ষ্য অর্জনের পথ খুলে যায়**

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং লেখক থিওডোর রুজভেল্ট বলেছেন, "যে ব্যক্তি জীবনে কখনো ভুল করেনি, সে জীবনে কোন কাজই করেনি।" ভুল করার কারণে আমরা প্রায়ই পুনরায় চেষ্টা করতে বা নতুন কোন চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পাই। ভুল থেকেই নতুন কিছু শুরু করার আগ্রহ জাগে। তবে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভুলকে মেনে নিলে আর এমনটা হবে না। বরং ভুল থেকে শিখে জীবনে কোন বাঁধা ছাড়া এগিয়ে গেলে সহজেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

**৫. অগ্রাধিকারকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে**

বিশ্বখ্যাত ঔপন্যাসিক জে কে রাওলিং ২০০৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক বক্তব্যে বলেন, তার বয়স যখন পঁচিশের কাছাকাছি তখন তিনি জীবনের বিশাল সব ভুল আর ব্যর্থতার মুখোমুখি হন। তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপর মেয়েকে নিয়ে চরম দরিদ্রতার মুখে পড়েন তিনি। জীবনে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন, হতাশ হয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার লেখক পরিচয় আজ তাকে এই অবস্থানে তুলে এনেছে। মিজ রাওলিং বলেন, "আমি যা নই, সেটা ভেবে আমি নিজের সঙ্গে ভান করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। যে কাজটা আমার জন্য গুরুত্ব রাখে আমি সেই কাজেই নিজের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিতে শুরু করলাম। নিজেতে সব ভয় থেকে মুক্ত করে দিলাম। কারণ আমি বুঝে গিয়েছিলাম আমার ভয়টা কিসে এবং কেন। আসল কথা আমি বেঁচে আছি। আমার একটা মেয়ে আছে যাকে আমি ভালবাসি। সে সময় আমার সম্বল ছিল মাথাভর্তি গল্পের চিন্তা আর একটা পুরানো টাইপ রাইটার।" থিওডোর রুজভেল্ট বলেছেন, "যে ব্যক্তি জীবনে কখনো ভুল করেনি, সে জীবনে কোন কাজই করেনি।"

**৬. ভুল হতে পারে হাসির খোরাক**

উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিশ্বখ্যাত নাটক "এ কমেডি অফ এরর"স" থেকে শুরু করে ব্রিটিশ টিভি ব্যক্তিত্ব জন ক্লিসের অনুষ্ঠান "ফল্টি টাওয়ার্স" পর্যন্ত বেশিরভাগ জনপ্রিয় কমেডি তৈরি করা হয়েছে ভুল আর ভুল বোঝাবুঝির ওপর ভিত্তি করে। কারণ একটু দূর থেকে দেখলে , ভুলগুলোকে বেশ হাস্যকর মনে হতে পারে। হয়তো একদিন আপনি উদ্ভট পোশাক পরে আছেন। আর সেদিনই বাড়ির দরজায় তালা পড়ে গেল। তখনই দেখা হয়ে গেল পছন্দের কারো সঙ্গে। তাৎক্ষণিকভাবে পুরো ব্যাপারটায় বিব্রত হলেও কিছুদিন পর এই কথাটা ভেবেই আপনি খিলখিল করে হেসে উঠবেন।

# মুক্তোঝরা কুইজ ফেব্রুয়ারী-২০২১

## কুইজ

১। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'বারাকাতুদ্ দোয়া' পুস্তকটি কখন, কী উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন ?

২। 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' কী ?

৩। বেহেশতি মাকবেরায় কে সর্বপ্রথম সমাহিত হন ?

৪। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কত সনে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

৫। কোন আমেরিকান হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে পত্রালাভের মাধ্যমে বয়াত নেন ?

## সাধারণ জ্ঞান

১। ধান উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি ?

২। পৃথিবীর প্রথম গণনাযন্ত্রের নাম কি ?

৩। সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার কোনটি ?

৪। একজন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান মানুষ ২৪ ঘন্টায় কত বার শ্বাস প্রশ্বাস নেয় ?

৫। বাংলাদেশে মোট কয়টি উপজেলা রয়েছে ?

# মুক্তোঝরা কুইজ ডিসেম্বর-২০২০ এর সমাধান

## কুইজ সমাধান :

১। হযরত ইউনুস (আ.)-কে
২। সাহাবী : হযরত আবু হুরায়রা (রা.),
সাহাবীয়া : হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)।
৩। হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)।
৪। ঢাকা ও চট্টগ্রাম।
৫। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর।

## ধাঁধাঁ সমাধান:

১। ঢেঁকি।
২। জাপান।
৩। তরমুজ।
৪। বেল।
৫। ৫০ পয়সা-৫টি, ২৫ পয়সা-১টি,
১০ পয়সা-২টি, ৫ পয়সা-১টি।

## বিজয়ীদের নাম :

### কুইজ বিজয়ী:

১। শাহরিয়ার নাজিম- হেলেঞ্চাকুড়ি
২। তাকবীর আহমদ- তারুয়া
৩। ফজল ইসলাম সুমন - হেলেঞ্চাকুড়ি

### ধাঁধাঁ বিজয়ী :

১। নিশাত তাসনীম মুনা- ধানীখোলা
২। তায়েফ আহমদ অমি - ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩। সৃষ্টি আক্তার - ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কুইজ ও সাধারণ জ্ঞান এর উত্তর লিখে পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্যে থেকে লটারির মাধ্যমে ৩ জন বিজয়ীকে দেয়া হবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।
উত্তর পৌঁছানোর শেষ সময় ৩১ মার্চ, ২০২১।

**কুইজের উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:**
**পরিচালক মুক্তোঝরা**
৪ বকশি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ই-মেইল: atfal@mkabd.org

কুইজের বিষয়, নাম, বয়স, মজলিস ও মোবাইল নং লিখতে ভুলনা যেনো।

**বি:দ্র: কুইজে নাসেরাতও অংশগ্রহণ করতে পারবে।**

# এ মাসে যারা মুক্তোঝরা বন্ধু হয়েছে

| নাম | মজলিস | বন্ধু নম্বর |
|---|---|---|
| মোছা: অতিথি আক্তার | বিষ্ণুপুর | ২০২১০২২৩৯ |
| রাসেল আহমদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৪০ |
| ইমরান আহমদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৪১ |
| হাকাম আল মাহমুদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৪২ |
| মো. শিমুল আহমেদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৪৩ |
| মো. তালহা | সুন্দরবন | ২০২১০২২৪৪ |
| সাহল ইসলাম | সুন্দরবন | ২০২১০২২৪৫ |
| রামিম আহমেদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৪৬ |
| রায়হান ইসলাম (তপু) | সুন্দরবন | ২০২১০২২৪৭ |
| আছাদ আহমেদ রাসেল | সুন্দরবন | ২০২১০২২৪৮ |
| তাওহীদ আহমেদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৪৯ |
| ইসরাক | সুন্দরবন | ২০২১০২২৫০ |
| মো. সাহেদ আহমেদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৫১ |
| এস. কে তাহের আহমদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৫২ |
| জিএম তাহের আহমেদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৫৩ |
| জিদান আহমেদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৫৪ |
| রাফি আহমদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৫৫ |
| মাহমুদুল হাসন | সুন্দরবন | ২০২১০২২৫৬ |
| ইলমান আকিব | সুন্দরবন | ২০২১০২২৫৭ |
| মোজাহিদ ইসলাম | সুন্দরবন | ২০২১০২২৫৮ |
| তৌফিক আহমেদ | সুন্দরবন | ২০২১০২২৫৯ |
| মাসরুর আহমদ (চাঁদ) | সুন্দরবন | ২০২১০২২৬০ |
| সামিউল ইসলাম | সুন্দরবন | ২০২১০২২৬১ |

## মুক্তোঝরা বন্ধু আবেদন কুপন

মজলিস:.....

নাম: .....

পিতার নাম: .....

শ্রেণী: .....

বয়স: .....

মোবাইল নং: .....

# বর্তমান আধুনিক সমাজে মুসলমান নারী হিসেবে জীবন যাপন

## লাজনা ইমাইল্লাহ যুক্তরাজ্যের ২০১৯ সালের ইজতেমায় পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ (আই.)-এর ভাষণ

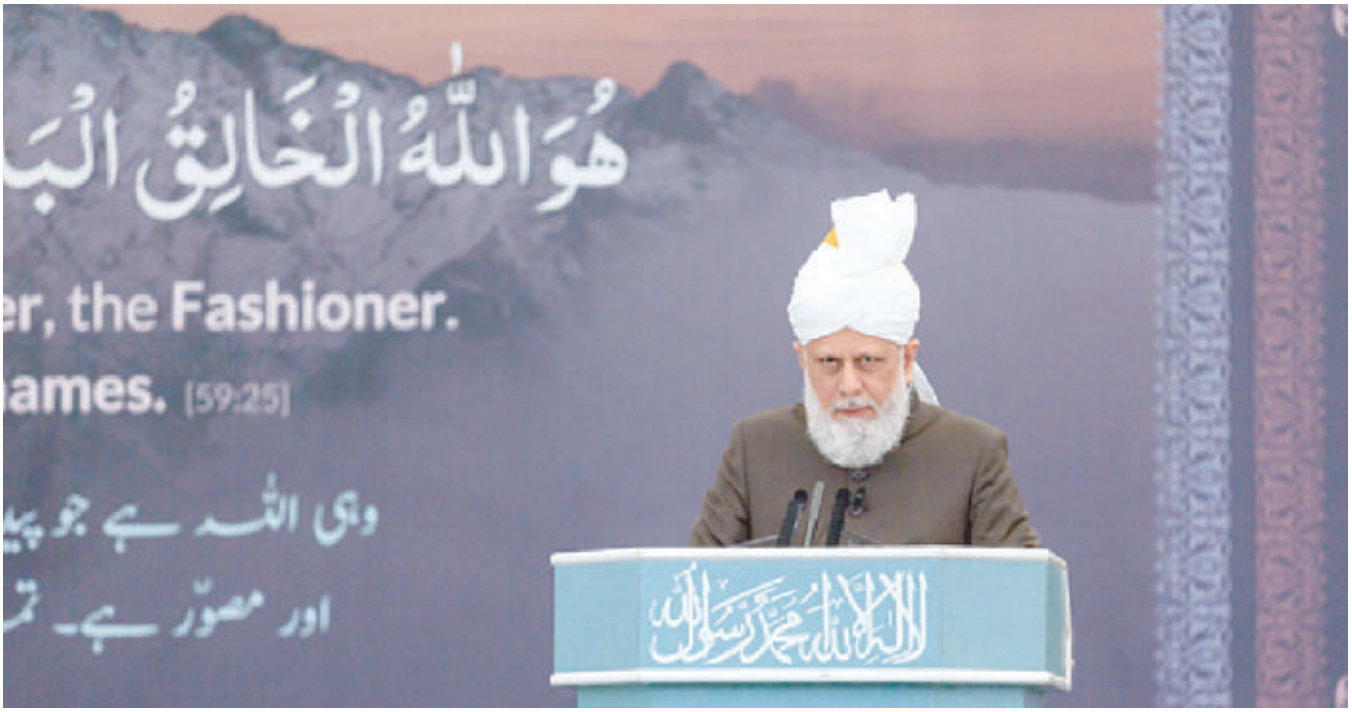


লাজনা ইমাইল্লাহ্ হলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ১৫ বছরের বেশি বয়সী নারী সদস্যাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অঙ্গ-সংগঠন। এই সংগঠনটি আহমদী মুসলমান নারীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি ও নতুন প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এবং দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে বিভিন্ন কার্যক্রম, অনুষ্ঠান এবং সভার আয়োজন করে থাকে। সর্বোপরি, এটি আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা এবং ধর্মের সেবার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। প্রতি বছর লাজনা ইমাইল্লা বিশ্বজুড়ে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যুক্তরাজ্যে হ্যাম্পশায়ারের কিংসলে-এর কান্ট্রি মার্কেটে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ৪১তম জাতীয় ইজতেমা (ধর্মীয় সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে ৫৮০০জন উপস্থিত ছিলেন এবং সমাপনী অধিবেশনে যোগদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বপ্রধান, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

তাশাহুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লার রহমতে আজ আপনারা এই বছরের ইজতেমার সমাপ্তিতে পৌঁছে গেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, জামা'তের (আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত) ধারাবাহিক অগ্রগতির পাশাপাশি, লাজনা ইমাইল্লাহ যুক্তরাজ্য গত কয়েক বছরে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর সদস্যাগণের এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমের উভয় দিক দিয়েই লাজনা ইমাইল্লাহ্ উন্নতি করেছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক উপকারী প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং বহু অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে।

যাইহোক, সাফল্য এবং সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে, সত্যিকার ইসলামী মূল্যবোধ এবং মুসলমান হিসেবে আমাদের মূল পরিচয় রক্ষার এবং সংরক্ষণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা অপরিহার্য।

এটি অর্জনের একমাত্র উপায় হলো, আমাদেরকে পূর্বের চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষার ওপর আমল করতে হবে।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমাদেরকে এমনকি পূর্বের চেয়েও বেশি প্রচেষ্টা অবশ্যই চালানো উচিত। তিনিই সেই ব্যক্তি, যাকে ইসলামের গৌরবময় এবং মহান শিক্ষা পুনরুদ্ধার করার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছিলেন। বিগত শতাব্দীগুলোতে মুসলমানদের মাঝে তাদের ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাসের বাস্তব প্রকাশের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে কলুষতার প্রবেশ হতে দেখা যায়। তিনিই সেই ব্যক্তি, যাকে পাঠানো হয়েছিল সেসব দুর্বলতা দূর করার জন্য।

মুসলমানদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী মূল্যবোধগুলো পুনরুদ্ধার করার পাশাপাশি, পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষদেরকে পবিত্র

কুরআনের অতুলনীয় ও সর্বজনীন শিক্ষায় আলোকিত করার জন্যও তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। এই কারণেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছিলেন যে, তার যুগ ছিল ইসলামের সঠিক শিক্ষার প্রচারের যুগ।

আমরা গর্বের সাথে নিজেদেরকে তাঁর অনুগামী বলে দাবি করি এবং তাই অন্যদেরকে অবহিত করা আমাদের একান্ত কর্তব্যযে, ইসলামের খাঁটি শিক্ষাগুলোকে গ্রহণ করাই বৃহত্তর বিশ্বের জন্য মুক্তি ও সৌভাগ্যের মাধ্যম। ইসলামের শিক্ষাসমূহ যে আমাদের হৃদয়ের মাঝে সত্যিকারের মানসিক প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, তা নিজেদের জীবনের মাধ্যমে তুলে ধরাই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও আজীবনের বৃত।

কিছু লোক যুক্তি দেখাবেন যে, ইসলামই তো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্বের কী উপকার হয়েছিল বা এখন হয়েছে, তা তারা সন্ধান করবে। সর্বোপরি, বলা হয়ে থাকে যে, বিশ্বে প্রায় ১৮০ কোটি মুসলমান রয়েছে এবং তাদের মধ্যে হাজার হাজার আলেম রয়েছেন, যারা ইসলামী শিক্ষার প্রসারের দাবি করেন। তবুও মুসলিম উম্মাহর (বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়) মাঝে কিংবা বৃহত্তর বিশ্বে সত্যিকারের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এটি পরিচালিত করে নি।

এর সহজ ও সুস্পষ্ট কারণ হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে গ্রহণকারী সেসব আশিসমণ্ডিত লোকেরা ছাড়া বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা নানা ভাগে চরমভাবে বিভক্ত এবং ইসলামের শিক্ষাগুলোকে তারা এমনভাবে ব্যাখ্যা করে, যেসব ব্যাখ্যা অর্থহীন এবং প্রায়শই যেগুলো অনুসরণ করা অসম্ভব।

বাস্তবতা হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ নির্ভুল শরীয়তের প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আমরা সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা যুগ-ইমামের (আ.) আহ্বান শুনেছি এবং গ্রহণ করেছি এবং তিনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছিলেন তা অনুশীলনের এবং প্রচারের দায়িত্ব আমাদের।

এই মহান উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদেরকে বঞ্চিত করেন নি কিংবা শক্তি-সামর্থ্য ও উপকরণ-বিহীন করেও রাখেন নি; বরং, তিনি এই যুগে ইসলামের প্রচারের জন্য বিভিন্ন উপায় ও পথ উন্মুক্ত করেছেন। আজকের বিশ্বে টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মুদ্রণ মাধ্যম এবং সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যম কেবল কয়েকটি উপায়, যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ করা সম্ভবপর হচ্ছে।

এগুলোইহলোসে-সমস্ত প্রযুক্তি যা আমরা জামা'ত হিসেবে ইসলামের শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যবহার করছি। তবে, অন্যের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য কেবল এগুলোই যথেষ্ট নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য কখনই পরিপূর্ণ হতে পারেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের প্রত্যেকে ইসলামের সুমহান শিক্ষার জীবন্ত ও বাস্তব উদাহরণ হয়ে উঠতে পারি। একারণেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বার বার তার জামা'তের সদস্যদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসারে জীবনযাপন করার এবং নিজ-জীবনে এর শিক্ষা রূপায়িত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

আমার আরও যোগ করা উচিত যে, এই আধুনিক প্রযুক্তিগুলো শুধু আমরাই ব্যবহার করছি– এরকম দাবি আমরা করতে পারি না। বরং, ইহজাগতিক লোকেরা তাদের অনুষ্ঠানসমূহ এবং আধেয় সম্প্রচারের ক্ষেত্রে যোগাযোগের নিত্যনতুন কোনো উপায়ই বাদ রাখে নি। অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনকভাবে, বর্তমান বিশ্বজুড়ে সম্প্রচারিত বেশিরভাগ অনুষ্ঠানের আধেয় কেবল সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বুননকে দুর্বল করার জন্য এবং যা কিছু উত্তম ও শালীন সেগুলো থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করে থাকে। স্বাধীনতা, চিত্ত-বিনোদন এবং আমোদ উপভোগের নামে তারা এধরনের অনৈতিক বিষয়গুলোর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে।

সুতরাং, যেখানে এই নতুন প্রযুক্তিগুলো আমাদের জন্য ইসলামের পবিত্র শিক্ষাগুলোকে পরিবেশন ও প্রচার করার মাধ্যম হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, সেখানে এগুলো অন্যদের দ্বারা দুনিয়াকে অপকর্ম ও লজ্জাজনক অনৈতিক কাজে নিমজ্জিত করার জন্য ও ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো মানবজাতিকে অযথা সময়-ক্ষেপণকারী কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রলুব্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, যা কিনা প্রায়শই অশালীন। এটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে বিশ্বের সুবিধা-বঞ্চিত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমের দ্বারা সহজেই উন্নত বিশ্বে তৈরিকৃত ভিডিও গুলো দেখতে পাচ্ছে, যেগুলো একটি সতীত্ব বর্জিত, অসংযমী ও আনন্দ-অভিলাষী জীবনধারাকে উৎসাহিত করে।

এসব দারিদ্র্য-পীড়িত কিংবা তাদের জাতির পরিস্থিতির কারণে পিঁছিয়ে থাকা এধরনের জনগোষ্ঠী যখন দেখে যে, ধনী দেশগুলোর লোকেরা কীভাবে জীবনযাপন করছে, তখন এটি তাদের মাঝের হতাশাকে আরও উস্কে দেয়। তারা একই মানের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য কামনা করে এবং এসব কৃত্রিম ও অগভীর লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। যেমনটি আমি বলেছি, একদিকে আমরা বিশ্বাস করি যে, আধুনিক প্রযুক্তি আমাদেরকে ইসলামের প্রসারে সহায়তা করার জন্য আল্লাহর ইচ্ছানুসারে বিকশিত হয়েছে, আর অন্যদিকে এটি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত গর্হিত বিষয় প্রচারে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল ছায়াছবিগুলো ব্যাপক পরিসরে এখন ইন্টারনেটে সহজলভ্য কিংবা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। নর-নারীর মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক দুনিয়ার সামনে খোলামেলা, উন্মুক্ত এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এটি আধুনিক বিশ্বের বাস্তবতা এবং তাই এই নৈতিকতার পতন ঠেকানো এবং ন্যায়পরায়ণতা ও পুণ্যের প্রসার করাই আমাদের সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ।

লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যা হিসেবে আপনাদেরকে অবশ্যই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে, প্রত্যেক আহমদী পুরুষ, নারী এবং আমাদের তরুণ-তরুণীদের কাজ হলো, ধর্মবিরোধী ও অনৈতিক শক্তিগুলোর প্রভাব মোকাবেলায় আধুনিক প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করা এবং এটি দেখানো যে, সমসাময়িক বিশ্বে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে তুলে ধরা, সমর্থন করা কেবল সম্ভবই নয়, বরং নিঃসন্দেহে অপরিহার্য।

সর্বপ্রথমে, আমাদের নিজেদেরকে

অপবিত্রতা ও স্থূলতা এড়ানো উচিত। আমাদের কেবল সেই বিষয়গুলোই দেখা বা সেসবেই অংশ নেওয়া উচিত, যেগুলো ধার্মিকতাকে উৎসাহ দেয়, যেগুলো আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে যেগুলো আমাদেরকে সক্ষম করে। প্রতিশ্রুত মসীহের মান্যকারী হিসেবে, আমাদেরকে সেই বিষয়গুলিই গ্রহণ করা উচিত যা তার শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, যেগুলো আসলে পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এরই শিক্ষা।

অতএব, আমাদের আধুনিক প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকগুলো থেকে লাভবান হওয়া উচিত। আর এগুলোর ক্ষতিকারক ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে। এটি দুঃখজনকভাবে সত্য, আমাদের জামা'তের বহু সদস্য যারা পুরুষ ও মহিলা উভয়ই, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণ করার পরেও, নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংশোধনের ব্যাপারে তাদের কর্তব্যকে উপেক্ষা করছেন।

তারা এখনকার সমাজকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা বস্তুবাদী ও ধর্মহীনতার শক্তিদ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। তারা আধুনিক প্রযুক্তির বিষাক্ত প্রভাবের শকার হয়েছেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধন গড়ে তোলার চেষ্টা বা তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানকে বাড়ানোর চেয়ে নিরর্থক ও অগভীর (স্থূল) বিষয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করছেন।

আমাদের প্রত্যেকেই জানে যে, বস্তুবাদিতা এবং অনৈতিকতাকে উৎসাহিত করে এমন বিষয়সমূহ দেখার তুলনায় আমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো দেখার জন্য কিংবা ধর্মীয় বই-পুস্তক পাঠের জন্য কতোটা সময় ব্যয় করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এই যুগে আমাদেরকে এমটিএ (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল– আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অফিসিয়াল টেলিভিশন স্টেশন) প্রদান করে আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন, যেখানে এমন অনেক অনুষ্ঠান রয়েছে যা একজন ব্যক্তির ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করে। তাই লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যাদেরকে অবশ্যই যথাসম্ভব এটি দেখতে হবে এবং এর পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যরাও এথেকে উপকৃত হচ্ছে কিনা সেটাও নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

সন্দেহাতীতভাবেই, নারীরা সমাজে এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। কারণ, ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের কোলে লালিত-পালিত হয় এবং তাদের কোমল যত্নে ও পরিচর্যায় বেড়ে উঠে। শুধুমাত্র এই বাস্তবতাই আহমদী নারীদের উপরে প্রদত্ত দায়িত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয় যে, তারা যেন তাদের নৈতিক মানকে শক্তিশালী করার জন্য সেইসব অনুষ্ঠানগুলো দেখা নিশ্চিত করে কিংবা সে-সব বইগুলো পাঠ করে যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যকে পূরণে তাদেরকে সাহায্য করে।

পরিষ্কার করে বললে, আমার বলার উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আপনারা এমটিএ ছাড়া অন্য কোনো টেলিভিশন অনুষ্ঠানই দেখবেন না। তবে সে-সব অনুষ্ঠান দেখার চেষ্টা করুন যেগুলো আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি করে কিংবা আপনার প্রতিদিনের জীবনে যা উপকারী। মনকে চাপমুক্ত করার জন্য কিছু হালকা বিনোদনপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখা যেতে পারে; কিন্তু, যে-সব অনুষ্ঠানে গর্হিত ও অশ্লীল বিষয়াদিকে উৎসাহিত করা হয় সেগুলো আপনাদের অবশ্যই এড়ানো উচিত।

প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে, দর্শকের আগ্রহ বাড়াতে এবং জামা'তের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কী ধরনের নতুন নতুন অনুষ্ঠান তৈরি করা যায়, এ ব্যাপারে এমটিএ সর্বদা প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শের সন্ধান করে থাকে। আমাদের লাজনা সদস্যাদের অনেক ভালভাল চিন্তা রয়েছে আর তাই এবিষয়ে তাদের যে-কোনো মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া পাঠানো উচিত।

যাহোক, মূল কথায় ফিরে আসি। আমি অতীতে উল্লেখ করেছি, পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী জামা'তের সদস্যদের মাঝে কতো আহমদী কিংবা তাদের বাবা-মা কিংবা দাদা-দাদী পাকিস্তান থেকে অভিবাসনের জন্য চলে এসেছেন নিজ দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে। তবে, এদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বেও তারা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের অনুশীলন করেন না, তাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাগুলো অবহেলা করেন এবং আধুনিক বিশ্বের বস্তুগত ধ্যান-ধারণার শিকারে পরিণত হন। তাই এটি বলা যায় না যে, তাদের অভিবাসনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।

অথবা, এটাও বলা যায় না যে, মুসলমান হিসেবে তাদের বিশ্বাস প্রকাশ্যে অনুশীলন করার আকাঙ্ক্ষার যে দাবি তারা করেছিলেন তা তারা সত্য সাব্যস্ত করেছেন। সেই বিচারে, প্রত্যেক [অভিবাসী] আহমদী নারীর এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা উচিত যে, তারা তাদের ধর্মের দোহাই দিয়ে এখানে এসেছিলেন এবং সেজন্য তাদের নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং তাদের সন্তানদের ধর্ম-বিশ্বাসও দৃঢ় এবং অবিচল রাখাটা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও, আপনাদের সেই জাতির প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, যারা আপনাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের উপায় হলো, স্থানীয় মানুষদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে নিয়ে আসার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

বরং এর পরিবর্তে, আমাদের জামা'তের সদস্যরা স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির নামে, এখনকার সমাজের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন হয়ে পড়ছে। আমাদেরকে অবশ্যই তাদের ধ্বংসকর সুদূর প্রসারী পরিণামগুলো থেকে বাঁচাতে হবে এবং অন্যদেরকেও রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা-শূন্য এসব নীচু পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করুন; কারণ, এগুলো কেবল আপনারই ক্ষতি করবে না; বরং, ভবিষ্যত প্রজন্মকেও ধ্বংস করবে।

এর অর্থএই নয় যে, যে সমাজে আপনি বাস করছেন সেখানে আপনি একীভূত হবেন না বা অবদান রাখবেন না। অনেক আহমদী এখানে বেড়ে উঠেছেন বা কয়েক দশক ধরে এখানে বসবাস করছেন এবং এখন তারা ব্রিটিশ রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের সাথে পুরোপুরি সুর মিলিয়ে চলতে পারছেন এবং তারা নিজেরাই এখন এই সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। এর বিপরীতে, প্রত্যেক ব্যক্তি, এখানে জন্মগ্রহণ করা হোক বা অভিবাসী যা-ই হোক না কেন, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে একীভূত হওয়ার জন্য এবং নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং এই জাতির বিশ্বস্ত ও অনুগত নাগরিক হওয়া উচিত। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে, মুসলমানদের উচিত তাদের দক্ষতা ও সামর্থ্যকে, তারা যেখানে বসবাস করছেন, সেই জাতির কল্যাণে ব্যবহার করা এবং

তাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য কাজ করা।

তাছাড়া, স্থানীয় রীতিনীতি ও প্রথাগুলো পর্যবেক্ষণ করা ও সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা একটি উত্তম বিষয়; যতক্ষণ ইসলামের শিক্ষার সাথে সেগুলো সাংঘর্ষিক না হয়। সোজা কথায় বলতে গেলে, একজন আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি তার আশেপাশের পরিবেশের দ্বারা এতোটাই মগ্ন বা পরিচালিত হবেন না যে, তার মূল ধর্মীয় শিক্ষাকে তিনি ভুলে যাবেন কিংবা ইসলামী শিক্ষানুসারে তিনি সন্তানদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্বকে উপেক্ষা করবেন।

নিঃসন্দেহে, যারা তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো বাঁচাতে এবং সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হন, তারা সেই ব্যক্তি যারা তাদের অঙ্গীকারগুলো পূরণে ব্যর্থ হন। এই উন্নত দেশগুলোতে স্বাধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে নৈতিক মূল্যবোধগুলো দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের কিছু আহমদী মহিলা এবং মেয়েরাও এগুলোর দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন। কিন্তু, তাদের বুঝতে হবে যে, এই ধরনের তথাকথিত স্বাধীনতা, তাদের জাতির সাফল্য ও অগ্রগতির সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না।

এটা কি বলা যেতে পারে যে, নাইটক্লাবগুলোতে এমনভাবে পোশাক পরিধান করে যাওয়া, যাতে আপনার দেহের প্রায় সমস্ত অংশই উন্মোচিত হয়ে যায় এবং পুরুষদের সাথে নাচা এমন কোনো কাজ, যা একটি দেশকে উন্নত ও সফল হতে সাহায্য করবে? অবশ্যই না।

এটা কি বলা যেতে পারে যে, মদপান করে নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলা এবং নির্লজ্জ আচরণ করা এমন একটি বিষয় যা আপনার দেশের উন্নতি সাধন করবে?

এ আচরণ কি জাতির প্রতি একজনের সেবা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? অবশ্যই না!

এগুলো মাত্র গুটিকয়েক উদাহরণ এবং এই সমাজে আরও অনেক এমন ক্ষতিকারক বিষয় প্রচলিত রয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষ লোকেরা পছন্দের স্বাধীনতা বা অগ্রগতির নামে যেগুলোর যথার্থতা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) এগুলোকে অশ্লীল বলে ঘোষণা করেছেন এবং এগুলো মানবজাতিকে তার স্রষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। যদিও এই বিষয়গুলিকে একটি মুক্ত এবং আধুনিক সমাজের উদাহরণ হিসেবে সামনে তুলে ধরা হয়, তথাপি বাস্তব তাহলো, এ জাতীয় ভ্রান্ত কার্যকলাপ কেবল সেই ভিত্তিগুলোকেই ছিন্নভিন্ন করতে সাহায্য করে যার ওপর সত্যিকারের একটি সমৃদ্ধ ও পারস্পরিক সহানুভূতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতার নামে একটি সমাজের নৈতিক মানকে অবনমিত বা নিচু করার বিষয়টি, সভ্যতার শক্তি বা ঐক্যকে সামগ্রিকভাবে ক্ষুণ্ন করার পাশাপাশি সেই সমাজে বসবাসকারী লোকদেরকে পৃথক পৃথকভাবে ক্ষতি করে। এটা পরিষ্কার করা দরকার যে, এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন এই উন্নত দেশগুলোর মানুষ বুঝতে পারবে যে, তারা যেগুলিকে স্বাধীনতা বলে মনে করেছিল সেগুলি আসলে তাদের ধ্বংসের কারণ ছিল।

এখন আমরা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি, যেখানে এমনকি কিছু অমুসলিম পর্যন্ত তাদের সমাজের মধ্যকার নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার চরম স্তর নিয়ে নিন্দা করছে এবং তারা স্বীকার করে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যকার হতাশা ও উদ্বেগ বৃদ্ধির বিষয়টির সঙ্গে নৈতিকতার অবক্ষয়ের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আর তাই, আপনাদের নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসের চর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে কোনো প্রকারের হীনমন্যতা বা বিব্রতবোধ করার একে বারে কোন কারণ নেই।

পার্থিব লোকেরা দাবি করতে পারে যে, কারও দেহ অনাবৃত করে প্রদর্শন করা, ইঙ্গিতপূর্ণ পোশাক পরিধান করা কিংবা জনসাধারণের মাঝে যৌনতাপূর্ণ আচরণ করা একটি প্রগতিশীল সমাজের এবং এমন এক সমাজের লক্ষণ বা চিহ্ন যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতার মূল্যায়ন করা হয়। তবে, তারা এরচেয়ে বেশি ভ্রমাত্মক হতে পারতো না। সমস্ত আহমদী, তারা নারী-পুরুষ, যুবক বা বৃদ্ধ সে যা-ই হোক না কেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এগুলো অনৈতিকতার চরম শিখর আর ধার্মিক লোকেরা, যারা ধর্মকে পার্থিবতার উপরে প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করে থাকেন, তারা এসব সহ্য করতে পারেন না।

সুতরাং, পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী আহমদী মুসলমানদের, সমাজের এসব অকল্যাণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমনটি আমি আগেই বলেছি যে, আপনাদের কেবল নিজেকেই রক্ষা করলে হবে না; বরং অন্যদেরকেও নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং সদগুণাবলী ও নৈতিকতা তুলে ধরা উচিত। এভাবেই আপনার জাতির সেবা করতে পারবেন এবং যদি আপনি এই প্রয়াসে আন্তরিক হন, তবে নিশ্চিত হন যে, প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর সাহায্য এবং করুণা আপনার সাথে থাকবে।

আজকের বিশ্বে মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব নিয়ে অনেক কিছুই বলা হয়। এক্ষেত্রে সর্বদা মনে রাখবেন যে, সত্যিকারের মনের শান্তি মহান আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং দুনিয়ার তুচ্ছ, হালকা এবং নিষ্ফল আকর্ষণের পিছনে ছুটে নয়। পবিত্র কুরআনের ১৩ নম্বর সূরার ২৯ নম্বর আয়াতে এই বিষয়ে বলা হয়েছে। সেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন:

"মনে রেখো! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।" [আর রা'দ, ১৩: ২৯ আয়াত]

এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে হলে তাকে অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে হবে। এটি পবিত্র কুরআনের, না'উযুবিল্লাহ্ (আমি আল্লাহর কাছে এথেকে আশ্রয় চাই) একটি ভিত্তিহীন দাবি নয়। বস্তুত, এর সত্যতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। আল্লাহর সমস্ত নবী এবং লক্ষ লক্ষ আন্তরিক বিশ্বাসীদের জীবন এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র মহান আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতের মাধ্যমেই সত্যিকারের মনের শান্তি অর্জন করা যায়।

অতএব, ভাববেন না যে, আধুনিক বিশ্বের তথাকথিত স্বাধীনতা বা পার্থিব জীবনধারা কোনো ব্যক্তির হৃদয়ের প্রশান্তিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে; বরং, এটি আল্লাহরই স্মরণ, যা একজন ব্যক্তিকে সত্য

ও স্থায়ী তৃপ্তির দিকে উৎসাহিত করে। বাস্তবতা হলো, ধার্মিক লোকেরা যখনই সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁর নেয়ামত ও সৃষ্টির সৌন্দর্যের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে, তখনই তারা তাদের অন্তরে সন্তুষ্টি ও আনন্দ অনুভব করে।

উদাহরণস্বরূপ, তারা বৃক্ষরাজি ও বনাঞ্চল অতিক্রম করার সময় আল্লাহ্‌র গৌরব ও মহিমা অনুধাবন করে। বিশাল মহাসাগর এবং হ্রদ কিংবা দ্যুতিময় পর্বতমালা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েও তারা তাঁর মহিমা উপলব্ধি করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং নিখুঁত ঐক্যতান দেখে তারা কেবল আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও প্রশস্তি করতেই উদ্বুদ্ধ হয় না; বরং, এর পাশাপাশি তারা তাঁর অসীম ক্ষমতা নিয়েও চিন্তাভাবনা করে এবং কীভাবে তিনি এই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং মহাবিশ্বকে ঘিরে রাখা সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন সে-সব নিয়ে ভাবে।

যা-ইহোক, যে মূল বিষয়টি আমি বলতে চাই তাহলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেছেন, পার্থিব স্বাধীনতার মাধ্যমে কিংবা পার্থিব অর্থহীন আকর্ষণগুলোতে অংশ নিয়ে সত্যিকারের মনের শান্তি লাভ করা যায় না; বরং, সর্বশক্তিমান আল্লাহর নৈকট্যলাভ এবং সর্বদা তাঁকে আপনার হৃদয় ও মনের মধ্যে রেখেই তা অর্জন করা যায়। মনে রাখবেন, ইসলাম একটি মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যের ধর্ম। এটি বলেনা যে, আমাদেরকে অবশ্যই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে বা সমস্ত পার্থিব কাজকে পরিত্যাগ করতে হবে। এর পরিবর্তে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদেরকে পৃথিবীতে বিদ্যমান স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তিদায়ক উপায়-উপকরণগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার এবং সেগুলো কাজে লাগানোর আদেশ দিয়েছেন।

আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল বা আমাদের ব্যক্তিগত আগ্রহের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন পার্থিব বা বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপগুলো অনুসরণ করার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই। তবে, এগুলো আমাদের অস্তিত্বের ওপর প্রভুত্ব করবে বা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে– এটি কখনই হতে দেওয়া উচিত নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করা বা তাঁর নৈকট্য অর্জন করার মতো প্রধানতম লক্ষ্য থেকে এগুলো যেন আমাদেরকে কখনই বিচ্যুত করতে না পারে– তা অবশ্যই দেখা উচিত। পার্থিবতার অনুসরণ করাকে কখনই পরিত্রাণ বা সফলতার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করবেন না। আর, এটাও নিশ্চিত যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা ব্যতীত, এমনকি আপাতদৃষ্টিতে ভাল বিষয়গুলোও বিপদজনক বলে প্রমাণিত হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, লবণাক্ত পানি কখনই কোনো ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ করবে না। বরং, এটি তাকে আরও তৃষ্ণার্ত করে তুলবে এবং যদি সে নির্বোধভাবে এটা পান করতে থাকে, তাহলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং পরিণামে মারা যাবে। ফলস্বরূপ, পানি জীবন রক্ষার উপকরণ হলেও, এটি যদি অসঙ্গতভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে তা আমাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আমরা সকলেই অবগত যে, যখন বৃষ্টিপাত হয়, তখন মাটি উর্বর ও সজীবতা লাভ করে। কিন্তু, খরা হলে জমি শুষ্ক ও অনুর্বর হয়ে যায় এবং ঘাস শুকিয়ে যায়। যদিও আমরা তুলনামূলকভাবে একটি শীতল দেশে বসবাস করি, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা বাড়ছে, আর তাই, এখানেও আমরা দেখি যে, কীভাবে ঘাস তার সবুজ রং হারিয়ে ফেলে এবং গরম ও শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে যায়।

সেই দেশগুলোতে, যেখানে জলবায়ু ধারাবাহিকভাবে উষ্ণ থাকে এবং খরার শিকার হয়, ঘাস সম্পূর্ণরূপে মরে যায় এবং প্রাণী ও অন্যান্য জৈব-সত্তাগুলো ধ্বংস হতে শুরু করে। সুতরাং, পানির মূল্য সীমাহীন ও অতুলনীয় এবং এর প্রকৃত মূল্য কেবল তখনই লক্ষ্য করা যায় যখন আমরা এটা থেকে বঞ্চিত থাকি বা এটি যখন দূষিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজিকে উপেক্ষা করে এবং পাপময় আচরণকে জীবনের পানিস্বরূপ বিবেচনা করে, তবে সে ব্যর্থতা ও হতাশার পাঁকে নিপতিত হবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা নবীগণের আবির্ভাব এবং যে শিক্ষা তারা নিয়ে আসেন তা মানবতার জন্য আধ্যাত্মিক পানি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন; কারণ, তাঁদের আধ্যাত্মিক এই পানির মাধ্যমে আমাদের আত্মাগুলি পবিত্র হয় এবং পুরিপুষ্টহ য়। যদি আমরা তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করি তবে আমাদের জীবনে সাফল্য লাভের বিষয়টি নিয়তি-নির্ধারিত। তথাপি, যদি আমরা তাঁদের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করি বা অনৈতিক আচরণ করি, তাহলে আমাদের জন্য তা তাঁদের আধ্যাত্মিক পানি প্রত্যাখ্যান করে এর পরিবর্তে পার্থিব লবণাক্ত পানিকে গ্রহণ করা হবে, যা কখনই আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে না এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

কখনও ভুলে যাবেন না যে, আমরা আহমদীরা সবচে' ভাগ্যবান মানুষ; কারণ, আমরা এই যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর দ্বারা বিশ্বকে প্রদত্ত আধ্যাত্মিক পানির প্রত্যক্ষ গ্রহণকারী। তাকে গ্রহণ করার পরেও, আমরা যদি অনৈতিকতার পথে চলতে থাকি এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের জীবন ধ্বংস করতে থাকবো এবং সেই আধ্যাত্মিক পানি, যা আমাদের মুক্তি ও বিজয়ের উপায় হতে পারতো, তার স্থলে আমরা লবণাক্ত পানিকে বেছে নেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবো।

আমি আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। তাহলো আমাদের কিছুসংখ্যক আহমদী পুরুষ এবং নারী, যাদের সাথে কিছু তরুণ-যুবকও আছেন, যারা ভাবেন যে, জামা'ত তাদের জীবনে অপ্রয়োজনীয় বাধা আরোপ করে থাকে এবং তাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। যাইহোক, যদি তারা সচেতনতার সাথে এবং পক্ষপাতহীনভাবে তাকান, তারা বুঝতে পারবেন যে, জামা'ত তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বা স্বাধীনতাকে কোনোভাবেই, কোনো দিক দিয়েই খর্ব করছেনা; বরং, জামা'ত কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষা সমুন্নত রাখতে এবং সেই অনুসারে জামা'তের সদস্যদেরকে নৈতিকভাবে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কাজ করে। আমরা সকল আহমদীকে তাদের ধর্মের সত্য শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতে চেষ্টা করি, যা সত্যিকারের স্বাধীনতা এবং মুক্তির মাধ্যম।

দুঃখজনকভাবে, এমন কয়েকজন আহমদী পুরুষ ও মহিলার কিছু ঘটনা রয়েছে, যারা বৃহত্তর সমাজের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তারা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। কিছু সময়ের

জন্য, তারা নিজেদেরকে হয়তোবা স্বাধীন হিসেবে গণ্য করেছিলেন বা তারা যে স্বাধীনতা এবং স্বাদ উপভোগ চেয়েছিলেন তা অর্জন করেছেন বলে ভেবেছিলেন। তথাপি, পরবর্তীকালে, তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সিদ্ধান্তের জন্য অনুশোচনা করেছেন এবং জামা'ত ত্যাগ করার পর পুনরায় জামা'তে প্রবেশ করতে চেয়ে বিব্রত ও লজ্জিত হয়েছেন। তারা স্বীকার করেছেন যে, তারা যেটাকে স্বাধীন জীবন বলে ভেবেছিলেন সেটি এর বিপরীত সাব্যস্ত হয়েছিল এবং শীঘ্রই তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা একটি ধ্বংসাত্মক এবং বিপদজনক পথে যাত্রা করেছিলেন।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, জীবনে কোনো সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণের আগে, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রাথমিক দাবি পূরণ করে, এর ভাল-মন্দ দিকগুলো যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করতে হবে ও খতিয়ে দেখতে হবে। এটা নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহরও শিক্ষা।

আমরা, যারা নিজেদেরকে আহমদী মুসলমান বলে আখ্যায়িত করে থাকি এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে মেনে নিয়েছি বলে দাবি করি, আমাদেরকে কেবলমাত্র বস্তুবাদী (ভাল-মন্দের) উপকার ও কুফলগুলির মূল্যায়ন করলেই হবে না; বরং কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা নতুন পথ গ্রহণের আগে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় উপকার বা ক্ষতিরও মূল্যায়ন করা উচিত। বস্তুগত লাভের পরিমাণ যা-ইহোক না কেন, ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে একজন সত্যিকার আহমদীকে এই জাতীয় বিষয়গুলি ত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

আমাদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কেননা, আমরা ঘোষণা এবং প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরাই সেই লোক যারা চিরকাল জাগতিক সমস্ত বিষয়ের ওপর আমাদের ধর্মকে প্রাধান্য দিব।

শেষ হওয়ার আগে, আমি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, শালীনতাবোধ আমাদের বিশ্বাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং, পশ্চিমা দেশে বাস করলেও, কোনো আহমদীর উচিত নয় সেই ধরনের ফ্যাশন এবং প্রবণতা অনুসরণ করা, যেগুলোকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাহানায় যথার্থতা দানের চেষ্টা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে যেগুলো অনৈতিকতা ও নির্লজ্জতার মাধ্যম। আপনার শালীনতাকে সংরক্ষণের চেয়ে, শরীরকে উন্মোচিত করে দেওয়ার মতো হাল ফ্যাশনের ধারা আপনাদের গ্রহণ করা উচিত নয়। সর্বদা, আহমদী মহিলা ও মেয়েদের সেই ধরনের ফ্যাশন অনুসরণ করা উচিত যা শালীনতার সীমার মধ্যে থাকে এবং যার মাধ্যমে তাদের পবিত্রতা রক্ষিত হয়।

এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, প্রতিটি আহমদী মহিলা এবং মেয়ে, সম্মানজনকভাবে এবং শালীনতার নীতিমালা অনুযায়ী পোশাক পরবে এবং আচরণ করবে। কখনও কখনও কিছু আহমদী মহিলা ও মেয়েরা ফ্যাশনের খাতিরে তাদের মাথা, চুল অযথা এমনকি তাদের বক্ষদেশ ঢাকতেও ব্যর্থ হয়, আর এটি পরিপূর্ণভাবে তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের দাবির পরিপন্থী।

তদুপরি, কিছু মহিলা পর্দার নামে কোট পরেন, তবে তাদের কোটগুলো এতটাই আটোসাঁটো হয় যে, তা স্কিন-টাইট শার্টের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই জাতীয় কোটগুলো, যেগুলো কোনো ব্যক্তির শারীরিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, তা কোনো মুসলমান মহিলা বা মেয়েদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এমন হওয়া উচিত যে, যে কোটগুলো আপনি পরিধান করেন সেগুলো যেন আপনার শরীরকে ঢেকে রাখে এবং আপনাদের স্কার্ফ বা ওড়না যেন যথাযথভাবে আপনাদের মাথা ঢেকে পরিধান করা হয়।

সর্বদা আপনার পোশাক সম্পর্কে সচেতন থাকুন যেন কেউ আপনার শালীনতা নিয়ে কখনও কেউ কোনো প্রশ্ন করতে না পারে; এবং এই সত্যের জন্য গর্বিত হোন যে, একজন মুসলমান মহিলার সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার মাধ্যম হলো পর্দা। প্রত্যেক আহমদী নারী ও পুরুষের একটি পরিধি রয়েছে যার মধ্যে তাদের থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং সেই পরিধিটি হলো ইসলাম যা কিছু শেখায় কেবল তা-ই। সুতরাং, আমাদের সীমাগুলো কোনো ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত নয়; বরং, এগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত। কিছু লোক মনে করেন যে, আহমদীয়াত ইসলামের চেয়ে কঠোরতর; কিন্তু, এটি ভুল। কারণ, আহমদীয়াত এবং ইসলাম এক এবং অভিন্ন বিষয়। পবিত্র কুরআনে খুবই স্পষ্টভাবে ইসলামে নির্দেশিত পর্দার মান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, আর তাই শালীনতার প্রয়োজনীয় মান কী, তা দেখার জন্য আপনার মনোযোগ সহকারে কুরআন পড়া উচিত।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করতে হবে এবং এটিকে আমাদের পথ-নির্দেশক আলো হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আমাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইবাদতের মান বজায় রাখতে হবে।

পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ করার পদ্ধতিগুলো আমাদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

তারপর আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর পুরস্কার ও সান্নিধ্য অর্জন করবো এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বয়আতের দাবি পূর্ণ করবো।

অন্যথায়, সমস্ত পার্থিব বিষয়ের ওপর আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেওয়ার দাবি এবং এর খাতিরে আত্মত্যাগের সমস্ত দাবি সত্য বিবর্জিত হবে এবং ফাঁপা ও অর্থহীন হয়ে উঠবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমল করার এবং এটি অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন যে, আপনাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং এর জন্য সকল প্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা। আমীন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌কে সর্বক্ষেত্রে আশিসমণ্ডিত রাখুন।

অনুবাদ: **সিকদার ফাতেমা যোহরা**

পরিমার্জন: **সিকদার তাহের আহমদ** ও **আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক**

# কোভিড ১৯ এবং লকডাউন

## ব্যক্তিগত ডায়েরী

আবিদ খান

**ভূমিকা:**

এ বছর অন্যান্য সময়ের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। এই ডায়েরী লেখার সময় পুরো বিশ্ব কোভিড ১৯ দ্বারা আক্রান্ত। অতীতে, আমার লেখা সকল ডায়েরীতে বিভিন্ন ব্যক্তিগত ঘটনা, কিছু জামাতী অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য অফিসিয়াল মিটিং সম্বন্ধে বর্ণনা করেছিলাম।

এখানে কোভিড ১৯ সংক্রান্ত হুযূরের নির্দেশাবলী সম্বন্ধে লেখা হয়নি। বরং হুযূরের সাথে ব্যক্তিগত যে মোলাকাতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম সে সময়ে বর্ণনা করেছি।

**অনন্য এক ভাইরাস:**

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস ব্যাপী আমি নিয়মিতভাবে হুযূরকে করোনাভাইরাসের সংবাদ প্রেরণ করতাম। প্রথম থেকেই একটি বিষয় পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল যে এটি কোন সাধারণ ভাইরাস নয়। শুরু থেকেই এমনকি, আন্তর্জাতিক মহামারী হিসেবে ঘোষণা দেবার পূর্বেই হুযূর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়টিকে বিবেচনা করছিলেন।

অনেক আহমদীই জানেন যে হুযূর প্রাথমিক দিকেই করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জন্য হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবস্হাপনা প্রদান করেছেন। সে সময় মহামারী মূলত চীন ও আশেপাশের দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল।

একটি ঘটনা আমার মনে আছে, তখন প্রায় ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়। ইউকে তখনও মহামারীর কারণে কোন লকডাউন প্রদান করেনি। আমি হুযূরকে জিজ্ঞেস করি যে করোনাভাইরাসে জামাতের বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যহত হবে কিনা।

হুযূর বলেন–

"হ্যা। মনে হচ্ছে সেরকমই হবে। শান্তি সম্মেলন মার্চের শেষের দিকে হবার কথা। কিন্তু আমার মনে হয়না সেটি এখন সম্ভব হবে।"

হুযূর জানতে চান :

"শান্তি সম্মেলন সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত?"

আমি বিনয়ের সাথে উত্তর দেই :

"হুযূর, আমারও মনে হয় যে এটি আয়োজন করা অত্যন্ত কঠিন হবে। কারণ সে সময় সমগ্র ইউকে এবং অন্যান্য দেশ থেকেও অতিথিরা আসবেন। সেমসয় জনসমাগমের প্রতি সরকারী বিধি নিষেধও আরোপ করা হতে পারে। "

হুযূর বলেন :

"হ্যা। আমরা জানব না যে কোন অতিথি সম্প্রতি কোথায় সফর করেছেন, কাদের সাথে দেখা করেছেন। কাজেই এতে অনেক ঝুঁকি রয়েছে।"

কাজেই এই আলোচনার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে যখন হুযূরের নির্দেশনায় শান্তি সম্মেলন বাতিল করা হয় তখন আমি অবাক হইনি। যদিও তখন ইউকেতে জনসমাগম নিষিদ্ধ ছিল না।

**প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:**

মার্চ মাস থেকে ইউকে ও আশেপাশের পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। আমরা টিভিতে স্পেন ও ইতালীর দুর্বিষহ অবস্থার খবর পেতে থাকি। সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইউকের মধ্যেও করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ইউকের সরকার তখনো অন্যান্য দেশের মতো বিধি নিষেধ আরোপে দ্বিধা করতে থাকে।

অপরদিকে, আমাদের জামাত হুযূরের দিক নির্দেশনায়, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া শুরু করে দেয়। হুযূর জুমুআর খুতবার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আহমদীদের এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

যেমন, সরকারী কোন নির্দেশের পূর্বেই হুযূর অসুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষদের বাসায় অবস্থান করার নির্দেশ দেন।

জামাতী অফিসের ব্যাপারে হুযূর আমাদের ব্যক্তিগতভাবে দিক নির্দেশনা দেন। হুযূর বলেন যে, কিভাবে সামান্য উপসর্গ দেখা দিলেই জামাতের কর্মকর্তাগণ যেন বাসায় নিজেদের পৃথক করে ফেলেন।

এর পাশাপাশি, অন্যান্য ছোটখাট ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। যেমন, প্রতি নামাযের পর সাদা কাপড় পরিস্কার করা এবং পরিবর্তন করা। কার্পেটের উপর সেই কাপড় বিছিয়ে দেয়া যেন জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

**ভয়াবহ অনুভূতি:**

অবশেষের, মার্চের শেষভাগে ইউকেতে বিভিন্ন বিধিনিষেধ শুরু হয়। ২৩ মার্চ, ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যের পূর্বেই অনুমান করা যাচ্ছিল যে এবার প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী লকডাউন দিতে যাচ্ছেন।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এতে আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কারণ এর ফলে আমার নিয়মিত রুটিন, হুযূরের কাছে আমি যে রিপোর্ট প্রদান করি সেটি ব্যাহত হবে। এই পরম সৌভাগ্য আমি বিগত ১২ বছর যাবৎ লাভ করে আসছি।

২৩ মার্চ ২০২০ তারিখ, হুযূরের সাথে মোলাকাতের সময় আমি দ্বিধাজড়িতভাবে জিজ্ঞেস করি :

"হুযূর, যদি সরকার লকডাউনের ঘোষণা দেয়, তাহলে কি আমি ইসলামাবাদে এসে রিপোর্ট করা চালিয়ে যাব?"

আমি হুযূরের জবাব নিয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলাম। হুযূরের উত্তর আমার আশংকাকেই সত্য বলে প্রমাণ করে। একইসাথে হুযূরের উত্তর আইনের শাসনের প্রতি ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গীও তুলে ধরে।

হুযূর বলেন :

"হ্যা, যদি সরকার লকডাউনের মাধ্যমে সফরের প্রতি বিধি নিষেধ আরোপ করে, তাহলে বাসায় অবস্থান করবে। এখানে আসার প্রয়োজন নেই।"

হয়ত হুযূর আমার মনের ব্যথা অনুধাবণ করতে পারছিলেন। এরপর হুযূর বলেন :

"এছাড়া আমরা ফোনের মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারব।"

এতে আমার কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। যদিও আমি পুরোপুরি বিষয়টি বুঝতে পারিনি। আমি মনে করেছিলাম হয়ত টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে আমার রিপোর্ট হুযূরের কাছে প্রেরণ করতে হবে। অথবা প্রাইভেট সেক্রেটারী মুনীর জাভেদ সাহেবের মাধ্যমে হুযূর আমাকে মাঝে মধ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

**লকডাউন:**

আমি গাড়ি চালিয়ে বাসায় ফিরে আসি। এরপর গভীর মনোযোগ সহকারে প্রধাণমন্ত্রীর বক্তব্যটি শুনতে থাকি। সাধারণত আমি যখন কোন রাজনীতিবিদের বক্তব্য শুনি তখন তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু বলেন কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখি। যেন হুযূরকে সেই তথ্য প্রদান করতে পারি। কিন্তু, এসময় আমি গভীরভাবে তার বক্তব্য শুনি এবং এতে হুযূরের কাছে মোলাকাতের প্রতি কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে কিনা সেটি বোঝার চেষ্টা করি ।

আমি যেরকম আশা করেছিলাম সেটিই হল। প্রধাণমন্ত্রী লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু একইসাথে তিনি এটিও উল্লেখ করেছেন যে কারো পক্ষে যদি বাসায় বসে কাজ করা সম্ভব না হয় তাহলে সে বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারবে।

এটি শোনার পর আমার ওকালতি বুদ্ধি জাগ্রত হয়ে উঠে। যেটি গত ১৩ বছর যাবৎ ঘুমিয়ে ছিল। আমি একটি 'লুপহোল' পেয়ে গিয়েছি। আমি নিজেকে বোঝাই যে আমার পক্ষে বাসায় অবস্থান করে হুযূরের কাছে রিপোর্ট করা সম্ভব নয়। কাজেই সফর করে হুজুরের সাথে দেখা করা কোনভাবেই আইনবিরুদ্ধ হবে না।

কিন্তু, হুযূর আমাকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, সে অনুযায়ী আমি হুযূরের সাথে মোলাকাত করতে যেতে পারব না। এজন্য আমাকে হুযূরের অনুমতি নিতে হবে। আমি সেরকমই করি। এর উত্তরে হুযূর আমাকে বলেন : "এ সময়ে, প্রতি সপ্তাহে একদিন ইসলামাবাদে আস। বাকি দিন বাসা থেকেই কাজ কর। যদি কোন কারণে তোমাকে প্রয়োজন হয়, তখন আমি তোমাকে ইসলামাবাদের ডেকে আনব।"

হুযূরের নির্দেশ পড়ার পর আমার মধ্যে মিশ্র অনুভূতি কাজ করে। কারণ একদিকে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আমি হুযূরের কাছে স্বাভাবিকভাবে রিপোর্ট করতে পারব না। অপরদিকে আমি কিছুটা স্বস্তিবোধ করছি যে অত্যন্ত সপ্তাহে একদিনের জন্য হলেও হুযূরের সাথে দেখা করতে পারছি।

**দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিবর্তন:**

হঠাৎ করেই আমার পুরো কার্যক্রম সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। গত ১৩ বছর ধরে হুযূরের সাথে মোলাকাত আমার সকল চিন্তা ও কাজ জুড়ে ছিল। আমার অফিস ও ব্যক্তিগত জীবন মোলাকাতের সময়ের ওপর নির্ভর করত। হঠাৎ করেই আমি বাসা থেকে কাজ করছি। প্রতিদিন ইসলামাবাদে সফর করতে হচ্ছে না। দৈনন্দিন মোলাকাতের জন্য কোন নোট নিতে হচ্ছে না। বরং, অন্যান্য সকলের মতোও আমি বাসা থেকে কিভাবে সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করা যায় সে নিয়ে চিন্তা করছি।

সামনের সময় গুলোতে, গুগোল অনেক প্রয়োজনীয় ও বিশ্বাসী বন্ধু বলে বিবেচিত হয়। আমার বড় ছেলের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এর মাধ্যমে হয়ে যায়। সত্য কথা বলতে লকডাউনের প্রথম ২-৩ দিন আমার ভালই লাগে। সে সময় সুন্দর আবহাওয়া ছিল। আমি রৌদ্রজ্জ্বল বিকেলে প্রতিদিন বিকেলে হেটে বেড়াতাম।

কিন্তু দ্রুতই আমি হুযূরের সাথে সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে পড়ছিলাম।

**ভিন্ন পরিস্থিতি:**

সপ্তাহের কোন দিন আমি হুযূরের সাথে দেখা করতে চাই সেটি হুযূর আমকেই নির্ধারণ করতে বলেন। তাই আমি শুক্রবারকে বেছে নেই।

হুযূরের সাথে সোমবার শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাই ২৭ মার্চ, শুক্রবার হুযূরের সাথে দেখার করার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। সন্ধ্যার সময় আমার মোলাকাতের সময়। কিন্তু আমি এতটাই আনন্দিত ছিলাম যে সকালেই ইসলামাবাদে চলে যাই।

আমি কিছুটা দুঃখিত ছিলাম কারণ লকডাউনের কারণে হুযূর জুমুআর খুতবা প্রদান করতে পারছেন না। এর পরিবর্তে হুযূর তার অফিস থেকে সরাসরি বার্তা প্রদান করবেন।

আমি লক্ষ্য করি, যে গত ৩-৪ দিনের ব্যবধানেই ইসলামাবাদের আবহাওয়া পুরো পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই তাপমাত্রা পরিক্ষা করা হচ্ছিল। কিন্তু এবার আমাকে তিন স্থানে তাপমাত্রা পরিক্ষা করা হল এবং এরপর আমি প্রধান ভবনে প্রবেশের অনুমতি পেলাম।

ইসলামাবাদ অনেক নীরব বলে মনে হচ্ছিল। ইসলামাবাদে থাকে না এরকম কেউই সেখানে ছিল না। কেবলমাত্র কয়েকজন এমটিএর সদস্য ছিল। ইসলামাবাদের বেশিরভাগ সদস্যই তাদের বাসায় অবস্থান করছিল।

হুযূরের অফিসের কর্মীসহ সকলের মুখেই মাস্ক ছিল। আমার কাছে কোন মাস্ক ছিল না। এতে আমি অস্বস্তিবোধ করছিলাম। তাই আমি দ্রুতই একটি মাস্ক এর ব্যবস্থা করি।

আমি একটি অবাক করা বিষয় জানতে পারি যে খোদ্দামুল আহমদীয়া কিছু করোনাভাইরাস টেস্ট কিট সংগ্রহ করেছে। কয়েকজন অফিস কর্মী ইতোমধ্যে পরিক্ষাও করিয়েছেন। আমিও নিজেকে পরিক্ষা করার আগ্রহ প্রকাশ করি। পরিক্ষার পর যখন ফলাফল নেগেটিভ আসে তখন আমি আশ্বস্ত হই।

প্রায় সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে আমি হুযূরের সাথে দেখা করার সৌভাগ্য অর্জন করি, আলহামদুলিল্লাহ। আমি হুযূরের সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটাই এবং তাঁর কাছে রিপোর্ট পেশ করি।

হুযূর বলেন :

"আমি যদিও বলেছিলাম যে সপ্তাহের যে কোন দিন তুমি আসতে পার। কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম যে শুক্রবারই সবচাইতে উত্তম হবে।"

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী, হুযূরের সামনের চেয়ার কিছুটা দূরত্বে রাখা হয়েছিল। আমি বুঝতে পারলাম যে হুযূরের নির্দেশে ইসলামাবাদের সকলেই এখন থেকে মাস্ক পরিধান করছে। সাক্ষাতের সময় কয়েকবার আমার মাস্ক মুখ থেকে সরে যায়। হুযূর আমাকে সতর্ক করেন এবং মাস্ককে ঠিকমতো উপরে উঠানোর জন্য বলেন। মাস্ক সঠিকভাবে কিভাবে পড়তে হবে সেটিও হুযূর দেখিয়ে দেন।

সাক্ষাতের পর, আমি আবার দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি। কারণ আবারও এক সপ্তাহের জন্য আমি হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাব না। আমি নিজেকে মনে করিয়ে দেই যে অসংখ্য আহমদী রয়েছেন যারা কখনো হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতে পারেন নি। আমার নিজের সামান্য দুঃখের জন্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে দুঃখিত না হয়ে, আল্লাহ্ঙপাকের এই বরকতের নিয়মিতভাবে শোকরিয়া আদায় করা উচিৎ।

**শূণ্য মসজিদে জুমুআর খুতবা:**

৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে আমি পরবর্তী মোলাকাতের জন্য ইসলামাবাদ সফর করি। গত সপ্তাহে লকডাউনের জন্য হুযূর জুমুআর খুতবা প্রেরণ করতে পারেন নি। কয়েকজন আহমদী উকিলের সাথে কথা বলার পর হুযূর জুমুআর খুতবা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেন।

এমটিএর মাধ্যমে হুযূরের জুমুআর খুতবা শুনে বিশ্বব্যাপী সকল আহমদীগণই অত্যন্ত আনন্দিত হন। সরকারী বিধি নিষেধের কারণে জুমুআর খুতবা প্রদানের সময় মসজিদে হুযূর ছাড়া একজন এমটিএ ক্যামেরাম্যান ও মুয়াজ্জিন ছিলেন।

হুযূরের সাথে সাক্ষাতের সময় আমি জানতে চাই যে এভাবে জুমুআর খুতবা প্রদানে হুযূর কেমন অনুভব করছেন? হুযূর হেসে বলেন :

"এটি একদমই কঠিন ছিল না! আমি মুয়াজ্জিন অথবা ক্যামেরাম্যান এর দিকে তাকিয়ে ছিলাম আর আমার মনে হচ্ছিল আমি অন্যান্য খুতবার মতোই খুতবা প্রদান করছি।"

আমি বলি যে কিছু আহমদী উকিল মনে করেন যে গত সপ্তাহেও হুযূর এভাবে খুতবা প্রদান করতে পারতেন। হুযূর বলেন :

"হ্যাঁ, ২-১ জন উকিল বলেছেন যে ২৭ মার্চ তারিখেও আমি দুই এক জনের উপস্থিতিতে মসজিদে খুতবা প্রদান করতে পারতাম। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নেই যে সেই নাজুক পরিস্থিতিতে জুমুআর খুতবা প্রদান করা সঠিক হবে না।"

আমি এ সুযোগে হুযূরকে আর একটি প্রশ্ন করি। আমি বলি যে একজন আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে হুযূরের ব্যক্তিগত উদ্যম হ্রাস পেয়েছে কিনা?

"আমাকে কি বিষন্ন বা হতাশ বলে মনে হচ্ছে? আল্লাহ্ পাকের পরীক্ষা ও মানুষের মৃত্যুর কারণে কিছুটা দুঃখ তো থাকবেই। কিন্তু মহান আল্লাহ্ পাকের ওপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাই বিষন্ন বা হতাশাগ্রস্থ হবার কোন কারণ নেই।"

এরকম কোন প্রশ্ন করা হয়েছে শুনে হুযূর অত্যন্ত অবাক হন। হুযূর বলেন :

"আমাকে কি বিষন্ন বা হতাশ বলে মনে হচ্ছে? আল্লাহ্ পাকের পরীক্ষা ও মানুষের মৃত্যুর কারণে কিছুটা দুঃখ তো থাকবেই। কিন্তু মহান আল্লাহ্ পাকের ওপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাই বিষন্ন বা হতাশাগ্রস্থ হবার কোন কারণ নেই।"

হুযূরের অফিস থেকে বের হবার সময় আমি ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের ইউরোপ সফরের ডায়েরী পেশ করি। হুযূর বলেন যে সময় করে তিনি এটি নিরীক্ষণ করে দিবেন।

(চলবে)

ভাষান্তর: **নূরে কাউসার রিফাত**

# আলোকিত জীবন

কৃষিবিদ : **মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

মানুষের মধ্যে যার আত্মা খোদা প্রদত্ত আলোয় আলোকিত তিনি শ্রেষ্ঠজন। তিনি ঐশী জগত কর্তৃক প্রশংসিত। প্রকৃত অর্থে এরূপ গুণের মানুষ হওয়াই খোদা কর্তৃক মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। নবী পাক (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যাকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়'। কত মহান সেজন যাঁকে দেখলেই কিনা আল্লাহ্‌র কথা স্মরণে আসে। হে তদীয় গুণ সমৃদ্ধ মানুষ!সশ্রদ্ধায় তোমাকে সালাম। তুমি সৃষ্টি হও ঘরে ঘরে, প্রতি সমাজে, দেশে বিশ্বের সর্বত্র অসংখ্য সংখ্যায়। তুমি নেয়ামতের আধার, আঁধার দূরীকরণের দীপ্ত প্রদীপ, তোমার অবস্থান সবার উর্ধে, তুমি সদা সবার শ্রদ্ধার্ঘ।

আধ্যাত্মিক আলোয় সমৃদ্ধ জীবনই আলোকিত জীবন। তাঁরা সুমহান, সুজন, সুহৃদ। তাঁরা এপাড়েও খ্যাত ওপাড়েও বিখ্যাত। তাঁদেরকে ঘিরেই ঐশী জগতের গর্ব। খোদা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও খোদার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা তাঁরা এমন দুষ্ট প্রবৃত্তিকে দমন করে যা দমন করা ছিল মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার তুল্য। তাঁরা অন্য কিছুকেই নয় বরং সদা স্বীয় স্রষ্টাকেই কেবল তাঁদের চোখের সামনে দেখে। সুতরাং আমরা যা কিছুই করি আর যা কিছুই গড়ি না কেন আমাদের লক্ষ্য হতে হবে ঈদৃশ আলোকিত জীবন গড়া। এটা এমন এক গুণের জীবন, যে জীবনের ক্ষয় নেই, লয় নেই। নেই শেষ, তাঁরা অশেষ। অতঃপর মরে গিয়েও তাঁরা হন অমর। তদ্রূপ জীবন সমৃদ্ধগণ জান্নাতের সংবাদেও উৎফুল্ল হননা আর জাহান্নামের আগুণ দেখেও ভীত হননা। কেননা খোদার সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়াই তাঁদের সার্বিক আত্মপ্রসাদ। পৃথিবীকে প্রশান্তিতে পূর্ণ করে দেওয়াই তাঁদের অভিলাষ।

খোদাতে উদাসীন কুজনদের আত্মাকে খোদামুখী করে দেওয়াই তাঁদের অবিশ্রাম প্রচেষ্টা। তাঁদের কাছে সবার অধিকার তদ্রূপ যত্নে সংরক্ষিত, যেমনটি কিনা সংরক্ষিত মায়ের কোলে তার আদরের নবজাতকটি। অশান্তি তাঁদের কাছে অতীব অপ্রিয়, অমানবতা অত্যন্ত ঘৃণার ও অকল্যাণ কর্ম তাঁদের নিতান্তই অপছন্দের। তাঁরা মানবতার প্রাসাদ গড়ার সুমহান সৈনিক। অসুন্দর ও অকল্যাণের স্তুপকে তাঁরা স্বীয় কাঁধে বহে বাগাড়ে ফেলে দেন। তাঁরা কখনো ভাবে না যে, 'আমরা কী পেলাম' বরং কেবলই ভাবেন, 'আমরা কাকে কী দিলাম'। কখনো ভাবে না যে, 'আমরা কত বড় হলাম'। বরং কেবলই ভাবেন, 'আমরা কতটা সুজন হলাম'। সঙ্গত কারণেই তাঁরা সমাজের তিলক তথা শিরমণি। শ্রদ্ধার মূর্তিমান ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ বিনয়ে তাঁদের সমীপে বিনীত হতে প্রাণ কাঁদে। অগণিত যদি এমনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত তবে কতইনা মঙ্গল হতো সমাজের, দেশের ও বিশ্বের। তাঁদের প্রভাব প্রীতিতে বিনাশ হতো পৃথিবীর সর্বত্রের সর্ব প্রকার নৈরাজ্য, জিঘাংসা। অকারণে মানুষ মানুষকে ে রে ফেলার অমানবিক কর্মযজ্ঞ। বৈষম্য দূর হতো একই মানুষ কেউ বাগাড়ে থাকার ও কেউ সুউচ্চ অট্টালিকা থাকার প্রভেদ। কেউ উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচার ও কেউ স্বর্ণ চামচে খাওয়ার ব্যবধান। আমাদের প্রাণে থাকত না যেকোন সময় যেকোন তুচ্ছ কারণে লাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ঙ্কর আতঙ্কের আর্তনাদ।

প্রশ্ন জাগে–

যেসব আলোকিত জীবন কর্তৃক এমনসব অভূতপূর্ব সুন্দর সাধিত হয় এমন পরমোৎকৃষ্ট জন তারা কোথায়? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'খোদা স্বীয় সব গুণাবলীর আদলে তাঁর বান্দাদের লালন করেন, কেবল কতিপয় গুণাবলীর দ্বারা নয়' (পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়া' ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৫)। যদি তা-ই হয় এবং এটাই সন্দেহাতীত সত্য, তা হলে পৃথিবীতে আলোকিত জীবন বৈশিষ্ট্যের মানুষ এতটা বিরল কেন? নাই বললেই চলে। কেবল অন্ধকার আর ভয়ঙ্কর স্বভাবের মানুষই সর্বত্র। নৃশংসতা ও নিন্দ্য কাজ করার মানুষেরই ছড়াছড়ি। বিষয়টি ভাববার দাবি রাখে।

খোদা তা'লার অতি উত্তম আদর্শের আদলে প্রতিপালিত মানুষের অধিকাংশজনই খোদাকে পরিত্যাগ করেছে। খোদাকে হারিয়ে ফেলেছে। দয়ার্দ্র সেই স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির আস্তা নেই, ভরসা নেই, ভয়ও নেই, নেই তাঁর প্রতাপ শক্তিমত্তার ওপর বিশ্বাস। খোদার সত্তায় সাকল্য নির্ভরতার শক্তি মানুষ সর্বৈব হারিয়ে ফেলেছে। মূলত খোদার প্রতি জীবন্ত বিশ্বাসের অভাব হেতুই মানবাত্মার আদর্শের প্রদীপ নিভে গিয়ে পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। এক্ষণে আল্লাহ্ জাল্লা শানহু বলছেন,.... (হে লোক সকল!) তোমরা ধারণা করিতেছ যে, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কার্যকলাপ সম্বন্ধেই জ্ঞাত নহেন, যাহা তোমরা করিয়া আসিতেছ। তোমাদের এই কুধারণাই, যাহা তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে পোষণ করিয়া আসিয়াছ, তাহা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ লোকদিগের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছ' (৪১:২৩-২৪)

অতএব কারণেই পৃথিবী এখন নানা দুর্যোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মানুষ পরস্পর পরস্পরের অকল্পনীয় ক্ষতি সাধন করছে। ফলেই সমাজ দুর্বৃত্তায়ণে পরিণত হয়ে গিয়েছে। পরস্পরে দ্বিধাহীন চিত্তে জঘন্য অপরাধ করছে। আজকালকার অপরাধের ধরণ হল- এর শুরুই হয় খুনের মাধ্যমে। তাই নিত্যই চেনা-অচেনা মানুষের লাশ ভাসছে খালে-ঝিলে, নালায়-নর্দমায়, পুকুরে-নদীতে। নবজাতককে মায়ের কোলে নয়, পাওয়া যায় ড্রেনে কিংবা বাগাড়ের ড্রামে। স্বামী স্ত্রীকে আর স্ত্রী

স্বামীকে, ছেলে বাবাকে আর চাচা ভাইস্তাকে, মেয়ে মাকে আর গৃহকর্মী ঝি-কে খুন করছে অবাদে-নির্বিবাদে। জেলে যাওয়া আর পুলিশের ধাওয়া কোন কিছুতেই মানুষের কোন শরম সংকোচ আর লজ্জা নেই। সদর্পে আর সদম্ভে মানুষ এখন ইত্যকার লজ্জাস্কর কাজ করছে। জেলে যাওয়াকে মানুষ গর্বের কাজ বলে মনে করছে। সাদা চামড়ার মানুষেরা কালো চামড়ার মানুষদেরে দ্বিধাহীন চিত্তে পাখীর মত মেরে ফেলছে। কালো আর সাদা চামড়ার দাঙ্গা এখন তুঙ্গে। ধর্ষণের মত নির্লজ্জ নীতিহীন কাজ যেনতেন জন যখন তখন করছে। মানুষ মারার সুনিপুণ অস্ত্র আবিষ্কারে মানুষের মস্তিষ্ক পাগলপাড়া ব্যস্ত। কত বলব কত শত মানুষের কত ধরণের অপকর্মের কথা। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখলেও সে কাহিনী কেচ্ছা শেষ হবার নয়। কলমের কালি ফুরিয়ে যাবে কিন্তু বিভৎস এমন সব নির্মমতার কর্ম কাহিনীর বিবরণ বর্ণনার লিখা ফুরাবে না।

হায়রে আলোকিত মানব জীবন! তোমাদেরকে পাই কোথায়? পৃথিবীর মানুষের কারখানায় ঈদৃশ আলোকিত মানুষ তৈরী করার ভাবনা একেবারেই অবান্তর। কোথায় সে কারিগর যিনি কিনা তাঁর জীবনের ২৩বছর সময়ের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবের জঘন্য-নিকৃষ্ট সমাজের পশু সদৃশ নাম সর্বস্ব মানুষগুলিকে সুমহান মানুষে পরিণত করতে সমর্থ্য হয়েছিলেন?

অসম্ভব নিন্দনীয়দের অসাধারণ নন্দিতজনে পরিণত করেছিলেন? যুদ্ধ ময়দানে সাংঘাতিক আহত হয়ে চরম পিপাসার্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজে পানি না পিয়ে আহত অন্য বন্ধুর প্রাণ বাঁচাবে সেই পানি দান করে সেচ্ছায় নিজের মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন? আরবের নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষগুলির হৃদে এমন অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর এই পরিবর্তন আনয়ন তাঁর দ্বারাই সম্ভব ছিল যিনিকিনা মর্ত্যবাসী হয়েও আকাশের শাসন দ্বারা পরিচালিত ছিলেন। যাঁর কোমল হৃদে দয়া মায়া আর মানব প্রেমের লীপ্সা ছিল অতুলনীয়, নজীর বিহীন। যিনি ছিলেন অসম্ভব পর হিতৈষী। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ উপাশক। যিনি দিনের বেলায় সস্নেহে স্বদেশিদের বলতেন, প্রেমাসম্পদ খোদার প্রেমিক হতে আর নিশিতে তাদের কল্যাণ কামনায় কাঁদতেন বেদনা ভরা চিত্তে। এমনসব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জনদেরকেই বলা হয় আলোকিত জীবন বিশিষ্ট্য মানুষ। চরম শত্রুও ছিল যাঁর পরম আদরের, জাগতিক সম্পদ লাভের তিলতুল্য লোভেও ছিলনা যাঁর অন্তরে। ছোট-বড়, ধনী নির্ধন, নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ, কালো-শুভ্র, অজ্ঞ-প্রাজ্ঞ আপন-পর, সধর্ম-বিধর্ম, কুৎসিৎ-সুন্দর, দেশি-পরদেশি, বাদশাহ-নফর এদের সবাই ছিল তাঁর কোলে নিরাপদ আশ্রয়ে। আর অন্যায় অবিচার মিথ্যা প্রবঞ্চনা জুলুম নির্যাতন খেয়ানত পরস্বহরণ অধিকার খর্ব ছল চাতুরী শক্তির প্রতাপ ইত্যকার অমানবীয় কর্মের ছিলেন প্রচণ্ডতম প্রতিবাদী শক্তি। পৃথিবী কী আজ বলতে পারে তার মাটিতে এমন বৈশিষ্ট্যের আলোকিত জীবন বা মহাজন আছে? হায়! এ কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। স্বর্গাগত কোন সৃষ্টি পুরুষ বিনে পৃথিবীতে সংগঠিত অসম্ভব স্বভাবের অমানবতা বা অরাজকতার তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কথা বলা বা একে প্রতিহও করার শক্তি সাহস আজ আর কারোরই নাই। পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে কারোর সদিচ্ছাও নাই।

তবে বৈশ্বিক এত শত দুঃখ-কষ্ট দুর্দশা নৈরাজ্য মারামারি আর মরামরির হাউমাউ কান্না ও হট্টগোলের মধ্যেই খাকসার পৃথিবীবাসীর সমীপে সুখের ও আশ্বস্তের একটি সংবাদ দিতে চাই, যা পৃথিবীবাসীর সবাইকেই শোনা দরকার। এটা যে কেবল আমার কথা এমনটি নয়, বরং খোদার পক্ষ হতেও তা শোনার জোর তাগিদ রয়েছে।

তা হলো- আধ্যাত্মিকতা শূন্য মানুষকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করতে এবং খোদা ও মানুষের হক আদায় করার ঐশী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে তাঁরই পক্ষের এক মহাপুরুষ তিনি তাঁর স্বীয় করুণার প্রেরণায় পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সাথে তিনি (আল্লাহ্) এ-ও বলেছেন, যদি পৃথিবীবাসী সোৎসাহে বিনা বিতর্কে স্বর্গীয় পবিত্র প্রতিনিধির ডাকে সাড়া না দেয় বা প্রণয়াণুরাগে তাঁকে গ্রহণ করতে অরাজি হয় কিংবা তাঁর বিরুধিতায় দন্ডায়মান হয় তবে, এতদিন খোদা নীরব ছিলেন, এবার রুদ্র মূর্তিতে তিনি তার স্বরূপ প্রকাশ করবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণ সমূহের দ্বারা তিনি (খোদা) তাঁর সত্যতাকে প্রকাশ করবেন। এবাক্যের প্রতিটি শব্দ প্রত্যেককে প্রণিধান করার দাবী রাখে। কেননা তা যেনতেন কথা নয় আর যেনতেন জনের কথাও নয়। স্বয়ং সর্বশক্তিমান খোদার ভয়ঙ্কর সাবধান বাণী। এক্ষণে সভয়ে প্রার্থনা করি, 'আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই, তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট হইতে, যখন উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ...' (১১৩:২-৪)। হে খোদা! তুমি আমাদের সহায় হও।

হে জগতবাসী বন্ধুগণ! খাকসার সবিনয়ে অনুরোধ করে বলছি, আপনাদের সবার সর্ব প্রথম দায়িত্ব হলো ঐ মহাপুরুষের সন্ধান করা। প্রাণের ব্যাকুলতায় তাঁকে তালাশ করা। খোদা বহুদিন যাবৎ তদাশায় উদগ্রীব অপেক্ষমান, আপনারা সশ্রদ্ধায় ও সম্মানে তাঁর সুবাক্য সমূহ গ্রহণ পূর্বক আধ্যাত্মিকভাবে জিন্দা হোন। এর ব্যত্যয় মানুষের জন্য কখনো শোভনীয় হবে না। এতদ ব্যতিক্রমে জগত বুকের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের আঘাত অবসান হবে না। বলতে কী এর ভয়ঙ্করতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বৈ কি? এমনটিই বিশ্বের একচ্ছত্র ক্ষমতাধর খোদার অভিপ্রায়। ইহা খোদার অমোঘ বিধান। তাই সকাতরে সবাইকে অনুরোধ করছি। আপনারা আপনাদের বিবেক, বুদ্ধি, হৃদয়ের পবিত্রতা, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি বিনীত চিত্তে বিনোয়োগ করে স্বর্গীয় পুরুষ যুগের ইমাম মসীহেজ্জামানের আহ্বানের সত্যাসত্য পরখ করে নিন। আমার কথায় আপনাদের শতভাগ প্রতিতী হয়না তো আপনার প্রেমাধার খোদার দরবারে নত শিরে আপ্লুত কান্নায় নিবেদন করতঃ এর সত্যতা যাচাই করে নিন। নিশ্চয় আপনার প্রাণাধিক প্রিয় খোদা আপনার যাচ্নার মূল্য দিয়ে আপনাকে তাঁর আলোকিত পথ প্রদর্শন পূর্বক ধন্য করবেন। প্রার্থনাকারীকে তাঁর মনোনীত পথ প্রদর্শন করা খোদার শাশ্বত বিধান। অতঃপর অবশ্যই আপনিও হবেন আলোকিত জীবন লাভকারীদের একজন। সকল স্তরের সর্ব প্রকার কুৎসিৎ কুকর্ম বন্ধ করার সুমহান সৈনিক।

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
*Press & Media Office*

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

# আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ

## হুযূর আকদাসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ (ন্যাশনাল মজলিস আমেলা)

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (আহমদীয়া যুব-সংগঠন, ১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)-এর সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলা প্রতিনিধিগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের জাতীয় কার্যালয়, ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে যোগদান করেন। সভা চলাকালীন খোদ্দাম প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যক্রমের রিপোর্ট এবং প্রস্তাবিত ভবিষ্যত পরিকল্পনাসমূহ উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাস আহমদী মুসলিম তরুণ-যুবকদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ক্রমাগত উন্নতি নিশ্চিতকারী বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস জাতীয় বিভাগসমূহের প্রধানদেরকে উৎসাহিত করেন যে, তারা যেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর আঞ্চলিক ও স্থানীয় শাখাগুলোর কার্যক্রম বিশ্লেষণের জন্য এবং তাদের উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য তাদের থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট সম্পর্কে অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিয়মিত মতামত প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস আহমদী মুসলিম যুবকদেরকে মানবতার সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে এবং ইসলামের শিক্ষার প্রতিফলনে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে অভাবগ্রস্তদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার নির্দেশনাও প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস আরও বলেন যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনার উচিত হাসপাতাল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আহমদী

তরুণদেরকে রক্তদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত করা, যেন প্রয়োজনের সময়ে দেশের জনগণকে তারা সাহায্য করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন: "আমাদের আহমদী মুসলিম যুবকদের রক্তদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের সদস্যদেরকে সাহায্য করার জন্য নয়, বরং সমাজের অন্যান্য সকলের জন্যও এটি প্রদান করা উচিত এবং মানবতার সেবার জন্য আমাদের সদস্যদেরকে নিবন্ধিত করতে হাসপাতাল এবং ব্লাড ব্যাংকগুলোর সঙ্গে আপনাদের কাজ করা উচিত। জনগণের জানা উচিত যে, আহমদী মুসলমান তারাই, যারা সমগ্র মানবতার সেবায় এগিয়ে এসে থাকে।"

হুযূর আকদাস আরও বলেন যে, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিপুল সংখ্যক তরুণকে শরীর চর্চা এবং ব্যায়াম করতে উৎসাহিত করা উচিত।

উমুরে-তোলাবা (ছাত্র-বিষয়ক) বিভাগের প্রধানের প্রতি হুযূর আকদাস বলেন যে, এই বিভাগের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারের আয়োজন করা, যেখানে আহমদী মুসলিম এবং অন্যান্যদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, ধর্ম-নিরপেক্ষ বিষয়গুলো নিয়ে নতুন গবেষণা উপস্থাপনের জন্য। এর মাধ্যমে ধর্মীয় মত-পার্থক্যগুলো দূরে সরিয়ে রেখে উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের আদান-প্রদান করা সম্ভবপর হবে।

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর এই সময়টিতে আহমদী মুসলিম তরুণরা স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে সেগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করাতে হুযূর আকদাস সন্তোষও প্রকাশ করেন।

# মজলিস সংবাদ

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, আহমদনগরের উদ্যোগে তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, পতেঙ্গার উদ্যোগে কর্মশালা আয়োজিত হয়।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, চট্টগ্রামের উদ্যোগে তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, ইসলামগঞ্জের উদ্যোগে তালিম-তরবিয়তী ক্লাস সফলভাবে অনুষ্ঠিত।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মাহিগঞ্জের সদস্যবৃন্দ একত্রে বসে হুযূর (আই.)-এর খুতবা সরাসরি শ্রবণ করছেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চড়াইখোলা মজলিস পরিদর্শন করছেন রংপুর জেলা মজলিসের কর্মকর্তাবৃন্দ।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া,নুসরতাবাদের (চরদুঃখীয়া) উদ্যোগে তালিম-তরবিয়তী ক্লাস সফলভাবে অনুষ্ঠিত।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, কুমিল্লার উদ্যোগে তালিম-তরবিয়তী ক্লাস ও শিক্ষা সফরের আয়োজন সফলভাবে সমাপ্ত।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, দিনাজপুরের উদ্যোগে তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, সিলেটের উদ্যোগে চলছে 'কিশতিয়েনূহ' পুস্তকের ওপর পাঠচক্র।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, খুলনার উদ্যোগে 'ফ্রি মেডিকেল চেকআপ'-এর ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা ১২০ জনকে সেবা দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, বি-বাড়িয়ার উদ্যোগে হুযূর (আই.)-এর খুতবা শুনার গুরুত্ব সম্পর্কে তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, খুলনার উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন ও ক্রীড়া দিবস ২০২১ অনুষ্ঠিত।

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া মাহিগঞ্জের উদ্যোগে 'মাসিক পাঠচক্র' ও তরবিয়তী সেমিনার সফলভাবে অনুষ্ঠিত।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, মিরগাং-এর উদ্যোগে তালিম-তরবিয়তী ক্লাস সফলভাবে অনুষ্ঠিত।

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, ভাদুঘরের উদ্যোগে হুযূর (আই.)-এর খুতবা শুনার গুরুত্ব সম্পর্কে তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, ধানীখোলার তত্ত্বাবধানে চলছে তালিমুল কুরআন ক্লাস।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, জামালপুর হবিগঞ্জের উদ্যোগে তালিম-তরবিয়তী ক্লাস আয়োজিত হয়।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, শালসিঁড়ির উদ্যোগে
রিশতানাতা বিষয়ক সেমিনার সফলভাবে অনুষ্ঠিত।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, ক্ষুদ্রপাড়ার উদ্যোগে
ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হয়।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, তেজগাঁও-এর উদ্যোগে মাসব্যাপী বই মেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং স্থানীয় কায়েদ।

মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে
'ফ্রি মেডিকেল চেকআপ'-এর ব্যবস্থা করা হয়।

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, সুন্দরবনের উদ্যোগে
রাস্তা মেরামত করছেন তিফল ভাইয়েরা।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ময়মনসিংহ জেলার উদ্যোগে
তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, নূরনগরের উদ্যোগে স্থানীয়
কবরস্থানে এক বিশেষ ওয়াকারে আমল করা হয়,
এতে খোদ্দাম-আতফালগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

# বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং গবেষক কে. এম. মাহমুদুল হাসান সাহেবের ইন্তেকাল

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সাবেক সদর এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক জনাব কে. এম. মাহমুদুল হাসান গত ২৮ জানুয়ারি ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।

মরহুমের জানাযার নামায ঢাকাস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে ২৯ জানুয়ারি ২০২১ বাদ জুমা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামায পড়ান আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। জানাযায় বিপুল সংখ্যায় মুসল্লি অংশ গ্রহণ করেন।

মরহুম ১৯৯৩-১৯৯৫ কার্যসাল পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের সদর ছিলেন। এছাড়া তিনি ঢাকার রিজিওনাল কায়েদ, ন্যাশনাল মোতামাদ সহ মজলিসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। দু'দিনের ছুটি, দেশে দেশে আহমদীয়াত, অমর জীবনের কিছু কথা, জার্মানিতে প্রথম বাঙ্গালী মিশনারী তাঁর লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় বই। তিনি একজন সুবক্তা এবং সুলেখক ছিলেন। মাসিক আহ্বানের মুক্তোঝরা তাঁরই মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন।

১৯৫৯ সালের ২৫ আগস্ট রংপুর শহরে খন্দকার মাহমুদুল হাসানের জন্ম। তিনি কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

শিশুসাহিত্য, ভ্রমণ, প্রবন্ধ, গবেষণাসহ শিল্প-সাহিত্যের নানা অঙ্গনে তার পদচারণা ছিল। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ দুই বাংলার বিরাট এলাকায় সরেজমিনে ঘুরে তিনি ইতিহাস ও পুরাকীর্তি বিষয়ক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকাশিত শিশু বিশ্বকোষ রচনায় তিনি অংশগ্রহণ করেন।

বাহিরের জগতে তার লেখা বইয়ের সংখ্যা শতাধিক। লিখেছেন ইতিহাস বিষয়ক ২৬টি বই, ২২টি কিশোর উপন্যাস ও ৩১টি গল্পের বই। তালিকায় আছে দুই খণ্ডের 'বাংলাদেশের পুরাকীর্তি কোষ', দুই খণ্ডের 'প্রথম বাংলাদেশ কোষ', বাংলাদেশের স্বাধীনতার নেপথ্য-কাহিনি, ঢাকা অভিধান, চলচ্চিত্র, সিনেমা থেকে চিত্রালী, প্রাচীন বাংলার আশ্চর্য কীর্তি, মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র, হিব্রু থেকে ইহুদি, বাংলাসাহিত্যে মুসলিম অবদান, যেমন করে মানুষ এলো, ইতিহাসের সেরা গল্প প্রভৃতি।

খন্দকার মাহমুদুল হাসান দুবার পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার। তার ঝুলিতে আছে বাংলাদেশ ও ভারতের একাধিক স্বীকৃতি।

আল্লাহ তা'লা মরহুমকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতে উচ্চ আসন দিন, আমীন। সেই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি মাসিক আহ্বানের পক্ষ থেকে রইল গভীর সমবেদনা।

অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে পঞ্চগড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল আহমদীয়া মেডিকেল সেন্টার। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রধান অতিথি হিসেবে এর উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

আহমদীয়া মেডিকেল সেন্টারের শুভ উদ্বোধনকালে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের প্রিন্সিপাল আলহাজ্জ মুবাশ্বের উর রহমান, জনপ্রতিনিধি পঞ্চগড় বেংহাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, ধাক্কামারা ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাইদুল ইসলাম, ডা. আতাহার আহমদ সোহাগ, ডা. মনিরুল ইসলাম মানিক, ডা. রেবেকা সুলতানা, আহমদনগর জামা'তের প্রেসিডেন্ট মুতালিব হোসেন খান, শালসিঁড়ি জামাতের প্রেসিডেন্ট মোস্তাক আহমদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসির আহমদ সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। জনপ্রতিনিধিগণ তাদের শুভেচ্ছা বক্তৃতায় সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল আমীর সাহেব চিকিৎসকদের মানবসেবায় ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ধর্ম-বর্ণ, গোষ্ঠি সবার সেবার লক্ষ্যে আমরা ক্ষুদ্র পরিসরে এই মেডিকেল সেন্টারের উদ্বোধন করেছি। যদিও দেখতে ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে কিন্তু আমরা আশা করি রোগীর সেবার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার কোন কমতি হবেনা। রোগীদের সার্বক্ষণিক উন্নত ও আধুনিকমানের সেবা প্রদান করার জন্যই এই মেডিকেল সেন্টার চালু করেছি, যাতে রোগীরা সহজে উত্তম চিকিৎসাসেবা পায়। দেশের বেশিরভাগ অসহায় রোগীরা চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হয়, তাই গরিব অসহায়রা যাতে সার্বক্ষণিক মেডিকেলসেবা নিতে পারে এটাও আমাদের একটি মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দোয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া মেডিকেল সেন্টারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। আঞ্চলিক প্রতিনিধিগণও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল।

MHT

মো: কামাল উদ্দিন আহম্মদ
প্রোপ্রাইটর
মোবা : ০১৯১৩-৬৩৬৩০১
: ০১৭৩০-৯০৬৫৫০
ফোন : ০২-৫৭৩৯৬৮৮১

মনির হোম টেক্সটাইল
MONIR HOME TEXTILE
এখানে উন্নতমানের বেডসিট, বেড কভার ও কমপ্লিট সেট চাদর পাওয়া যায়।
দোকান নং-২১১, কুমারটুলী লেন, মিনার সিটি, ইসলামপুর, ঢাকা-১১০০

"অস্ত্র দিয়ে দেশ জয় করা যেতে পারে কিন্তু মন জয় করা যায় না। শক্তি মানুষের মাথা নত করাতে পারে কিন্তু মানুষের হৃদয় ও বিবেককে বশ মানাতে পারে না।"

**হযরত মির্যা তাহের আহমদ,** খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

সৌজন্যে: **Tushtu Trading Corporation**

TUSHTU
we can reach

Md. Zahurul Islam Moni
CEO
+880 1976 106 658
+880 1708 169 274

Tushtu Trading Corporation
All Kinds of Export, Import, Packaging, Marketing & Supplier
Contact us : 1/B, Rahman Plaza (2nd Floor), New Jurain, Kadamtali, Dhaka- 1204, Bangladesh.
info@tushtugroup.com; tushtu.ceo@gmail.com
www.tushtugroup.com

A2Z Communication
WE RUN EVERYWHERE TO MAKE YOUR DREAM TRUE

A2Z FASHION
ONE STOP FASHION SOLUTION

- Promotional Corporate Gift Items
- Event Management and Activation
- Tours and Travels with Visa processing
- Digital Printing on PVC & Sticker
- Cutting sticker (Paper & PVC)
- LED Indoor & Outdoor Moving and Video Display
- Acrylic & Stainless Steel 3D Letter sign
- Light Box Sign and Neon Sign
- Leaser Cutting & Engrave (Board, Acrylic, Wood & Steel)
- UV Print on Pen, Board, Acrylic & Wood
- Offset Printing (Dairy, Notebook, Calendar, Special V. Card, Pad & Money receipt)
- Readymade Garments Export (Knit, Woven & Sweater)
- Export quality Readymade Garments Local Supply
- Imported Fabric and Accessories
- Local Woven, Knit and Mass Fabric
- Garments accessories (Label, Hangtag, Rubber patch & Elastic)
- Sonali Bag (Made from Jute)
- Leather Readymade Garments
- Leather Wallet, Card case and Ladies pars
- Leather Passport holder and Mobile case
- Leather Key ring
- Leather Bag

Rafi Ahmad
+880 1793 777666 +880 167 1166677
11/6 Prominent Housing, 3rd Floor, Road 3, Shekhertek, Mohammadpur, Dhaka - 1207
info@a2zcommunication.agency rafi@a2z.fashion

সম্পাদকীয় কার্যালয়: ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১, বাংলাদেশ।
০১৭১১-৬৩৪১৮১, ahban@mkabd.org
মোহাম্মদ আব্দুল হাদী কর্তৃক আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
*The Official Publication of Majlis Khuddamul Ahmadiyya, Bangladesh.*